CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 13 January, 2021 ■ আগরতলা, ১৩ জানুয়ারী ২০২১ ইং ■ ২৮ পৌষ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

কৃষি আইনে স্থগিতাদেশ, আলোচনার জন্য কমিটি গড়ল শীর্ষ আদালত

নয়াদিল্লি, ১২ জানুয়ারি (হি.স.)।। প্রত্যাশিত ছিলই। কৃষি আইন বাস্তবায়নে স্থগিতাদেশই দিয়ে দিল সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালতের পরবর্তী নির্দেশ পর্যন্ত বাস্তবায়ন করা যাবে না কেন্দ্রীয় সরকারের নতুন কৃষি আইন। পাশাপাশি কৃষি আইন নিয়ে আলোচনার জন্য ও বৈধতা খতিয়ে দেখতে কমিটি গড়ল সর্বোচ্চ আদালত। শীর্ষ আদালতের এই রায়ে যথেষ্ট অস্বস্তি পড়ল মোদী সরকার। কৃষকরা অবশ্য চাইছেন, কোনওরকম সংশোধন নয়, কোনও কমিটির সঙ্গে কথা নয়, সম্পূর্ণ ভাবে আইন প্রত্যাহার করতে হবে সরকারকে।

তিনটি কৃষি আইনের বিরুদ্ধে প্রচুর মামলা হয়েছে সুপ্রিম কোর্টে। সেই মামলাগুলি একত্রিত করে সোমবার শুনানি হয় প্রধান বিচারপতি শরদ অরবিন্দ বোবদের বেঞ্চে। সোমবারই কৃষি আইন নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে একের পর এক বিষয়ে প্রশ্ন তুলে তীব্র ভর্ৎসনা করেছেন প্রধান বিচারপতি। মঙ্গলবার দ্বিতীয় দফার শুনানি শুরু হলে, কৃষি আইন বাস্তবায়নে স্থগিতাদেশ দিয়ে দেয় সুপ্রিম কোর্ট। কৃষি আইনের বৈধতা খতিয়ে দেখতে কমিটি গড়া ছাড়া পথ নেই, বলে জানিয়ে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। আদালত জানিয়েছে, আইন স্থগিত রাখার ক্ষমতা রয়েছে আমাদের। কিন্তু অনির্দিষ্ট কালের জন্য আইন স্থগিত রাখা যায় না। কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত একটি বিচারবিভাগীয় প্রক্রিয়া, যাতে বিষয়টি সম্পর্কে একটা স্বচ্ছ ধারণা মেলে।

কৃষি আইনের প্রতিবাদে দীর্ঘদিন ধরে দিল্লির বিভিন্ন সীমায় আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন অন্নদাতারা। মঙ্গলবার শুনানির সময় কৃষকদের উদ্দেশে প্রধান বিচারপতি বলেন, রামলীলা ময়দান অথবা অন্য কোনও স্থানে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার জন্য দিল্লির পুলিশ কমিশনারের কাছে অনুমতি চাইতে পারেন কৃষকরা। এবার প্রজাতন্ত্র দিবসের দিন ট্র্যাক্টর মিছিল বের করতে পারেন আন্দোলনরত কৃষকরা, ট্র্যাক্টর মিছিল বন্ধ করা নিয়ে একটি আবেদনের প্রেক্ষিতে দিল্লি পুলিশকে নোটিশ পাঠিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।

এদিকে, নয়া কৃষি আইন নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের রায় মানতে নারাজ আন্দোলনরত কৃষকরা। তাঁরা সাফ জানিয়ে দিয়েছেন নয়া কৃষি আইন নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট গঠিত পর্যালোচনায় কমিটির সঙ্গে কোনও রকম সহযোগিতা করা হবে না।

কেন্দ্রের নয়া কৃষি আইন কার্যকর হওয়ার উপর সুপ্রিম কোর্ট সাময়িক স্থগিতাদেশ দিলেও, তাতে খুশি নন দিল্লি সীমান্তে বিক্ষোভরত কৃষকরা। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অস্ত্রশস্ত্র সহ চার উগ্রপন্থী গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম/ আগরতলা, ১২ জানুয়ারি।। চার উগ্রপন্থী ত্রিপুরা পুলিশের জালে ধরা পড়েছে। ধৃতদের মধ্যে একজন অসমের বাসিন্দাও রয়েছে। তাদের সাথে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র এবং চাঁদার রশিদ ও অন্যান্য সামগ্রী উদ্ধার হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, আজ মঙ্গলবার ভোররাতে চার উগ্রপন্থীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাঁদের সিপাহিজলা জেলার জম্পুইজলা মহকুমার টাকারজলা থানাধীন অর্জুন ঠাকুরপাড়া থেকে পুলিশ জালে তুলেছে। তাদের পরিচয় দিতে গিয়ে পুলিশ জানিয়েছে, আনন্দবাজার থানাধীন ভান্ডারিমার বাসিন্দা লালথাঙ্গা রিয়াং (২৮), খেদাছড়া থানাধীন দুইগঙ্গার বাসিন্দা জীবন রিয়াং (৩৮), ফুলডুঙশেইয়ের বাসিন্দা গঙ্গারাম রিয়াং এবং দক্ষিণ অসমের হাইলাকান্দি জেলার কাটলিছড়া থানাধীন ঘাড়মুড়া বাসিন্দা সিংহমণি রিয়াংকে আজ ভোররাতে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে গঙ্গারাম রিয়াং এনএলএফটি-র স্বঘোষিত লেফটেন্যান্ট বলে পরিচয় পাওয়া গেছে।

সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয়, বাকি তিনজনের মধ্যে একজন সিংহমণি রিয়াং অসমের হাইলাকান্দি জেলার। সে ইউডিএলএফবি উগ্রপন্থী দলের সদস্য। তাদের কাছ থেকে ৯ এমএম পিস্তল একটি, পয়েন্ট ২২ পিস্তল একটি, পয়েন্ট ২২ ম্যাগাজিন একটি, ১৭ রাউন্ড কার্তুজ, চাঁদার রশিদ ২০টি, বিদেশি সংস্থা টেলি টক-এর সিম দুটি, দেশী এয়ারটেল সিম একট, জিও সিম একটি, মোবাইল কিবোর্ড তিনটি, অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল একট, মোবাইল চার্জার একটি,

নগদ ৭৩০ টাকা এবং একটি ছোট ডায়েরি উদ্ধার হয়েছে।

তাদের বিরুদ্ধে টাকারজলা থানায় বেআইনি এবং বেআইনিভাবে অস্ত্র রাখার অভিযোগে মামলা দায়ের করা হয়েছে। তবে, হাইলাকান্দির উগ্রপন্থী দলের সদস্যকে গ্রেফতারের ঘটনায় ত্রিপুরা পুলিশের মহানির্দেশক ভিএস যাদবের আশঙ্কাই সত্যি প্রমাণিত হয়েছে। তিনি বলেছিলেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন উগ্রপন্থী গোষ্ঠী একত্রিত হচ্ছে।

প্রথম সারির করোনা যোদ্ধা সাংবাদিকদের অগ্রাধিকারে ভ্যাকসিন দেবে রাজ্য সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জানুয়ারি।। প্রথম সারির করোনা যোদ্ধা সাংবাদিক, সংবাদকর্মী ও তাদের পরিবারকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে করোনা ভ্যাকসিন দেবে রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব আজ আগরতলা প্রেসক্লাবের সম্পাদক প্রণব সরকারকে সরকারের এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন। শ্রী সরকার আজ মহাকরণে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেবের সাথে সাক্ষাৎ করে এই বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করলে শ্রীদেব করোনা ভ্যাকসিন নিয়ে রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্তের কথা জানান। মুখ্যমন্ত্রী জানান, সাংবাদিকরাও প্রথম শ্রেণীর করোনা যোদ্ধা। তাই তাদেরকেও অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে করোনা ভ্যাকসিনের আওতায় আনা হবে। এর আগে আগরতলা প্রেসক্লাবের সম্পাদক শ্রী সরকার মুখ্যমন্ত্রী শ্রী দেবকে এক চিঠি দিয়ে রাজ্যের প্রথম শ্রেণীর করোনা যোদ্ধা সাংবাদিক ও তাদের পরিবারকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে করোনা ভ্যাকসিন দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। এই পরিপ্রেক্ষিতেই রাজ্য ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আমতলীতে যুবকের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জানুয়ারি।। আমতলী থানা এলাকার ডুকলীর চন্ডীমাতা এলাকায় এক যুবকের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। মৃত যুবকের নাম অনুপ দেব। মঙ্গলবার সকালে পথচারীরা জঙ্গলে একটি কাছে মৃতদেহটি ঝুলতে দেখে পরিবারের লোকজনদের খবর দেন। খবর পাঠানো ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

১৭ মে-র মধ্যে এডিসি নির্বাচন সম্পন্ন করার জন্য হাইকোর্টের নির্দেশ

আগরতলা, ১২ জানুয়ারি (হি.স.)।। ত্রিপুরায় এডিসি নির্বাচন ১৭ মে-র মধ্যে সম্পন্ন করতে হাইকোর্ট নির্দেশ দিয়েছে। আজ মঙ্গলবার প্রধান বিচারপতি আকিল কুরেশি এবং বিচারপতি এসজি চট্টোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ এই রায় দিয়েছে।

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় এডিসি নির্বাচনে বিলম্বের কারণে হাইকোর্টে দুটি মামলা হয়েছিল। আদালত দুটি মামলাকে একত্রিত করে চলতি বছরের গত ৬ জানুয়ারি পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করেছিল। হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি আকিল কুরেশি এবং বিচারপতি এসজি চট্টোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ ওই মামলায় ত্রিপুরা সরকারকে নোটিশ জারি করেছিল। কিন্তু ৬ জানুয়ারি ত্রিপুরায় নবনিযুক্ত অ্যাডভোকেট জেনারেল আদালতের কাছে কিছুটা সময় চেয়েছিলেন। আদালতও তাঁর আবেদন গ্রহণ করে পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করেছিল ১২ জানুয়ারি।

মূলত, করোনা-প্রকোপের জেরে ত্রিপুরায় এডিসি নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে এডিসি-র ক্ষমতা রাজ্যপালের হাতে হস্তান্তর করা হয়েছে। প্রথমে ছয় মাসের জন্য রাজ্যপালের কাছে এডিসি-র ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। রাজ্যপাল এডিসি প্রশাসন পরিচালানায় প্রশাসক নিযুক্ত করেছিলেন। সম্প্রতি ওই ছয় মাসের মেয়াদ সমাপ্ত হওয়ার পর করোনা পরিস্থিতির বিষয়টি বিবেচনা করে আরও ছয় মাসের জন্য সময়সীমা বাড়িয়েছেন রাজ্যপাল।

গত ৩ ডিসেম্বর ত্রিপুরা পিপলস ফ্রন্ট হাইকোর্টে এডিসি নির্বাচনে বিলম্বের কারণে রিট আবেদন দায়ের করেছিল। এর পর হাইকোর্টে আরও একটি মামলা দায়ের হয়। জনৈক অপু দেববর্মা ওই মামলা করেছিলেন। এ-বিষয়ে সরকারি আইনজীবী প্রদ্যুৎ ধর জানিয়েছিলেন, আদালত ত্রিপুরা পিপলস ফ্রন্টের দায়েরকৃত মামলার সাথে অপু দেববর্মার মামলাটি একত্রিত করেছে। পাশাপাশি ত্রিপুরা হাইকোর্ট নোটিশ জারি করেছে।

আজ ওই মামলায় চূড়ান্ত শুনানি অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ-বিষয়ে মামলাকারীর আইনজীবী মিন্টু দেববর্মা জানিয়েছেন, রাজ্য নির্বাচন কমিশন ওই মামলায় হলফনামা দিয়েছে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে বিশ্বের কাছে তুলে ধরেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ ঃ মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ১২ জানুয়ারি (হি.স.) ।। যুব সমাজকে স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শকে পাথেয় করেই জীবন গঠনের লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে হবে। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, মানুষের মধ্যে ইতিবাচক মনোভাব থাকলে সর্বক্ষেত্রে সাফল্য পাওয়া যাবে। আজ মঙ্গলবার আগরতলার বিবেক উদ্যানে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন উপলক্ষ্যে আগরতলার রামকৃষ্ণ মিশন আয়োজিত জাতীয় যুব দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এ-কথা বলেন। বিদ্যালয় শিক্ষা দফতর, তথ্য ও সংস্কৃতি দফতর, বিবেক উদ্যান সংরক্ষণ সমিতি এবং আগরতলা বিবেকানন্দ যুব মহামণ্ডলের উদ্যোগে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, স্বামী বিবেকানন্দ ভারতবর্ষের এক নতুন পরিচিতি বিশ্বের সামনে তুলে ধরেছিলেন।

তাঁর কথায়, স্বামী বিবেকানন্দের ছবি দেখলেই আমাদের মনের মধ্যে শক্তি, তেজস্বিতা এবং বিশ্বাসের মনোভাব তৈরি হয়। এই মনোভাবই মানুষের মধ্যে আত্মবিশ্বাস তৈরি করে। তাই রাজ্যের প্রতিটি ঘরে বিবেকানন্দের ছবি লাগানোর জন্য আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, স্বামী বিবেকানন্দ এমন একজন ব্যক্তিত্ব যাঁর জীবনাদর্শ মানুষকে নতুন কিছু শেখায় এবং নতুন কিছু করার শক্তি যোগায়। আমরা ভাগ্যবান যে, বিবেকানন্দের পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে আমরা জন্মগ্রহণ করেছি। তাঁর বক্তব্য, স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের সুমহান সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে বিশ্বের কাছে তুলে ধরার জন্য অন্যতম

ভূমিকা নিয়েছিলেন। মোঘল ও ইংরেজরা দীর্ঘকাল ভারতকে শাসন করলেও ভারতের মহান সংস্কৃতিকে কখনও ধ্বংস করতে পারেনি। বর্তমানে দেশের এই ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হিসেবে কাজ করছেন বিবেকানন্দের আদর্শে পরিচালিত ব্যক্তিবর্গ। দেশকে একসূত্রে গেঁথে রাখার কাজ করছে রামকৃষ্ণ মিশন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকার নতুন এক মানসিকতা নিয়ে কাজ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দেশের ১৩টি রাজ্যে পৌঁছল কোভিশিল্ডের করোনার টিকা

নয়াদিল্লি, ১২ জানুয়ারি (হি.স.)।। আগামী ১৬ জানুয়ারি থেকে টিকাকরণ কর্মসূচি শুরু হতে চলেছে ভারতে। টিকা নিয়ে দেশ জুড়ে আশার পারদ চড়ছে, উৎসাহের অন্ত নেই। অবশেষে মহারাষ্ট্রের পুণের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে এয়ার ইন্ডিয়া, স্পাইসজেট এবং ইন্ডিগোর বিমানে দেশের ১৩টি রাজ্যে পৌঁছে গেল কোভিশিল্ডের করোনা-টিকা।

মঙ্গলবার সকালে কেন্দ্রীয় বেসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী জানান, পুণে থেকে এয়ার ইন্ডিয়া, স্পাইসজেট এবং ইন্ডিগোর ৯টি বিমানে ৫৬.৫ লক্ষ পৌঁছে যাবে দিল্লি, চেন্নাই, কলকাতা, গুয়াহাটি, শিলং, আহমেদাবাদ, হায়দরাবাদ, বিজওয়াড়া, ভুবনেশ্বর, পাটনা, বেঙ্গালুরু, লখনউ ও চন্ডীগড়ে। সেই মতো এদিনই ১৩টি রাজ্যে পৌঁছে গিয়েছে করোনা-টিকা। প্রথমে চিকিৎসক এবং সমস্ত স্বাস্থ্যকর্মীকে দেওয়া হবে এই টিকা। তার পরে টিকা দেওয়া হবে পুলিশদের।

দিল্লি : এদিন দুপুরের মধ্যেই পুণে থেকে করোনা-টিকা নিয়ে দিল্লিতে পৌঁছে যায় স্পাইসজেটের বিমান। ৩৪টি বক্সে ১০৮৮ কেজি করোনা-টিকা পৌঁছে যায় দিল্লি বিমানবন্দরে।

কলকাতা : কলকাতায় এদিনই পৌঁছল করোনা-টিকা। মঙ্গলবার পুণের সিরাম ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়া থেকে স্পাইসজেটের বিশেষ কার্গো বিমানে নিয়ে আসা হয় কোভিশিল্ডের ৭ লক্ষ ডোজ। দুপুর পৌনে ২"টো নাগাদ কলকাতা বিমানবন্দরে নামে কার্গো বিমানটি। বিমানবন্দরে আগে থেকেই প্রস্তুত রাখা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চিকিৎসায় গাফিলতিতে শিশুর মৃত্যুর অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জানুয়ারি।। আবারো গোমতী জেলা হাসপাতালে চিকিৎসার গাফিলতিতে সদ্যজাত শিশুর মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। সংবাদ সূত্রে জানা গেছেসদ্যজাত শিশুকে প্রথমে বিলোনিয়া হাসপাতাল থেকে শান্তিরবাজার হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। শিশুটির অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় শান্তিরবাজার হাসপাতাল থেকে গোমতী জেলা হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।

সোমবার রাত সাড়ে দশটা নাগাদ শিশুটিকে গোমতী জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। গোমতী জেলা হাসপাতালে নার্সরা ভুল ইনজেকশন দেওয়ার কারণেই শিশুটির মৃত্যু হয়েছে বলে অভিভাবকের তরফে অভিযোগ করা হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।সদ্যজাত শিশুর ভুল চিকিৎসায় মৃত্যুর ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছে মৃত শিশুটির পরিবারের লোকজনরা।উল্লেখ্য গোমতী জেলা হাসপাতালে এর আগেও বেশ কয়েকবার বিনাচিকিৎসায় এবং ভুল চিকিৎসায় রোগীর মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে।পরপর এসব ঘটনাকে কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষের মধ্যে হাসপাতালে চিকিৎসা পরিষবা নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

জলজীবন মিশন রূপায়ণে অগ্রগতির ক্ষেত্রে ত্রিপুরা অনেকটা কেন্দ্রের সমগতিতে এগিয়ে চলেছে ঃ কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রী

আগরতলা, ১২ জানুয়ারি (হি.স.)।। জলজীবন মিশন রূপায়ণে অগ্রগতির ক্ষেত্রে ত্রিপুরা অনেকটা কেন্দ্রের সমগতিতে এগিয়ে চলেছে। আগামী মার্চের মধ্যে রাজ্যে আরও এক লক্ষাধিক পানীয় জলের সংযোগ দেওয়ার যে লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে তা পূরণ হলে ত্রিপুরা জাতীয় গড়ের থেকে এগিয়ে যাবে এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির মধ্যে সেরা পারফরমার হিসেবে উঠে আসবে। আজ মঙ্গলবার রাজ্য অতিথিশালায় কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রালয়ের অধীনে ত্রিপুরায় রূপায়িত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের পর্যালোচনা করে কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত এ-কথা বলেন। পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবও উপস্থিত ছিলেন। জলজীবন মিশন প্রকল্প রূপায়ণে পরিকল্পনা এবং কাজ সম্পাদনের বিষয়টি পুনরায় পর্যালোচনা করার উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

তাঁর কথায়, সকলের কাছে পরিস্রুত পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র। পানীয় জল সংযোগকারী পরিকাঠামোগুলি নির্মাণে গুণগত মান বজায় রাখার পাশাপাশি এগুলির দীর্ঘস্থায়িত্বের বিষয়টিকেও দফতরকে গুরুত্ব সহকারে দেখতে হবে।

সভায় আলোচনায় অংশ নিয়ে কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রী শেখাওয়াত বলেন, জলজীবন মিশনের অধীনে ত্রিপুরায় রূপায়িত পানীয় জল সংযোগ প্রকল্পের কাজ নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সম্পন্ন করতে মিশন মুডে কাজ করতে হবে। চ্যালেঞ্জকে মোকাবিলা করে নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছাতে হবে। তিনি বলেন, রাজ্যে জলজীবন মিশনের আওতায় বাড়ি বাড়ি নলবাহিত পানীয় জল সংযোগ দেওয়ার কাজকে আরও ত্বরান্বিত করতে হবে। তবেই নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে লক্ষ্যমাত্রা পূরণে পৌঁছনো সম্ভব। পাশাপাশি পানীয় জল সংযোগের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত সম্পদ সহ যন্ত্রপাতিগুলি যথাযথ কার্যকর রাখার উপরও তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন।

এদিন তিনি বলেন, সকলকে পানীয় জল সংযোগের আওতায় আনতে রাজ্যের প্রতিটি গ্রামীণ এলাকার জন্য এক সঙ্গে পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। রাজ্যে ওডিএফ প্লাস-এর ক্ষেত্রে ক্ষেত্রপর্যায়ে জনসচেতনতা বাড়াতে হবে। ওডিএফ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গণতন্ত্রকে বাঁচাতে যুব সমাজকে রাজনীতিতে আসতে হবে ঃ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১২ জানুয়ারি (হি.স.)।। পরিবারতান্ত্রিক রাজনীতিকে শেষ করতে হলে, যুব সমাজকে রাজনীতিতে আসতে হবে। বাঁচাতে হবে ভারতের গণতন্ত্রকে। মঙ্গলবার দ্বিতীয় জাতীয় যুব সংসদ অনুষ্ঠানে এমনই মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, পরিবারতান্ত্রিক রাজনীতি আমাদের দেশের কাছে একটা বড় চ্যালেঞ্জ, যা সমূলে উৎখাত করতে হবে।

মঙ্গলবার স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষ্যে সংসদের সেন্ট্রাল হলে দ্বিতীয় জাতীয় যুব সংসদ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে অনুষ্ঠানে অংশ নেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখার সময় বলেন, "আপনাদের সকলকে জাতীয় যুব দিবসের অনেক অনেক শুভেচ্ছা। স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম জয়ন্তীর এই দিন আমাদের সকলকে নতুন অনুপ্রেরণা দেয়। আজকের দিন বিশেষ হওয়ার আরও একটি কারণ হল, এবার জাতীয় যুব সংসদ অনুষ্ঠান দেশের সংসদের সেন্ট্রাল হলে আয়োজিত করা হয়েছে। এই সেন্ট্রাল হল আমাদের সংবিধান তৈরির সাক্ষী।" প্রধানমন্ত্রী বলেন, ব্যক্তিত্ব গঠন, প্রতিষ্ঠান নির্মাণের অনন্য উপহার দিয়েছিলেন স্বামীজী। এই বিষয়ে আলোচনা অনেক কমই হয়।

এদিনের অনুষ্ঠানে নতুন জাতীয় শিক্ষা নীতি সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, "দেশ নির্মাণে একটি ধাপ হল নতুন জাতীয় শিক্ষা নীতি। আমরা একটি ইকো-সিস্টেম তৈরি করছি, যা আমাদের যুব সমাজকে আরও ভাল সুযোগ প্রদান করবে। আমাদের যুব সমাজ নিজেদের প্রতিভা এবং স্বপ্নকে যাতে বিকশিত করতে পারেন সেই লক্ষ্যে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৭ ▫ সংখ্যা ৯৬ ▫ ১৩ জানুয়ারি ২০২১ ইং ▫ ২৮ পৌষ ▫ বুধবার ▫ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

স্বামীজি আজও প্রাসঙ্গিক

বাঙালি জাতি ও সংস্কৃতির বিবর্তনে আমাদের আইকনরা কয়েক প্রজন্ম ধরিয়া গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিয়াছেন। রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, স্বামী বিবেকানন্দ, সুভাষচন্দ্র বসু, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অমর্ত্য সেন প্রমুখ যে কী ভাবে বাংলার সামাজিক চালচিত্র গঠনে ও নৈতিক বুননে অবদান রাখিয়া গিয়াছেন, আমরা তাহা সচরাচর খেয়াল করি না। আজকের বাঙালির পরিচিতিটা কিন্তু তাঁহাদেরই গড়িয়া-দেওয়া। আর, তাঁহাদের মধ্যে একটি মিলও লক্ষণীয়। সাম্প্রদায়িকতার সঙ্গে যুদ্ধটা জিতিতে তাঁহাদের অবস্থান একই রকম এবং সুস্পষ্ট। কেবল স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও কাজ খুঁটিয়া দেখিলেই তাহার একটা ধারণা পাওয়া যায়। শুধু তাঁহার জন্মদিন বলিয়া নয়, নানা কারণেই মনে হইতেছে, তিনি ঠিক কী বলিয়া গিয়াছেন সেটা আবারও আমাদের মনে করা এবং করানো প্রয়োজন। তিনি তো কেবল উপদেশ দেননি। নিজের জীবন দিয়া দেখাইয়াছেন, কেমন ভাবে বাঁচা উচিত।

পক্ষান্তরে আমাদের অভিজ্ঞতা এই যে, কখনও যদি কোন ধর্মের দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনে এই সাম্যের কাছাকাছি আসিয়া থাকে, তবে একমাত্র ইসলাম ধর্মের লোকেরাই আসিয়াছে; এইরূপ আচরণের যে গভীর অর্থ এবং ইহার ভিত্তিস্বরূপ যে-সকল তত্ত্ব বিদ্যমান, সে-সম্বন্ধে হিন্দুদের ধারণা পরিষ্কার এবং ইসলামপন্থিগণ সে-বিষয়ে সাধারণতঃ সচেতন নয়। এই জন্য আমাদের দৃঢ় ধারণা যে, বেদান্তের মতবাদ যতই সূক্ষ্ম ও বিস্ময়কর হউক না কেন, কর্মপরিণত ইসলামধর্মের সহায়তা ব্যতীত তাহা মানব-সাধারণের অধিকাংশের নিকট সম্পূর্ণরূপে র্নিথক। আমরা মানব-জাতিকে সেই স্থানে লইয়া যাইতে চাই যেখানে বেদও নাই, বাইবেলও নাই, কোরানও নাই; অথচ বেদ, বাইবেল ও কোরানের সমন্বয় দ্বারাই ইহা করিতে হইবে। মানবকে শিখাইতে হইবে যে, সকল ধর্ম 'একত্বরূপ সেই এক ধর্মে'রই বিবিধ প্রকাশ মাত্র, সুতরাং যাহার যেটি সর্বাপেক্ষা উপযোগী সেইটিকেই সে বাছিয়া লইতে পারে। আমাদের নিজেদের মাতৃভূমির পক্ষে হিন্দু ও ইসলামধর্মরূপ এই দুই মহান মতের সমন্বয়ই... একমাত্র আশা।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের একনিষ্ঠ ভক্ত সুভাষচন্দ্র বসু। জাতীয়তাবাদ নিয়ে স্বামীজির চিন্তাধারা প্রসঙ্গে তিনি বলায়িছিলেন, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন স্বামীজির আদর্শের প্রতি ঋণী এই জন্যই যে তিনি বলিয়া গিয়াছেন, স্বাধীনতা চাইলে শুধু হিন্দু বা মুসলিমের দেশ হইলেই চলিবে না। দেশ হইবে বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের। প্রতিটি মানুষের সাম্যের প্রতি তাহাদের কী প্রচণ্ড আস্থা, স্বামীজির ব্যক্তিগত জীবন থেকে তিনটি ঘটনা তা দেখাইয়া দিতে পারে।

প্রথম ঘটনা ১৮৯১ সালের। ভারতাত্মাকে চিনিতে স্বামীজি তখন দেশ পরিব্রাজনে বেরিয়েছেন। মাউন্ট আবুতে তিনি এক মুসলিম আইনজীবীর অতিথি হইয়াছেন। খেতড়ির মহারাজার ব্যক্তিগত সচিব জগমোহনলাল এক দিন সেই উকিলসাহেবের বাংলোয় আসিয়াছেন। হিন্দু সন্ন্যাসী স্বামীজিকে সেখানে দেখিয়া তিনি তো অবাক! বিস্ময় চাপিয়া রাখিতে না পারিয়া জগমোহনলাল স্বামীজিকে বলিলেন, "এ কী স্বামীজি! আপনি তো হিন্দু সাধু। মুসলমানের সঙ্গে আপনি আছেন কী করিয়া?" জাতি ও ধর্ম নিয়ে বৈষম্যের সামান্যতম ইঙ্গিত, কোনও রকমের গোঁড়ামি স্বামীজি বরদাস্ত করিতে পারিতেন না। কঠোর স্বরে তিনি বলিলেন, "মশাই, কী বলিতে চান আপনি? আমি এক জন সন্ন্যাসী। আমি আপনাদের সব সামাজিক বাধানিষেধের ঊর্ধ্বে। যাহাদের পতিত বলিয়া মনে করা হয়, আমি সেই মেথরদের সঙ্গেও বসিয়া খাইতে পারি। ভগবানের ভয় করি না, কারণ এতে তাঁহার অনুমোদন আছে। শাস্ত্রের ভয় করি না, কারণ এতে শাস্ত্রও অনুমতি দিয়াছে। তবে আপনাদের ও আপনাদের সমাজের একটা ভয় আছে বটে! আপনারা তো আর ভগবান ও শাস্ত্র সম্পর্কে কিছু জানেন না। সব স্থানে, তুচ্ছাতিতুচ্ছ জীবের মধ্যেও আমি ব্রহ্মের প্রকাশ দেখিতে পাই। আমার দৃষ্টিতে উঁচু-নিচু ভেদ নেই!" তাঁহার প্রতিটি বাক্য যেন অগ্নিশলাকা। মুন্সি জগমোহনলাল ওই ব্যক্তিত্বের সামনে মন্ত্রমুগ্ধের মতো দাঁড়াইয়া রইলেন। গোরক্ষিণী সভার এক জন প্রচারক স্বামীজির কাছে চাঁদা চাইতে আসিয়া বলিলেন, কসাইয়ের হাত থেকে গোমাতাদের রক্ষার উদ্দেশ্যে তাঁহাদের সমিতি দেশের নানা জায়গায় গরুদের আর্তশিবির খুলিছে। প্রথমে স্বামীজি ধৈর্য ধরিয়া তাঁহার কথা শুনিলেন। কী বলিবেন ভাবিয়া না পাইয়া প্রচারক নিজের যুক্তির সপক্ষে বলিলেন, "আপনি যাহা বলিতেছেন তাহা সত্য, কিন্তু শাস্ত্রে বলে গরু আমাদের মাতা।" স্বামীজি বিদ্রুপভরে বলিলেন, "দেখেই বুঝিয়াছি। তাাাহহ না হইলে এমন কৃতী সন্তান আর কে প্রসব করিবেন!"

সব ভেদাভেদের গোড়া ধরিয়া উপড়ে দিতে চাহিয়াছিলেন তাঁহারা। এই ভাবনাটুকু আজকের ভারতে ভীষণ প্রাসঙ্গিক। দেশের অন্যতম আইকনকে নিয়া উৎসবের পাশাপাশি তিনি আজীবন যাহা শিখাইয়াছেন, তাহা মনে রাখা দরকার। স্বামীজির উক্তি: "আমি বার বার বলিয়াছি, কোন ঘরে যদি বহু শতাব্দীর অন্ধকার থাকে, এবং যদি আমরা সেই ঘরে গিয়া ক্রমাগত চীৎকার করিয়া বলিতে থাকি, 'উঃ কি অন্ধকার! কি অন্ধকার!' তবে কি অন্ধকার দূর হইবে? আলোক লইয়া আইস, অন্ধকার চিরকালের জন্য চলিয়া যাইবে।"

প্রতিদিনই কেউ না কেউ দল পরিবর্তন করছেন, ক্ষোভ জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের

কলকাতা, ১২ জানুয়ারি (হি. স.): নির্বাচনকে লক্ষ্য রেখে ইতিমধ্যেই মিছিল মিটিং সভা শুরু করে দিয়েছে রাজনৈতিক দলগুলি। তারই মাঝে মঙ্গলবার স্বামী বিবেকানন্দর জন্মদিন। স্বামীজির জন্মদিন উপলক্ষে পথে নেমেছে বিজেপি তৃণমূল। কিছুদিন আগেই তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী। এবার বেশ কয়েকজন বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ করছে এই দাবি তুলে মঙ্গলবার একটি সভায় যোগ দিয়ে "প্রতিদিনই কেউ না কেউ দল পরিবর্তন করছেন" দল পরিবর্তন প্রসঙ্গ তুলে মন্তব্য খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের। ৭ জন বিজেপি সাংসদ তৃণমূলে যোগ দিতে চলেছে বলে দাবি করে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক তোপ দাগেন, "খুব শীঘ্রই বিজেপির ৭ জন সাংসদ পদ্ম শিবির ছেড়ে যোগ দিতে চলেছে তৃণমূল কংগ্রেসে। ইতিমধ্যেই তৃণমূলের সঙ্গে তারা যোগাযোগ করেছে। বিধানসভা নির্বাচনের আগে তারা আসলে দল তাদের স্বাগত জানাবে"। হিন্দুস্থান সমাচার / পায়েল / কাকলি

বৈশাখীর নাম নিতে ঘেন্না করে, বিস্ফোরক রত্না

কলকাতা, ১২জানুয়ারি(হি. স.): সোমবার সেলিমপুর এর সভা মঞ্চ থেকে তৃণমূলকে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেদের মুখ দেখার পরামর্শ দিয়েছিলেন অধুনা বিজেপি নেতা শোভন চট্টোপাধ্যায়। মঙ্গলবার তার ২৪ ঘন্টা কাটতে না কাটতেই পাল্টা শোভন বাবু কে আয়নার সামনে দাঁড়ানোর পরামর্শ দিলেন শোভন পত্নী রত্না চট্টোপাধ্যায়।

এদিন শোভন চট্টোপাধ্যায় কে আয়নার সামনে দাঁড়ানোর পরামর্শ দিয়ে রত্না দেবী বলেন, 'শোভন চট্টোপাধ্যায় নিজে একটু আয়নার সামনে দাঁড়ান। ওনার ঘরে আয়না নেই? উনি বিজেপিতে যোগদানের পরেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ওনার বিরুদ্ধে মুখ খোলেননি। সেই মানুষটাকে গতকাল লাগাতার আক্রমণ করে গেল'। একইসঙ্গে তাঁর কথায়, 'যে মঞ্চে দাঁড়িয়ে শোভন চট্টোপাধ্যায় আজ এত বড় বড় কথা বলছেন, সেই মঞ্চটা তিনি পেয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য। ১৯৮৫ সালে ২১ বছর বয়সে শোভন চট্টোপাধ্যায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে কাউন্সিলরের টিকিট নেন'। অন্যদিকে, এদিন বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়কেও নিশানা করেন রত্না দেবী। বিস্ফোরক রত্না এদিন বলেন, 'উনি বৈশাখীর সঙ্গে দিন-রাত কাটাবেন বলে মন্ত্রিত্ব ছেড়েছেন।

'বিশের বিষে' চলছে দুনিয়াদারি, তালাবন্দি শুধু স্কুলের ক্লাসবাড়ি!

দীপক সাহা

'বিশের বিষে' চলছে দুনিয়াদারি, তালাবন্দি শুধু স্কুলের ক্লাসবাড়ি। স্কুলজীবন বাদে সব ধরনের জীবনযাপন বেগবান হলেও ঘটমান বাস্তব হল করোনা দুর্যোগে থমকে আছে দেশের শিক্ষাপ্রবাহ। প্রায় সারাবছর ঘরবন্দি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাঙ্গনে পঠনপাঠনে অভ্যস্ত পড়ুয়ারা। করোনা সংক্রমণ আরও বাড়বে সরকারি দপ্তরগুলোর এমই ইঙ্গিতে শিক্ষাঙ্গন কেন্দ্রিক শিক্ষা নিয়ে অভিভাবকদের শঙ্ক। আরও বেড়ে গেছে। ফলে নানা প্রশ্ন ভিড় করছে অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের মনে। এভাবে চলতে থাকলে শিক্ষার ভবিষ্যৎ কীৎ টেলিভিশনের পর্দায়, পত্রিকায় পাতায় বা সোশ্যাল মিডিয়া ঘেঁটে এসব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া চেষ্টা করছে শিক্ষার্থী-অভিবাবকরা। শিক্ষা বিভাগ থেকে এ বিষয়ে কোনো সঠিক তথ্য পাচ্ছে না তারা। পাশাপাশি গণমাধ্যম ও সোশ্যাল মিডিয়ার কিছু প্রতিবেদনের বিভ্রান্তও হচ্ছেন অনেক। তাছাড়া যানবাহন, সভা-সমিতি মেলা -খেলা উৎসব -অনুষ্ঠান হাট -বাজার মল, হল ইত্যাদি ইত্যাদি আরও সব সব চলছে আপন তালে, শুধু তালকাটা সুরে সাজছে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছাত্রছাত্রীহীন হয়ে সারাবছর।

কিন্তু করোনাকালের বাস্তব চালচিত্র হল গ্রামের শিশুরা কেউই গৃহবন্দি নয়, তবুও ওদের ক্লাসঘর খোলা নেই। বইপত্রের সঙ্গে অধিকাংশের যোগাযোগ প্রায় ছিন্ন। পড়াশোনার দৈনিক অভ্যাসের মধ্যে ওরা তেমনভাবে নেই এখন। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুশাসনে নির্দিষ্ট সময়ের গণ্ডিতে থাকতে হচ্ছে না বলে করোনা ভূতকে ফুৎকারে উড়িয়ে সারাদিন টো টো ঘুরে বেড়াচ্ছে। কেউ মাছ ধরছে, কেউ শীতের দিনে আগুন পোহানোর জন্য পরিত্যক্ত আমন ধানের শুকনো নাড়া কেটে বাড়িতে পিল দিয়ে রাখছে। আবার কোনো কোনো শিশু ধানের শীষ কুড়াচ্ছে, ইদুরের গর্ত খুঁড়ে ধান সংগ্রহ করছে। কেউ আবার ফেরিওয়ালার কাছ থেকে তিলের খাজা, কটকটি ও হাওয়াই মিঠাই কিনে খাচ্ছে কুড়ানো ধানের বিনিময়ে। পারিবারিক ফাইফরমাশ খাটা থেকে একটু ফুরসত পেলেই ওরা দলবেঁধে চলেছে খেলার মাঠে। আগে মাঝেমধ্যে কেউ কেউ অভিভাবকের খাবার দিতে। এখন সারা মাসই ছুটি। তাই প্রায় প্রতিদিনই বাবার সাথে মাঠে যেতে বাধ্য হচ্ছে বাচ্চারা। দেশের মাথারাই যখন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্তটা নিতে পারছেন না তখন এই পড়ুয়াদের কথা ভেবে কায়িক পরিশ্রমে উপার্জনের উপায় খোঁজার দিকে ঠেলে দিচ্ছে তাদের সন্তানদের। ছুতোর মিস্ত্রি বা রাজমিস্তর জোগাড়ের কাজে লেগে পড়েছে গ্রামগঞ্জের মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থী, কারণ ভাতের ঠিকানা খুঁজতে তো কয়েক বছর পর ভিনরাজ্যে পাড়ি দিতেই হবে।

গ্রামের সচ্ছল পরিবারের শিশুরাও তাদের জীবনের মূল্যবান সময়কে অবহেলায় অপচয় করে দিন কাটাচ্ছে। কেউ দলবেঁধে মাইক ঘুরে বেড়াচ্ছে এদিক-সেদিক। বাচ্চারা বাবা- মার সাথে দীঘার সমুদ্র বা কাঞ্চণ্ডাঘায় মেঘের ভেলা দেখতে যাচ্ছে। আসল কথা হল করোনাকালে প্রথম কয়েকদিন ছাড়া তারা ঘরবন্দি হয়ে নেই আজকাল। তাদের গ্রামে করোনা রোগ নেই যে। প্রথম প্রথম মনে ভয় হলেও এখন কেউ সেটা নিয়ে ভায়-ডর নেই বছর ঘুরে গেল। এখনও স্কুলগুলোর ক্লাসরুমে তালা। ফলে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাঙ্গনের শিক্ষায় সম্পূর্ণ বাবে নির্ভরশীল প্রথম প্রজন্মের পড়ুয়ারা লেখাপড়া ভুলে যেতে বসেছে এবং জীবিকার তাগিদে নানা কাজে জড়িয়ে পড়ায় শিক্ষাঙ্গন থেকে ঝরে পড়ার আশঙ্কা। প্রবলতার হচ্ছে। প্রান্তিক দরিদ্র-আদিবাসী-দলিত-সংখ্যালঘু অসচেতন পরিবারের পড়ুয়ারা শিশুশ্রমে যুক্ত হয়ে পড়ছে। স্কুল বন্ধ থাকার ফলে প্রত্যন্ত এলাকায় স্কুলছুটের সংখ্যা বেড়েই চলেছে।

কিন্তু খাতাকলমের বাইরের এই হিসেবে খোঁজ কী রাখে উপরওয়ালা। অভিভাবকদের বাঁধাধরা কাজের অভাবে দৈনন্দিন আয় কমে যাওয়ার বহু দিনমজুর পরিবারের শিশুরা করোনাকালীন সময়ে কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি হয়েছে। অপুষ্ঠিতে ভুগে ওরা লড়াই করছে জীবনের সঙ্গে। আগে স্কুলে গেলে নির্দিষ্ট সময়ে ভরপেট রান্না করা খাবার পেত, এখন সেটাও নেই। গ্রামের শিক্ষার্থীদের অনেকের মোবাইল ফোন আছে, তবে স্মার্টফোন নেই। এই শিশুরা অনলাইনই জানে না আর অনলাইন ক্লাস তো বহুদুর-বছরের ভবিষ্যত চিত্রপট। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া রয়েছে কিন্তু পরিবারে। এদের অধিকাংশ কিছুদিন পরপর অভিভাবকদের কাছ থেকে টাকা চায় 'ডাটা' কিনবে বলে। অনেক অভিভাবক ফোন নাড়াচাড়া করতে কেন এত টাকা লাগে। এ নিয়ে বিস্মিত। পেট চালাতে যে টাকা লাগে তা থেকে অনেকাংশ ফোনে আঙ্গুল ছোঁয়াতে দিয়ে দিলে সামনের দিনগুলোতে না খেয়ে মরতে হবে বলে জানিয়েছেন কোনো কোনো অভিভাবক। প্রথমদিকে অনলাইন ক্লাস চালু হওয়ার সময় নানা সাহায্য-সহযোগিতার কথা বলা হলেও গ্রামের কোনো শিক্ষার্থীই সে ধরনের সাহায্য না পেয়ে তাদের বঞ্চনার কথা জানিয়েছে। টিভিতে পাঠদানের কর্মসূচির ব্যর্থচিত্র সবার জানা। গ্রামাঞ্চলে অর্থনৈতিক সক্ষমতা কম ও প্রযুক্তিগত সুবিধা সামান্যতম। ফলে তারা অনেকে নিজেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে হতাশাগ্রস্ত। অনেকে আবার আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে নেট নির্ভর গেম ও পর্নোগ্রফিতে আসক্ত হয়ে বিপজ্জনক বিকৃত জীবনযাপানের মুখোমুখি হয়ে পড়েছে। এ অভিযোগও অনেক।

তবে করোনার দুর্যোগে এ বছরে স্কুলমুখী হতে হয়নি বলে সবথেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত মেয়ে শিক্ষার্থীরা। গ্রামের ছোট ছোট মেয়েরা মায়ের সাথে ঘরকন্নার কাজ শিখতে ব্যস্ত বলি হয়ে। ফলস্বরূপ 'বেটি বাচাও - বেটি পড়াও, কন্যাশ্রী- রূপশ্রী'র মত মেয়েদের রক্ষকবচকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে বাল্যবিবাহ বেড়েছে অনেকগুণ। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বন্ধ থাকায় ওদের জীবনের দৈনন্দিন ছন্দ কেটেছে, অনিশ্চয়তায় স্বপ্ন ভেজেছে। পারিবারিক সমস্যার কারণে বিয়ে হয়ে যাওয়ায় নিজেদেরও বিয়ে হয়ে যেতে পারে- টিসি গ হলারিউজিনি।

আচ্ছা দেশে তো সবকিছু খোলা! শুধু স্কুলঘর বন্ধ কেন? এমন প্রশ্নের উত্তর দেওয়া খুব কঠিন মনে হলেও গ্রামের মানুষ বলছেন- করোনা আমাদের অসুখ নয়। আমরা খেটে খাওয়া মানুষ। আমাদের সারা দিন কাটে রোদে, জলে, ঘামে ভিজে। আমরা ঘুমাই ভাঙা বেড়ার ঘরে। সকাল হলেই কাজে যাই। রাতে নাক ডেকে ঘুমাই। যারা পায়রার খুপরির মতো বন্ধ দালান ঘরে ঘুমায়, জানালা বন্ধ গাড়িতে চড়ে আর গায়ের ঘাম বের করে না- সেসব বড়লোকের অসুখ ওটা! আমাদের গ্রামে কতজনের জুর-কাশি হল। ওসব অসুখে এখনও কেউ মরেছে বলে শুনিনি। সবাই সব জায়গায় যাচ্ছি, সবকিছু করছি, শুধু স্কুল-কলেজ বন্ধ। খালি খালি গ্রামের ছেলেমেয়েদের স্কুল বন্ধ করে ভবিষ্যৎ জীবনটা নষ্ট করে ফেলা হচ্ছে। অভিযোগ, আসলে আমরা আমাদের গ্রামগলোর সঙ্গে রাজধানী অথবা বড় বড় শহরের পার্থক্যকে অস্বীকার করে চলেছি।

প্রতিদিন করোনার আপডেট তথ্য শুধু শহরকেন্দ্রিক। সেখানে গ্রাম থেকে আসা কতজন রোগী এল-গেল তার কোনো সঠিক পরিসংখ্যান আমাদের জানা নেই। শহরের শিশুরা ঘরে বসে অনলাইনে পড়াশোনা করছে। গ্রামের শিশুরা বঞ্চিত। তারা বাড়িতেও পড়ার সুযোগত্ত পাচ্ছে না- বিধিনিষেধ আরোপে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গেট তাদের জন্য খোলা নেই। তাই শিক্ষার সুযোগ হারিয়ে ঘটে -মাঠে ঘুরে অন্ধকারে তাদের দিন কাটে। সুস্থ-সুন্দর পরিবেশে সম্ভাবনাময় ভবিষ্যত গড়ে তুলতে বনছিত করে কোটি কোটি গ্রামীণ শিশু-কিশোরকে অজ্ঞানতার গহিন আঁধারে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। গ্রামের করোনা সংক্রমণহীন পরিবেশে ঘরের বাইরে পড়ালেখা ভুলে শুধু কি অজ্ঞ, অশিক্ষিত হয়েই থাকবে? যেখানে সাধারণ অবস্থাতেই গ্রামের পড়ুয়ারা আধুনিক সুযোগসুবিধা থেকে বহুবছর পিছিয়ে আছে শহর থেকে। রাজধানী তথা শহরে বসে মৃত্যুভয় সামনে রেখে নিজেদের শিশুদের আধুনিক প্রযুক্তি সুবিধা দিয়ে পাঠদান চলছে, অথচ গ্রামে করোনার প্রকোপ না থাকা সত্ত্বেও শিশুদের জুজুবুড়ির ভয় দেখিয়ে পড়ালেখার সুবিধাবঞ্চিত রেখে এ কোন অসম উন্নয়ন ঘটাচ্ছি আমরা? শিক্ষায় শহর ও গ্রামের মধ্যে এহেন আঞ্চলিক বৈষম্য ও বৈপরীত্যে ভবিষ্যৎ পিছিয়ে পড়া গ্রামীণ প্রজন্ম কি কখনও ক্ষমা করতে পারবে?

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

কৃষকদের এবার উচিত নমনীয় হওয়া

সুতীর্থ চক্রবর্তী

দেড়মাস হয়ে গেলেও যে-আন্দোলনটিতে দেশের মাত্র দু'টি রাজ্যের কৃষকদের একাংশ ছাড়া কারও সাড়া নেইষ তা নিয়ে কেন দেশজুড়ে বিদ্বৎসমাজের এত শোরগোল, তা বোধগম্য নয়। অথচ কিছুদিন আগেই আমরা যে কয়েক কোটি পরিযায়ী শ্রমিকের দুর্বিষহ জীবন-যন্ত্রণা প্রত্যক্ষ করলাম, সেই মানুষগুলো যে এখন কোথায় কেউ তার খোঁজ রাখে না। কেউ একথাও বারবার মনে করিয়ে দেয় না যে দেশের স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, রাস্তা, সেতু, কারখানা—সব এই মানুষগুলোই তৈরি করে, আমাদের জীবনে খাদ্য উৎপাদনের চেয়ে যার গুরুত্ব কোনও অংশে কম নয়। লকডাউনের কাজ হারানো এই পরিযায়ীরা যাতে কাজ পায় তা সুনিশ্চত করতে কোনও আন্দোলনও চোখে পড়ে না। আসলে, লকডাউন পরবততী দিনগুলোতে জাতীয় সড়কের উফর এরা এদের কষ্টের, জীবনযুদ্ধের অমরাগাথা লিখে রেখে গেলেও দিনের পর দিন সড়ক অবরোধ করে রাখাতে পারেনি। তাই এদের কাজে ফেরানোর দাবিতে আন্দোলন করতে ভুলে যায় রাজনৈতিক দলগুলো।

গণতন্ত্রে আন্দোলন করতে কোনও সমস্যা নেই। দার্শনিক প্লেটোর কথায়, কোনও ব্যবস্থাই ত্রুটিমুক্ত হতে পারে না। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাও ত্রুটিমুক্ত নয়। ফলে এই ব্যবস্থার মধ্যে নিরন্তর দাবিদাওয়া লড়াইষ আন্দোলন চলতেই থাকে। দেশের সরকার কৃষিতে সংস্কারের জন্য তিনটি আইন সংশাধন করেছে। সংশোধিত আইন যে সবার পছন্দ করে না, তা হলা বাহুল্য। সেই আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন চলতেই পারে। কিন্তু, এর উল্টোপিঠও রয়েছে। গণতন্ত্রে সব ভাষ্যেরই একটি প্রতিস্পর্ধী বাষ্য থাকে। তিনটি সংশোইদত কৃষি আইন নিয়ে পাঞ্জাব-হরিয়ানার সম্পন্ন কৃষকদের যেমন একটা বক্তব্য রয়েছে, তেমন দেশের অন্যান্য রাজ্যে প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকদেরও চাওয়া পাওয়া আছে। 'সবুদ বিপ্লব' পাঞ্জাব -হরিয়ানার হয়েছে---একথা ঠিক। আবার একইসঙ্গে এটাও সত্য যে, দেশের অন্যান্য প্রান্তের কৃষকরাও মোট

কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা গ্রহণ করে। ভারতের জনসংখ্যার যে অংশ কৃষি উৎপাদনে যুক্ত, তাদের ৬৮ শতাংশই কিন্তু প্রান্তিক কৃষক। এটা হতে পারে যে, মোট চাষযোগ্য জমির মাত্র ২৮ শতাংশ তাদের হাতে। কিন্তু সমগ্র কৃষি অর্থনীতির বিচারে তাদের অবদান কম নয়।

পাঞ্জাব, হরিয়ানার একজন দরিদ্র কৃষকও ১৫ বিঘার বেশি জমির মালিক। মাঝারি চাষিরা তো ৩০ বিঘার বেশি জমির মালিক। সে জায়গায় দাঁড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গে ৮০ শতাংশ কৃষকের জমির পরিমাণ ৩ বিঘারও কম। এই পটভূমিতে দাঁড়িয়ে পাঞ্জাব ও হরিয়ানার কৃষকের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের মতো রাজ্যগুলোর কৃষকদের সমস্যা ও দাবিদাওয়া কখনওই একবিন্দুতে আসবে না। আমাদের দেশের সরকার প্রতি বছর ২৩ টি কৃষিজাত পণ্যের জন্য 'ন্যূনতম সহায়ক মূল্য' তথা 'এমএসপি' ঘোষণা করে। ২৩টি কৃষিজাত পণ্যের এমএসপি ঘোষিত হলেও সরকার ওই মূল্যে শুধুমাত্র ধান ও গম সংগ্রহ করে। বাকি কোনও কৃষিজাত পণ্য সরকার কেনে না। ফলে বাকি ২১টি কৃষিজাত পণ্যের এমএসপি'র কোনও মূল্যই থাকে না। সরকার প্রতি বছর যে ধান ও গম এমএসপি-তে কেনে, তার সিংহভাগই আসে পাঞ্জাব ও হরিয়ানা থেকে। এমএসপি খাতে সরকারের মোট বরাদ্দের ৪৫ থেকে ৫০ শতাংশ অর্থই চলে যায় পাঞ্জাব ও হরিয়ানার কৃষকদের পকেটে। এই পরিমাণটা কয়েক হাজার কোটি টাকা। ফলে সংশোধিত কৃষি আইনে যখন এপিএমসি পরিচালিত তথা সরকারি মাণ্ডির বাইরে খাদ্যশস্য কেনাবেচার অনুমতি দেওয়া হয়, তখন স্বাভাবিকভাবেই বিপন্ন বোধ করে পাঞ্জাব ও হরিয়ানার কৃষকরা। এপিএমসি মাণ্ডির বাইরে কৃষিপণ্য কেনাবেচার অনুমতি দেওয়ার অর্থই মনে করা হচ্ছে ধীরে ধীরে এমএসপি যুগের অবসান ঘটানো। এই এমএসপি নিয়ে পাঞ্জাব-হরিয়ানার বিঘে বিঘে জমির মালিক কৃষকরা যতটা সংবেদনশীল, ততটা মাথাব্যথা নেই পশ্চিমবঙ্গ-সহ দেশের বাকি অংশের দু'তিন বিঘা জমির মালিক প্রান্তিক কৃষকদের। কারণ, এরা তাদের সামান্য জমিতে যেটুকু ধান-গম উৎপাদন করে, তা মাণ্ডিতে নিয়ে গিয়ে এমএসপি-তে বিক্রি করার আগ্রহ থাকে না। গ্রামে আসা ফড়েদের হাতেই নগদ অর্থের বিনিময়ে উৎপাদিত পণ্য বেচে দেওয়া এই প্রান্তিক কৃষকদের কাছে অনেক লাভজনক। ফলে দিল্লির সীমান্ত সিংঘুতে যে কৃষকরা দেড়মাস ধরে সংশোধিত তিন কৃষি আইন প্রত্যাহারের দাবিতে বসে আছে, তাদের খবর দেশের বাকি কৃষকদের কাছে কিন্তু নেই। দেড়মাসে কৃষক আন্দোলনের জেরে সাধারণ মানুষও এমন আশঙ্কায় ভুগছে না যে দেশের খাদ্যের সংকট দেখা দবে। বরঞ্চ এই পরিস্থিতিতে মুকেশ আম্বানির রিলায়েন্স কোম্পানিকে দেখা যাচ্ছে, কর্ণাটকে সোনামুসুড়ি চালের জন্য চুক্তিচাষে যেতে। সেই চুক্তিতে এগারোশোর উপর কৃষক অনায়াসেই স্বাক্ষর করছে। কেন্দ্র আইন সংশোধন করার পর কর্ণাটকের কিছু কৃষককে ও প্রাথমিকভাবে আন্দোলনে দেখা গিয়েছিল। সেই আন্দোলনে যে রাজ্যের বাকি কৃষকদের সমর্থন নেইষ তা এখন বোঝাই যায় বিনা বাধায় রিলায়েন্সকে চুক্তিচাষে আবদ্ধ হতে দেখে। কারণ পাঞ্জাবে জিও-র ব্যবসা বাঁচাতে এই মুকেশ আম্বানিকেই দেখা গিয়েছে আদালতে হলফনামা দিয়ে ঘোষণা করতে যে, তাঁরা চুক্তিচাষ করে না। সংশোধিত কৃষি আইন সুবিধা হতে পারে দেশের অন্যান্য অংশের কৃষকদের মেযন রিলায়েন্সের সঙ্গে সোনামুসুড়ি চাল উৎপাদনের জন্য চুক্তি করেছে কর্ণাটকের কৃষকরা, তেমন বাংলার কৃষকরাও একাধিক শিল্পসংস্থার সঙ্গে সন্ধি চাষের চুক্তিতে যেতেই পারে। ছোট ছোট জমিতে বাংলার কৃষকরা সব্জি ফলনে চমক দেখিয়েছে। এখন সংশোধিত কৃষি আইনের সুযোগ নিয়ে শিল্পসংস্থার কাছে এরা যদি তাদের উৎপাদিত পণ্য বেচে আয় বাড়াতে পারে, তাহলে তো গ্রামীণ অর্থনীতিরই পোয়াবারো। সংশোধিত তিনটি আইন কৃষিক্ষেত্রের সঙ্গে কর্পোরেট জগতের যোগাযোগ বাড়বে। সুতরাং এই আইন তিনটিকে শুধুমাত্র এমএসপি যুগের অবসান ঘটাবে---এই নিরিখে দেখা উটিত নয়। বিহারে বহু কৃষক রয়েছে, যারা পাঞ্জাবে মজুরি খাটতে যায়। এদের মধ্যে এমন অনেক কৃষক আছে, যাদের জমি পাঞ্জাবের কৃষকের জমির চেয়েও বেশি, তবুও এরা পাঞ্জাবে মজুরি কাটতে যেতে বাধ্য হয়, কারণ বিহারের খেতে তারা যে সব্জি উৎপাদন করেন, তার কোনও বাজার নেই। কেন্দ্রীয় সরকার যেহেতু ধান-গম ছাড়া এমএসপি-তে অন্য কোন ফসল কেনে না, তাই দেশের অন্যত্র বিভিন্ন ধরনের ফসল উৎপাদনকারীদের পণ্যের কোনও মূল্য নেই। যদিও কর্পোরেট সংস্থঅগুলি খুচরো পণ্যের বিপণনের যে শৃঙ্খল তৈরি করেছে, সেখানে এসব পণ্যের বাজার রয়েছে। খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প স্থাপিত হলে এসব ফসলের বাজার আছে। গিমঘরে সংরক্ষণ তাহলে কেন তাকে বাধা দেওয়া হবে? এক অদ্ভুত যুক্তি হাজির করা হচ্ছে, কৃষকরা তো বলছে না যে, তাদের উপকার হবে? কৃষকরা কীভাবে তাদের কথা বলবে? সিঙ্গুর বা চাপাডাঙার কৃষকের সঙ্গে কি কেউ কথা বলেছে? কর্ণাটকের যে কৃষকরা নতুন আইনে রিলায়েন্সের সঙ্গে চুক্তি করল, তারা তো তাদের কাজের মধ্যে দিয়েই বলছে উপকার না, অপকার হচ্ছে।

(সৌজন্যে-সংবাদ প্রতিদিন)

তৃণমূল নামক ”আবর্জনা” কে ঝাটিয়ে পরিস্কারের আহ্বান শুভেন্দুর

দুর্গাপুর, ১২ জানুয়ারি (হি. স.) :” সিরাম ইন্সটিটিউট থেকে ভ্যাকসিন সব রাজ্যে পৌঁছানো শুরু করেছে। মোদীজি বলেছেন কেন্দ্র সরকার সবাইকে ফ্রীতে করোনার ভ্যাকসিন দেবে। দিদি আপনার স্বাস্থ্যকর্মীরা বাড়ি বাড়ি সেই ভ্যাকসিন পৌঁছে দেবে। চেষ্টা করবেন, চাল চুরির মত টিকা চুরি না হয়ে যায়।’ মঙ্গলবার দুর্গাপুরে বিজেপির মহামিছিলে যোগ দিয়ে এভাবে মুখ্যমন্ত্রীকে খোঁচা দিলেন কেন্দ্রীয় পরিবেশ মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়। আবার ওই একই মঞ্চ থেকে তৃণমূলকে ”আবর্জনা” কটাক্ষ করে ঝাটিয়ে বিদায় করার আহ্বান করলেন সদ্য বিজেপিতে যোগ দেওয়া শুভেন্দু অধিকারী।

প্রসঙ্গত, বাংলা দখলে কোমর বেঁধে ময়দানে নেমেছে বিজেপি। নির্বাচন যতই এগিয়ে ততই সরগরম শিল্পাঞ্চলের রাজনীতি। দলে যোগ দিয়ে বিজেপির দুর্গাপুরে প্রথম র‍্যালিতে কার্যত বাজিমাত শুভেন্দুর। এদিন দুর্গাপুরের প্রান্তিকায় বিজেপির যোগদান মেলা ছিল। সেখান থেকে মহামিছিল করে বিজেপি। উপস্থিত ছিলেন, বিজেপির কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়, সাংসদ সুরিন্দর সিং আলুওয়ালিয়া, সুভাষ সরকার, অর্জুন সিং ও সদ্য বিজেপিতে আসা শুভেন্দু অধিকারী। এদিন বক্তব্যে অর্জুন সিং কড়া ভাষায় আক্রমন করে তৃণমূলকে।

তিনি বলেন,’ তৃণমূল থেকে অনেক দাদাই বিজেপিতে এখনও আসবে। আর বিধানসভা নির্বাচনের গননার দুদিন আগে অভিষেক ব্যানার্জীও মমতা ব্যানার্জীকে গুড বাই করে চলে যাবে। আর বলবে, তুমি পিসি বোঝো আমি চললাম। টাকার হিসাব দিতে পারব না।’ আবার বাবুল সুপ্রিয় আরও একধাপ এগিয়ে করোনার ভ্যাকসিন নিয়ে বিঁধলেন মমতা ব্যানার্জীকে।

তিনি বলেন,’ সিরাম ইন্সটিটিউট থেকে ভ্যাকসিন সব রাজ্যে পৌঁছানো শুরু করেছে। মোদীজি বলেছেন কেন্দ্র সরকার সবাইকে ফ্রীতে করোনার ভ্যাকসিন দেবে। দিদি আপনার স্বাস্থ্যকর্মীরা বাড়ি বাড়ি সেই ভ্যাকসিন পৌঁছে দেবে। চেষ্টা করবেন, চাল চুরির মত টিকা চুরি না হয়ে যায়।’ আবার শুভেন্দু অধিকারী বলেন,’ অনেকদিন ধরে তৃণমূলে যুক্ত ছিলাম। কিন্তু যখন তৃণমূল প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানীতে পরিনত হয়েছে, তখন সিদ্ধান্ত নিলাম বিশ্বের বৃহত্তর পার্টি বিজেপিতে যোগ দিই। এখানে কেউ সন্তানের মত, কেই ভাইয়ের মত, কেউ দাদার মত আপন করে নিয়েছেন। তাই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।’ তিনি রাজ্যবাসীর উদ্দেশ্যে আহ্বান করে বলেন,’ বিজেপিকে আরও বলিষ্ঠ করার দায়িত্ব নিয়েছি। আগামীদিনে পশ্চিমবাংলাকে বিজেপির হাতে না তুলে দিতে পারলে এই অনাচার, অবিচার, বেকারত্ব ধ্বংসের মুখে এগিয়ে নিয়ে যাবে। তাই তৃণমূল নামক ”আবর্জনা” টিকে আগামী নির্বাচনে ব্লিচিং, ফিনাইল দিয়ে ঝাটিয়ে পরিস্কার করবেন।’ এদিন তিনি আবার একই সুরে বলেন,’ তোলাবাজ ভাইপো হাটাও, বাংলা বাঁচাও। আমি বলার পর খুব গায়ে লেগেছিল। প্রমান হয়েছে, গরু পাচারের এনামুল আজ তৃণমূল। আর একটা চৌকাট পেরোলেই তোলাবাজ ভাইপো।’

এদিনের যোগদান মেলায় যেমন তৃণমূল থেকে কয়েক হাজার কর্মী সমর্থক বিজেপিতে যোগ দেন তেমনই, সন্ধ্যা গড়ালেও কনকনে ঠান্ডাকে উপেক্ষা করে মহামিছিলে ছিল জনজোয়ার।

ময়নাগুড়িতে পিকনিকে যাওয়ার পথে বাস দুর্ঘটনায় মৃত ১, আহত ৩৫

লাটাগুড়ি, ১২ জানুয়ারি (হি. স.) : জলপাইগুড়ির ময়নাগুড়ি-মালবাজারগামী ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কের মৌলানি হরিসেবার কাছে পিকনিকে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনার কবলে বাস। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাসটি জাতীয় সড়কের পাশে থাকা একটি দোকানের উপর উলটে যায়। মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১১টা নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। বাসে চাপা পড়ে মৃত্যু হয়েছে স্থানীয় এক বাসিন্দার। দুর্ঘটনায় আহত স্থানীয় আরও দুই বাসিন্দা সহ বাসের মোট ৩৫ জন যাত্রী।ল ঘটনাকে ঘিরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায়। দুর্ঘটনার প্রতিবাদে জাতীয় সড়ক অবরোধ করে ক্ষুব্ধ জনতা। খবর পেয়ে এলাকায় পৌঁছোন ময়নাগুড়ি দমকল কেন্দ্রের কর্মী এবং ক্রান্তি ফাঁড়ির পুলিশ কর্মীরা।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ওই ব্যক্তির নাম হিনোদ রায় (৪২)। এদিন বাসটি রাণীরহাট থেকে ডুয়ার্সের দিকে যাচ্ছিল। পথে মৌলানি হরিসেবায় বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে জাতীয় সড়কের পাশে থাকা একটি বাইক মেরামতের দোকানের উপর উলটে যায়। সেখানে স্থানীয় বাসিন্দা হিনোদ রায়, প্রদীপ রায় ও লোকেশ রায় সহ আরও কয়েকজন দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁরা বাসের নীচে চাপা পড়ে যান। ঘটনায় মৃত্যু হয় হিনোদ রায়ের। বাকি দুজন সহ বাসের প্রায় ৩৫ জন যাত্রী গুরুতর আহত হন। আহতদের উদ্ধার করে ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এর মধ্যে বেশ কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক থাকায় তাঁদের জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।এদিকে, ঘটনার প্রতিবাদে জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা। যান চলাচল নিয়ন্ত্রণে এলাকায় পুলিশ মোতায়েনের দাবিতে সরব হন স্থানীয়রা। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

স্বামীজীকে শ্রদ্ধা তথাগত রায়ের

কলকাতা, ১২ জানুয়ারি (হি. স.) : মঙ্গলবার স্বামী বিবেকানন্দর জন্মদিনে তাঁকে শ্রদ্ধা জানালেন ত্রিপুরা ও মেঘালয়ের প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়।

টুইটে তথাগতবাবু লিখেছেন, “আজ স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন। উত্তর কলকাতার অতি সাধারণ এক পরিবারের তরুণ দক্ষিণেশ্বরে সাধক শ্রীরামকৃষ্ণর জাদুমন্ত্রে ধরা দিলেন। তাঁর ঐশ্বরিক অনুপ্রেরণার বলে গেরুয়া বস্ত্র পড়ে গোটা দেশ ভ্রমণ করলেন। লক্ষ্য ছিল ভারতের আত্মাকে আবিষ্কার।

তাঁর অন্যতম আবিষ্কার ছিল, ভারতীয়রা সব কিছুই দেখে ধর্মের প্রয়জনে। তাঁদের মন থেকে ধর্মকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা গঙ্গাকে তার অববাহিকা থেকে উৎসমুখে ঠেলে দেওয়ার ভাবনার সামিল। তা সত্বেও আমরা ধর্মনিরপেক্ষতার নামে সেই চেষ্টা করেছি। মাত্র ৩৯ বছরের জীবনকালে তিনি রামকৃষ্ণ মঠ এবং মিশনের মত বিশাল ধর্মীয় ও দাতব্য প্রতিষ্ঠান তৈরি করেন। প্রচার করেন বেদান্তের মাহাত্ম্য। আলোকবর্তিকা হয়ে ওঠেন মার্কসবাদের প্রভাবে বিষাক্ত হয়ে ওঠা বাঙালি হিন্দুদের কাছে। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

ক্যালিফোর্নিয়ার পার্কে দু”টি গরিলা করোনা-আক্রান্ত, উভয়েই সুস্থ রয়েছে

লস এঞ্জেলেস, ১২ জানুয়ারি (হি.স.): ক্যালিফোর্নিয়ার স্যান দিয়েগো জু সাফারি পার্কে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হল দু”টি গরিলা। শরীর খানিকটা দুর্বল এবং কাশি হলেও, দু”টি গরিলাই সম্পূর্ণ সুস্থ রয়েছে। গভর্নর গাভিন নিউসম জানিয়েছেন, গত সপ্তাহ থেকেই কাশি হচ্ছিল দু”টি গরিলার। তাই দু”টি গরিলার করোনা-পরীক্ষা করা হয়। সেই রিপোর্ট পজিটিভ আসে।

স্যান দিয়েগো জু সাফারি পার্কের এগজিকিউটিভ ডিরেক্টর লিসা পিটারসন জানিয়েছেন, কাশি হলেও, গরিলা দু”টি সুস্থ আছে। লিসা আরও জানিয়েছেন, কোয়ারেন্টাইনে রয়েছে দু”টি গরিলা, ভালোভাবেই খাবার খাচ্ছে। আমাদের আশা শীঘ্রই গরিলা দু”টি সুস্থ হয়ে উঠবে। প্রসঙ্গত, দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ায় করোনাভাইরাসের প্রকোপের কারণে ডিসেম্বর থেকে দর্শকদের জন্য বন্ধ রয়েছে স্যান দিয়েগো জু সাফারি পার্ক।

ইউজারদের সমস্ত তথ্য সম্পূর্ণ সুরক্ষিত বিতর্ক উড়িয়ে দাবি হোয়াটসঅ্যাপের

নয়াদিল্লি, ১২ জানুয়ারি(হি. স.): ইউজারদের সমস্ত তথ্য সম্পূর্ণ সুরক্ষিত আছে।নেটদুনিয়ায় তাদের নয়া প্রাইভেসি পলিসি নিয়ে বিতর্ক উড়িয়ে জানাল হোয়াটসঅ্যাপ।হোয়াটসঅ্যাপ জানিয়েছে, নতুন প্রাইভেসি পলিসির কারণে তা ইউজারদের ব্যক্তিগত তথ্যের সুরক্ষা বিঘ্নিত হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই।

হোয়াটসঅ্যাপের প্রাইভেসি পলিসির আপডেটের ঘোষণা করার পর থেকে নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।নেটদুনিয়ারখবর নয়া প্রাইভেসি পলিসির কারনে হোয়াটসঅ্যাপ ইউজারদের নাম, ছবি ও এমনকী কথোপকথন প্রকাশ্যে চলে আসার অভিযোগ উঠেছে। গুগল সার্চে নাকি মিলছে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের সমস্ত তথ্য। ফলে জনপ্রিয় এই মেসেজিং অ্যাপ ছেড়ে অনেকেই টেলিগ্রাম এবং সিগন্যালের মতো অ্যাপ ব্যবহার শুরু করেছেন। অবশেষে এই পরিস্থিতিতে মুখ খুলল হোয়াটসঅ্যাপ।এই প্রথম তারা এই নিয়ে বিবৃতি দিয়ে জানাল যে, “সম্প্রতি আমরা আমাদের প্রাইভেসি পলিসি আপডেট করেছি। আর তার পর থেকেই নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছি আমরা। চারদিকে অনেক গুজব রয়েছে। তাই কিছু কমন প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হচ্ছে। আমরা পরিষ্কার করে বলে দিতে চাই পলিসি আপডেটের ফলে বন্ধু ও পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে শেয়ার করা আপনাদের মেসেজের গোপনীয়তায় বিন্দুমাত্র প্রভাব পড়বে না।” হোয়াটসঅ্যাপের তরফে আরও কিছু বিষয়কে আলাদা করে পরিষ্কার করে জানান হয়েছে যে, তারা কিংবা ফেসবুক কেউই ইউজারদের ব্যক্তিগত মেসেজ পড়ছে না কিংবা তাদের কল শুনছে না। কাদের সঙ্গে ইউজাররা যোগাযোগ রাখছেন কিংবা কোন লোকেশনে তাঁরা রয়েছেন, সেই তথ্যও শেয়ার করে না হোয়াটসঅ্যাপ। হোয়াটসঅ্যাপ প্রাইভেট গ্রুপগুলির গোপনীয়তাও সম্পূর্ণ সুরক্ষিত। এরই পাশাপাশি ইউজারদের কনট্যাক্টস ফেসবুকের সঙ্গে শেয়ার করার যে জল্পনা শোনা যাচ্ছে তাও উড়িয়ে দিয়েছে হোয়াটসঅ্যাপ।

হোয়াটসঅ্যাপ বরাবরই জানিয়ে এসেছে, এই অ্যাপে সমস্ত প্রাইভেট চ্যাট এন্ড-টু-এন্ড এনক্রিপ্টেড। অর্থাৎ দু’জনের মধ্যে যাই কথা হোক না, তা হোয়াটসঅ্যাপও জানতে পারে না। ফলে ওই দু’জনের মধ্যে কেউ স্ক্রিনশট শেয়ার না করলে তা ফাঁস হওয়া সম্ভব নয়। নতুন বিবৃতিতে সেকথা আরও একবার পরিষ্কার করে দিয়েছে হোয়াটসঅ্যাপ।--- হিন্দুস্থান সমাচার/ কাকলি

শিক্ষকের আত্মহত্যার ঘটনায় উত্তপ্ত ইসলামপুর, অবরুদ্ধ জাতীয় সড়ক

ইসলামপুর, ১২ জানুয়ারি (হি. স.) : চলন্ত ট্রেনের সামনে ঝাঁপ দিয়ে নিজেকে শেষ করে ফেলেন এক শিক্ষক। সোমবার রাতের এই ঘটনার জেরে মঙ্গলবার উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর মহকুমার গাইসাল এলাকা। ঘটনার জেরে ৪-৫ জন স্থানীয় নেতার দিকে চক্রান্তের অভিযোগ তুলেছেন স্থানীয় বাসিন্দা থেকে মৃত শিক্ষকের পরিবার। আর এদের গ্রেফতারির দাবিতেই এদিন সকাল থেকেই শুরু হয়েছে ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়ক দফায় দফায় অবরোধ।

জানা গিয়েছে, গাইসালের ধানতলায় একটি কোচিং সেন্টারের বিজ্ঞানের শিক্ষক ছিলেন বছর তেইশের মুজ্জাকির ইসলাম। সপ্তাহখানেক আগে ওই কোচিং সেন্টারে কলেজের প্রথম বর্ষের এক ছাত্রী ওই শিক্ষকের ঘাড়ে হাত দেওয়া অবস্থায় ভিডিও রেকর্ডিং করে। তারপর ওই ছাত্রীকে বিয়ে করার জন্য শিক্ষকের উপর চাপ তৈরি করা হয়। কিন্তু বিয়েতে রাজি হননি শিক্ষক।

তার জেরে ধানতলার কোচিং সেন্টারে ভাঙচুর করে কম্পিউটারে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। আতঙ্কিত হয়ে পড়েন শিক্ষক। এই পরিস্থিতিতে শুক্রবার গাইসল পঞ্চায়েত প্রধানের স্বামী মহম্মদ সাব্বির আহমেদের উদ্যোগে সালিশি সভা বসে। উপস্থিতি ছিলেন ওই পঞ্চায়েতের সদস্য মহম্মদ কাইজার আলম-সহ জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি ফারহাত বানুর স্বামী জাভেদ আখতার এবং পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য জাফরুল ইসলাম।

সূত্রের খবর, সালিশি সভায় ওই শিক্ষককে বিয়ে করার নিদান দেওয়া হয়। ওই ছাত্রীর বিয়ের আয়োজনও করা হয়। তবে বিয়ে করতে যাননি মুজ্জাকির। সোমবার রাতে বাড়ি থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে গাইসোল রেললাইন থেকে তাঁর দেহ উদ্ধার করা হয়। মনে করা হচ্ছে চলন্ত ট্রেনের সামনে ঝাঁপ দিয়ে তিনি আত্মঘাতী হয়েছেন। ইসলামপুর পুলিশ জেলার সুপার শচীন মক্কার বলেন, ‘দেহ নিয়ে পথ অবরোধ চলছিল। পরে দেহ সরিয়ে নেওয়া হলেও বেশ কয়েকবারই অবরোধ হয়েছে। তবে মৃতের পরিবার তরফে অভিযোগ পেলে নিশ্চয়ই তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

নন্দীগ্রামে মুখ্যমন্ত্রীর সভা নিয়ে নিমতৌড়িতে বৈঠক

নন্দীগ্রাম, ১২ জানুয়ারি (হি. স.) : আগামী ১৮ জানুয়ারি পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নন্দীগ্রামে সভা করতে আসছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই মোতাবেক মঙ্গলবার পূর্ব মেদিনীপুর জেলা তৃণমূলের উদ্যোগে নিমতৌড়িতে প্রস্তুতি সভার আয়োজন করা হয়।

জেলা তৃণমূল সূত্রের খবর, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভায় নন্দীগ্রামে কয়েকলক্ষ কর্মী- সমর্থক হাজির হবেন। ইতিমধ্যেই আদাজল খেয়ে মাঠে নেমে পড়েছে জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব। বিরোধীদের একইঞ্চিও জমি ছাড়তে নারাজ পূর্ব মেদিনীপুর জেলা তৃণমূল। প্রসঙ্গত, গত ৮ জানুয়ারি নন্দীগ্রামে বিজেপির সভায় শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছিলেন, মমতার সভার পরের দিন ১৯ জানুয়ারি খেজুরির বিদ্যাপীঠে পাল্টা সভা করা হবে। তৃণমূল নেত্রীর সমস্ত বক্তব্যের পাল্টা জবাব দেবে বলে জানান শুভেন্দু অধিকারী। এ দিনের তৃণমূলের প্রস্তুতি সভায় উপস্থিত ছিলেন সভার সভাপতি তথা পাঁশকুড়ার বিধায়ক ফিরোজা বিবি, জেলা যুব তৃণমূলের সভাপতি সুপ্রকাশ গিরি, বিধায়ক অর্ধেন্দু শেখর মাইতি, বিধায়ক অমিয়কান্তি ভট্টাচার্য, বিধায়ক জ্যোতির্ময় কর, বিধায়ক সংগ্রাম দোলুই, জেলা পরিষদের সহ-সভাধিপতি শেখ সুপিয়ান, জেলা কোর কমিটির সদস্য মামুদ হোসেন, হাবিবুর রহমান, দেশপ্রাণ ব্লকের সভাপতি তরুণ জানা প্রমুখ।

তেলেঙ্গানায় দৈনিক মৃত্যু ও সংক্রমণ নিম্নমুখী, করোনা-মুক্ত ২.৮৪ লক্ষের বেশি

হায়দরাবাদ, ১২ জানুয়ারি (হি.স.): নতুন করে করোনা-আক্রান্তের কমেই চলেছে তেলেঙ্গানায়। দক্ষিণ ভারতের এই রাজ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ৩০১ জন। মৃত্যুর সংখ্যাও কমছে, শেষ ২৪ ঘন্টায় তেলেঙ্গানায় করোনা-আক্রান্ত মাত্র দু”জনের মৃত্যু হয়েছে। ফলে তেলেঙ্গানায় কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ২,৯০,৩০৯ এবং এযাবৎ মৃত্যু হয়েছে ১,৫৬৮ জনের। তেলেঙ্গানায় বাড়ছে সুস্থতার সংখ্যা, তেলেঙ্গানায় এই মুহূর্তে সুস্থতা হয়েছেন ২ লক্ষ ৮৪ হাজার ২১৭ জন।

মঙ্গলবার সকালে তেলেঙ্গানা সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে বুলেটিনে জানানো হয়েছে, তেলেঙ্গানায় নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ৩০১ জন এবং মৃত্যু হয়েছে দু”জনের। বিগত ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন ২৯৩ জন। রাজ্যজুড়ে ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ২,৮৪,২১৭ জন করোনা-রোগী। সোমবার রাত আটটা পর্যন্ত সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ৪ হাজার ৫২৪ জন।

স্বামীজীর বাড়িতে বিজেপি নেতৃবৃন্দ, শ্রদ্ধা নিবেদন মৌর্য-বিজয়বর্গীয়র

কলকাতা, ১২ জানুয়ারি (হি.স.): স্বামী বিবেকানন্দের ১৫৯-তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে কলকাতার সিমলা স্ট্রিটে স্বামীজীর বাড়িতে গিয়ে তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন বিজেপি নেতৃবৃন্দ। মঙ্গলবার সকালে স্বামীজীর বাড়িতে যান বিজেপি নেতা তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রহ্লাদ সিং প্যাটেল, উত্তরপ্রদেশের উপ-মুখ্যমন্ত্রী কেশব প্রসাদ মৌর্য, বিজেপি-র সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক কৈলাশ বিজয়বর্গীয়, শুভেন্দু অধিকারী প্রমুখ। ভবনের সামনে স্বামীজীর পূর্ণাবয়ব মূর্তিতে তাঁরা শ্রদ্ধা জানান। ভিতরে ভাবগম্ভীর পরিবেশে তাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণ, সারদা মা ও স্বামীজীর প্রতিকৃতি ও ছবিতে মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করেন।

প্রতি বছর স্বামী বিবেকানন্দর এই পৈত্রিক আবাস থেকে শোভাযাত্রা বার হয়। তবে,করোনার জন্য এদিন তা বার করা হয়নি। এদিন এখানে ভিড় এড়াতে কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন ব্যবস্থা নিয়েছেন। তবে, ভক্তরা দূরত্ব বিধি মেনে স্বামী বিবেকানন্দর মূর্তিতে প্রণাম করা ও ফুল দেওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন। ৩ নং গৌরমোহন স্ট্রিটে স্বামীজির জন্মস্থান সিমলা স্ট্রিট নামেই বেশি পরিচিত। ১৮৬৩ সালের ১২ জানুয়ারি ৩ নং গৌরমোহন স্ট্রিটের বাড়িতে স্বামী বিবেকানন্দ (পূর্বাশ্রমের নাম নরেন্দ্রনাথ দত্ত) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর সমগ্র ছেলেবেলা ও প্রথম যৌবন এই বাড়িতেই কাটে। ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এ. পি. জে. আব্দুল কালাম এই বাড়ির সাংস্কৃতিক কেন্দ্রটি উদ্বোধন করেন।

উল্লেখ্য, গত ১৯ ডিসেম্বর সিমলা স্ট্রিটের এই বাড়িতে এসে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ জানান, এখনও স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ সমান প্রাসঙ্গিক। তাই এখানে এসে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করছেন। আজও তিনি স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ মেনেই চলেন।

দিল্লিতে করোনা-সংক্রমিত আরও ৩৮৬ জন, ১৬ বেড়ে মৃত্যু ১০,৭০৭

নয়াদিল্লি, ১২ জানুয়ারি (হি.স.): রাজধানী দিল্লিতে একধাক্কায় ফের অনেকটাই বাড়ল নতুন করে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা। স্বস্তির খবর হল, দিল্লিতে নিম্নমুখী মৃত্যুর সংখ্যা। বিগত ২৪ ঘন্টায় দিল্লিতে নতুন করে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ৩৮৬ জন, এই সময়ে প্রাণ হারিয়েছেন ১৬ জন। ফলে দিল্লিতে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৬ লক্ষ ৩০ হাজার ৮৯২ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ১০ হাজার ৭০৭ জনের।

দিল্লিতে ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ৬ লক্ষ ১৭ হাজার ০০৬ জন, তাঁদের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন ৫৪৫ জন। মঙ্গলবার দিল্লির স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রাজধানী দিল্লিতে এই মুহূর্তে মোট চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা ৩,১৭৯ জন।

বিজেপির তরফে গতবছরও এই দিনে কর্মসূচি পালন করা হয়েছিল, ফিরহাদকে পাল্টা রাহুল সিনহার

কলকাতা, ১২ জানুয়ারি (হি স): নির্বাচন নিয়ে ইতিমধ্যেই জোরদার প্রস্তুতি শুরু রাজ্য জুড়ে। নির্বাচনের আগেই রাজ্যের শাসক দল বনাম বিজেপি তরজা তুঙ্গে। স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন উপলক্ষে সকাল থেকেই পথে নেমেছে তৃণমূল বিজেপি। স্বামীজীর জন্মদিনকে কেন্দ্র করে বিবেক চেতনা কর্মসূচি থেকে ” আমাদের বাঙালি সাজার জন্য স্বামীজির জন্মদিন উদযাপন করতে হয় না। ওঁনারা দিল্লির নেতাদের নির্দেশ ছাড়া কিছু করতে পারেন না” বিজেপির বিরুদ্ধে তোপ দাগেন ফিরহাদ হাকিম। আর তারপরেই ”বিজেপির তরফে গতবছরও এই দিনে কর্মসূচি পালন করা হয়েছিল” বলে ফিরহাদকে পাল্টা জবাব দিলেন বিজেপি নেতা রাহুল সিনহা। স্বামী বিবেকানন্দের মূর্তিতে মালা দিয়ে সেখান থেকে বিবেকানন্দের ছবি নিয়ে তৃণমূলের চেতনা মিছিলে পা মেলান পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী তথা কলকাতা পুরসভার মুখ্য প্রশাসক ফিরহাদ হাকিম। আর তারপরেই মিছিল থেকে কেন্দ্রর বিরুদ্ধে নিশানা করে ফিরহাদ হাকিম বলেন, ”আমরা ছোট থেকে বিবেকানন্দকে নিয়ে বড় হয়েছি। আমাদের কাছে এই দিনটা অন্যরকম আবেগের। আমাদের বাঙালি সাজার জন্য স্বামীজির জন্মদিন উদযাপন করতে হয় না। ওঁনারা দিল্লির নেতাদের নির্দেশ ছাড়া কিছু করতে পারেন না। এমনকী বিবেকানন্দের জন্মদিন উদযাপনও নয়। এই কর্মসূচির জন্য কৈলাস বিজয়বর্গীয়কে আসতে হয়েছে দিল্লি থেকে”।

এরপরেই ফিরাহাদ হাকিমকে তোপ দাগিয়ে রাহুল সিনহা পাল্টা বলেন, ”বিজেপির তরফে গতবছরও এই দিনে কর্মসূচি পালন করা হয়েছিল। এতে নতুন কিছু নেই। রাজনৈতিক কোনও উদ্দেশ্যও নেই”।

করিমগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশনে পাঁচ দফা দাবির ভিত্তিতে বিক্ষোভ কর্মসূচি ব্রডগেজ রূপায়ণ সংগ্রাম কমিটির

করিমগঞ্জ (অসম), ১২ জানুয়ারি (হি.স.) : ব্রডগেজ রূপায়ণ সংগ্রাম কমিটির ডাকে মঙ্গলবার করিমগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশনে পাঁচ দফা দাবির ভিত্তিতে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হয়। বিক্ষোভ প্রদর্শনের পর এনএফ রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজারের উদ্দেশ্যে করিমগঞ্জ স্টেশন ম্যানেজারের মাধ্যমে পাঁচ দফা দাবি সংবলিত একটি স্মারকপত্রও প্রদান করা হয়েছে।

স্মারকপত্রে উল্লিখিত দাবিগুলো যথাক্রমে স্থানীয় যাত্রীদের সুবিধার্থে শিলচর-করিমগঞ্জ রুটে দুই জোড়া লোকাল ট্রেন অবিলম্বে চালু করতে হবে। দুল্লভছড়া-মহিশাসন-শিলচর রুটে যাত্রীবাহী ট্রেন পুনরায় চালু করতে হবে। শিলচর-জিরিবাম ও শিলচর-ভৈরবী যাত্রীবাহী ট্রেন অবিলম্বে চালু করতে হবে। বিশেষ ট্রেন হিসেবে চিহ্নিত সকল ট্রেন বাতিল করে সাধারণ যাত্রীবাহী ট্রেনগুলি চালু করতে হবে। দূরপাল্লার ট্রেনগুলোর স্টোপেজ পূর্ববৎ যথারীতি বহাল রাখতে হবে। স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে ব্রডগেজ রূপায়ণ সংগ্রাম কমিটির কর্মকর্তারা ওই সব দাবি লেখা প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে স্লোগান দিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। বিক্ষোভ কর্মসূচিতে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে ব্রডগেজ রূপায়ণ সংগ্রাম কমিটির অন্যতম আহ্বায়ক অরুণাংশু ভট্টাচার্য কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের জনবিরোধী নীতিগুলির তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, করোনার দরুন প্রায় বছরখানেক থেকে যাত্রীবাহী ট্রেন চলাচল বন্ধ রয়েছে। কিছুদিন যাবৎ কয়েকটি ট্রেন চালু হলেও, সেই ট্রেনগুলোকে বিশেষ ট্রেন হিসেবে চিহ্নিত করে যাত্রী ভাড়া পাঁচ গুণ বৃদ্ধি করে চালানো হচ্ছে। এতে সাধারণ জনগণকে চরম ভোগান্তির সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

ক্ষোভ প্রকাশ করে অরুণাংশু বলেন, রাজ্য সরকার ইদানীং প্রচার করে চলেছে যে, করোনা সংকট নিয়ন্ত্রণের মধ্যে চলে এসেছে। অথচ সাধারণ জনগণের সুবিধার্থে যাত্রীবাহী লোকাল ট্রেনগুলো চলাচলে রাজ্য সরকার এখনও ছাড়পত্র দিচ্ছে না। এর পেছনে বেসরকারি পরিবহণ বিভাগের সঙ্গে সরকারের একটা গোপন সমঝোতা রয়েছে বলেও সন্দেহ প্রকাশ করেন ব্রডগেজ রূপায়ণ সংগ্রাম কমিটির অন্যতম আহ্বায়ক অরুণাংশু ভট্টাচার্য।

তিনি আরও বলেন, মূলত যাত্রীবাহী ট্রেনগুলোতে গরিব শ্রেণির সাধারণ মানুষই বেশিরভাগ চলাচল করে থাকেন। অথচ বিশেষ ট্রেনের তকমা দিয়ে টিকিটের দাম পাঁচগুণ বৃদ্ধি করা হয়েছে। করিমগঞ্জ থেকে শিলচরের ভাড়া ৭৫ টাকা করা হয়েছে। কল্যাণকামী রাষ্ট্র হিসেবে সরকারের দায়িত্ব ছিল কোভিড প্রটোকল মেনে ভরতুকি দিয়ে ট্রেন চালানো। কিন্তু স্বৈরাচারী সরকার গরিব সাধারণ মানুষের উপর বাড়তি ভাড়া চাপিয়ে দিয়েছে বলেও চরম ক্ষোভ প্রকাশ করেন অরুণাংশু ভট্টাচার্য।

আহ্বায়ক অরুনাংশু ভট্টাচার্য আরও বলেন, যদি অবিলম্বে দাবিগুলো সরকার পূরণ না করে তা-হলে ব্রডগেজ রূপায়ণ সংগ্রাম কমিটি বৃহত্তর আন্দোলনের পথে পা বাড়াতে বাধ্য হবে। চন্দ্রনাথপুর থেকে লংকা পর্যন্ত দ্বিতীয় ব্রডগেজ লাইন রূপায়ণ করার দাবি নিয়ে সংগ্রাম কমিটি আগামীতে ব্যাপক পরিসরে আন্দোলনের পথে অগ্রসর হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে বলেও এদিনের বিক্ষোভ কর্মসূচিতে উল্লেখ করেন অরুণাংশু। আজকের বিক্ষোভ কর্মসূচিতে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সুনীতরঞ্জন দত্ত, রঞ্জিত চন্দ্র, পরিমল চক্রবর্তী, তুষার দাশ, বিষ্ণু দত্তপুরকায়স্থ, দেবব্রত শুক্ল, নন্দনকুমার নাথ, নির্মাল্য দাস, সুজিৎকুমার পাল, জয়দীপ দাস প্রমুখ।

আদালত থেকে আন্দোলনের অনুমতি পেলেন মাদ্রাসা শিক্ষকরা

কলকাতা, ১২ জানুয়ারি (হি. স.) : আদালত থেকে আন্দোলনের অনুমতি পেল ‘ওয়েস্ট বেঙ্গল রেকগনাইজড আন এডেড মাদ্রাসা টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন’।

মঙ্গলবার সংগঠনের তরফে এক বিবৃতিতে জানান হয়, “আমরা, বিকাশ ভবনের সামনে ১২/০১/২০২১ তারিখ থেকে অবস্থান কর্মসূচির জন্য বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটকে গত ২৪/১২/ ২০২০ তারিখে আবেদন করেছিলাম। কিন্তু ৩০/১২/২০২০ তারিখে বিধাননগর নর্থ থানা অনুমতি দিতে পারবোনা বলে জানিয়ে দেয়। তারপর সংগঠনের তরফ থেকে অনুমতির জন্য মহামান্য হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়।

এদিন হাইকোর্টে সেই মামলার শুনানি ছিল বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্য মহাশয়ের বেঞ্চে। আজ হাইকোর্ট শুনানির শেষ তার ঐতিহাসিক রায় জানালেন। এদিন থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য আন্দোলন কর্মসূচি করতে পারবে।

সংগঠনের রাজ্য সভাপতি সেখ জাভেদ মিঞাদাদ বলেন, “মাদ্রাসার অস্তিত্ব রক্ষার জন্য এবং নিজেদের ন্যায্য অধিকার বেতন আদায় করে নেওয়ার জন্য এটাই শেষ সুযোগ। যা আমরা আমাদের আন্দোলনের মাধ্যমে লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারব। এবং বেতন সহ সকল মাদ্রাসার সুযোগ-সুবিধা আদায় করে নিয়েই ছাড়ব। এটাই আমাদের পন। আজও আমরা আমাদের নিজেদের লক্ষ্যে অবিচল বেতন আমাদেরকে দিতেই হবে।”হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

ষড়যন্ত্রের অংশ, গ্রেফতারি চাই শোভনের, বিস্ফোরক কুণাল ঘোষ

কলকাতা, ১২ জানুয়ারি (হি স): একুশের নির্বাচনের আগেই বিজেপি বনাম তৃণমূল তরজা তুঙ্গে। গতকালই বিজেপির সংবর্ধনা রোড শোয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন শোভন চট্টোপাধ্যায় ও বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়। আর সেখান থেকেই ”চিটফান্ডের ধারক-বাহক কুণাল ঘোষ” বলে তোপ দাগেন শোভন চট্টোপাধ্যায়। আর এরপরেই মঙ্গলবার ”ষড়যন্ত্রের অংশ, গ্রেফতারি চাই শোভনের” বলে বিজেপি নেতা শোভন চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিলেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ।

তীব্র কটাক্ষে শোভন চট্টোপাধ্যায়কে শোভন চ্যাটার্জিকে বিঁধলেন কুণাল ঘোষ। বলেন, ”গতকাল সভায় শোভন চট্টোপাধ্যায় তৃণমূল ছাড়লেন কেনও বললেন। বৈশাখী কত ভালো বলেছেন। কিন্তু বিজেপিতে কেনও এলেন? তা বলতে পারেননি। বিজেপির কাছেও আমার প্রশ্ন, বিজেপি-ই বা এদের নিচ্ছে কেন? এতটাই কি খারাপ অবস্থা আপনাদের দলের? যে নেতৃত্ব দেওয়ার মত আপনাদের দলে কেউ নেই। আইকোরের হয়ে সওয়াল করেছেন শোভন চট্টোপাধ্যায়। সারদায় ১ কোটি টাকা পেয়েছেন কে? বাঁচার স্বার্থেই বিজেপিতে গিয়েছেন মুকুল রায়, শোভন চ্যাটার্জি ও শুভেন্দু অধিকারীরা। রাজীব কুমারের জন্যই মুকুল রায়, শোভন চ্যাটার্জিরা ছাড়া পেয়ে গিয়েছেন। আর এরাই দিদিকে ভুল বুঝিয়ে গিয়েছেন। আসল ঘটনা জানতে দেননি। আর এখন মানসিক আঘাত করছেন। ষড়যন্ত্রের অংশ শোভন চট্টোপাধ্যায়। সব চিটফান্ডের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কেন তাঁকে গ্রেফতার করা হবে না? শোভন চ্যাটার্জির গ্রেফতারি চাই ”।

উল্লেখ্য, গতকাল শোভন চট্টোপাধ্যায় ও বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে মিছিলের ডাক দেয় বিজেপি। গোলপার্ক থেকে সেলিমপুর পর্যন্ত হুড খোলা জিপে পদ্ম প্রচারে রোড শো করতে হাজির হন শোভন বৈশাখী। আর সেখান থেকেই কুনাল ঘোষের বিরুদ্ধে তোপ দাগিয়ে শোভন চট্টোপাধ্যায় বলেন, ”কুণাল ঘোষের কী যোগ্যতা ছিল ১৫ লক্ষ টাকা দিয়ে সংবাদপত্রের মাথা হয়েছিল। চিটফান্ডের ধারক-বাহক কুণাল ঘোষ। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ভাবুন। কে চিটফান্ড এনেছিল”।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

থাইরয়েড সুস্থ রাখার খাবার

থাইরয়েড নামক এই গলগ্রন্থি সুস্থ রাখতে চাই পুষ্টিকর খাবার।থাইরডের সমস্যা দেখা দেওয়ার অন্যতম কারণ খাদ্যাভ্যাসে অসচেতনতা। গলায় অবস্থিত থাইরয়েড গ্রন্থি থেকে তৈরি হরমোন শারীরিক বৃদ্ধি ও কর্মতৎপরতাকে প্রভাবিত করে। আর এই গলগ্রন্থি সুস্থ রাখতে চাই প্রয়োজনীয় পুষ্টি।স্বাস্থ্যবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে থাইয়েড প্রতিরোধক কয়েকটি খাবার সম্পর্কে জানানো হল। সামুদ্রিকশৈবাল ও সামুদ্রিক খাবার: থাইরয়েডের সমস্যা হওয়ার অন্যতম কারণ হল আয়োডিনের অভাব। থাইরয়েডের কার্যকারিতা বাড়াতে আয়োডিনের প্রয়োজন। আয়োডিনের চাহিদা পূরণ করতে সামুদ্রিক খাবার, সামুদ্রিক সবজি ইত্যাদি খাওয়া উপকারী। তবে অতিরিক্ত আয়োডিন খাওয়া ক্ষতির কারণ হতে পারে। তাই আয়োডিন পরিমিত গ্রহণ করতে হবে। গ্লুটেইন মুক্ত শস্য: গ্লুটেইন হল এক ধরনের প্রোটিন যা খাদ্যশস্যে থাকে। আটা বা ময়দা পানিতে গোলানোর পর যে আঠালো ভাব হয় তার প্রধান কারণ গ্লুটেইন।ওটস ও ভাত ইত্যাদি গম বা গ্লুটেইন ধর্মী খাবারের চেয়ে থাইরয়েডের ক্ষেত্রে বেশি কার্যকর।মাশরুম: প্রাকৃতিকভাবে ভিটামিন ডি'য়ের সবচেয়ে ভালো উৎস হল সূর্যালোক। আর খাবারের দিক থেকে সবচেয়ে বেশি ভিটামিন ডি রয়েছে মাশরুমে। এটা ভিটামিনের সবচেয়ে ভালো ভেষজ উৎস যা থাইরয়েডের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে সহায়তা করে। এছাড়া ডিমের কুসুম সামুদ্রিক খাবার যেমন- টুনা ও স্যামন মাছ এবং দুগ্ধ-জাতীয় খাবারও এই ভিটামিনের ভালো উৎস। **যেসব খাবার এড়ানো উচিত** কিছু খাবার থাইরয়েড গ্রন্থির কার্যকারিতা নষ্ট করে। থাইরয়েডের সমস্যায় ভুগছেন এমন রোগীদের সয়া-জাতীয় খাবার যেমন- টফু, ব্রকলি, ফুলকপি, আঁশালো সবজি ইত্যাদি না খাওয়াই ভালো। তবে এইজাতীয় খাবার রান্না করে খেলে যৌগের প্রভাব খানিকটা কমে আসে। কিন্তু অতিরিক্ত পরিমাণে খাওয়া থাইরয়েডের কার্যকারিতায় প্রভাব রাখে। এছাড়াও, প্রক্রিয়াজাত খাবার, অ্যাল্কোহল ও অতিরিক্ত ক্যাফেইন-জাতীয় পানীয় গুরুতর ক্ষতি করতে পারে।

করোনাভাইরাস এবং ডায়াবেটিস রোগীর সতর্কতা

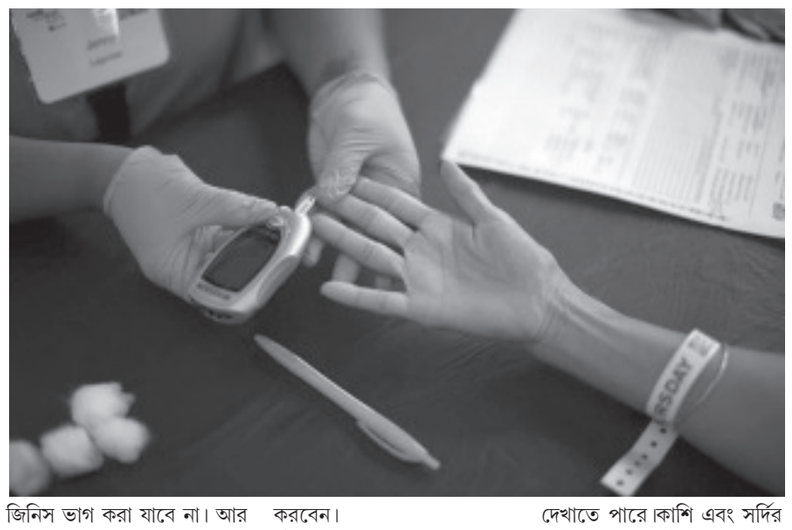

ডায়াবেটিসে আক্রান্তদের বেশি সতর্ক থাকতে হবে।বিষয়টা এমন নয় যে ডায়াবেটিসে আক্রান্তদের ভাইরাস সংক্রমণের ঝুঁকি বেশি। বরং অসুস্থ হয়ে পড়লে এসব রোগীদের খারাপ জটিলতা দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। বিশেষ করে যদি ডায়াবেটিস সু-নিয়ন্ত্রিত না হয়। এজন্য নিচের বিধিগুলো মেনে চলা উচিত

সামাজিক দূরুত্ব বজায় রাখা।

স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলা।

রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখা।

চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা।

ডায়াবেটিস এবং করোনভাইরাস রক্তে উচ্চশর্করার হার রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা দূর্বল করে এবং সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করার ক্ষমতা নষ্ট করে ফেলে।যাদের ডায়াবেটিসের সঙ্গে অন্যান্য রোগ যেমন হার্ট বা ফুসফুসজনিত বা কিডনিজনিত জটিলতা আছে তাদের জন্য করোনভাইরাস প্রাণঘাতী হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

সংক্রমণ এড়াতে যা করবেন

সর্বোত্তম উপায় হল যতটা পারেন বাড়িতে থাকুন।যদি বাইরে যেতেই হয় তবে অন্যান্য ব্যক্তিদের থেকে নিজেকে কমপক্ষে ৬ ফুট দূরে রাখুন এবং একটি কাপড়ের মাস্ক পরুন। বাইরে বেরোনোর সময় এবং বাড়ি ফিরে অবশ্যই হাত ধোবেন বা হ্যান্ডস্যানিটাইজার ব্যবহার করুন।ইন্সুলিন ইঞ্জেকশন নেওয়ার আগেও হাত ধুয়ে নিন এবং যে জায়গায় ইঞ্জেকশন দেবেন সে জায়গা পরিষ্কার করে নিন।বাড়ির প্রত্যেকেরই নিজের হাত প্রায়শই ধোয়া উচিত। বিশেষত পরিবারের জন্য রান্না করার আগে। কোনো বাসন বা অন্যান্য ব্যক্তিগত জিনিস ভাগ করা যাবে না। আর যদি বাড়ির কেউ অসুস্থ থাকে তবে তার কাছ থেকে যতদূর সম্ভব নিজের ঘরে থাকতে হবে।একান্তই একই ঘরে থাকতে হলে একটি কাপড়ের মাস্ক পরতে হবে।করোনাভাইরাসের সময়ে ডায়াবেটিস রোগীর পরিকল্পনা

ইন্সুলিন বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় ওষুধ পর্যাপ্ত পরিমাণ বাসায় রাখা যাতে বার বার বাইরে যেতে না হয়।

রক্তে শর্করার পরিমাণ কমে গেলে হাতের কাছে মধু, চিনি-মিষ্টি বা ফলের রসের সহজলভ্যতা নিশ্চিত করতে হবে।

অনেক সময় ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলার দরকার হতে পারে। তাই তার ফোন নম্বর জোগাড় করে রাখতে হবে।

যখন ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলবেন, জিজ্ঞাসা করুন

কতবার রক্তের শর্করার পরীক্ষা করতে হবে।

অসুস্থ হলে আপনার ডায়াবেটিসের ওষুধ কীভাবে সমন্বয় করবেন।

ঠাণ্ডা বা ফ্লু'র কোন ওষুধগুলো আপনার পক্ষে নিরাপদ।

অসুস্থ হলে কী করবেন

যদি অসুস্থ বোধ করা শুরু করেন তবে বাড়িতে থাকুন। মানসিকভাবে শক্ত থাকুন।আপনার রক্তের শর্করা স্বাভাবিকভাবে যতবার পরীক্ষা করতেন তার চেয়ে বেশিবার পরীক্ষা করুন।কোভিড-১৯ ক্ষুধা হ্রাস করতে পারে এবং কম খাওয়ার কারণে শরীর দুর্বল করে ফেলতে পারে। অসুস্থ থাকাকালীন স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি তরল প্রয়োজন। পানি কাছাকাছি রাখুন এবং পান করুন।জ্বর বা কাশিজাতীয় ভাইরাসের লক্ষণগুলো থেকে মুক্তিদেয় এমন কিছু ওষুধ রক্তে শর্করার মাত্রাকে প্রভাবিত করতে পারে। উচ্চমাত্রায় অ্যাসপিরিন বা আইবুপ্রোফেন রক্তে শর্করার মাত্রা কমিয়ে দিতে পারে। অ্যাসিটামিনোফেনের কারণে শর্করার মান মনিটরে ভুল দেখাতে পারে।কাশি এবং সর্দির ওষুধগুলোতে চিনির পরিমাণ বেশি। যা রক্তে শর্করার মাত্রা বাড়িয়ে তুলতে পারে। এগুলো নেওয়ার আগে ডাক্তার বা ডায়াবেটিস বিশেষজ্ঞের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।যদি করোনাভাইরাসের লক্ষণগুলি যেমন- শুকনো কাশি, জ্বর, বা শ্বাসকষ্ট প্রকাশ পায় তবে ডাক্তারকে ফোন করুন। আপনার রক্তে সবর্শেষ শর্করার মান অন্যান্য রোগের কথা ডাক্তারকে খুলে বলুন।নিচের লক্ষণগুলো দেখা মাত্র রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে

ক্লান্তি, দুর্বলতা, শরীরে প্রচণ্ড ব্যথা

বমি বমিভাব বা বমি হওয়া

পেটের তীব্র ব্যথা

তীব্র শ্বাসকষ্ট

হাসপাতালে যাওয়ার সময় অবশ্যই রোগীর ডায়াবেটিস-সহ অন্যান্য রোগের কাগজপত্র মনে করে সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে।

করোনা: ব্যক্তির আচরণে পরিবর্তন আনতেই হবে

নতুন করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখার নীতি মেনে চলা ছাড়া এই মুহূর্তে মানুষের হাতে অন্য কোনো বিকল্প নেই। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ইংরেজি ভাষ্য 'সোশ্যাল ডিস্ট্যান্সিং'-এর বাংলা হিসেবে 'সামাজিক দূরত্ব' কথাটি ব্যবহার করা হচ্ছে হরদম। এই ভাষান্তর সাদাচোখে ঠিক থাকলেও তার যে প্রভাব পড়েছে, তা কিন্তু ভয়াবহ। অনেকে একে সত্যি সত্যি সামাজিক দূরত্ব বলে ভেবে নিয়েছে। কিন্তু সত্য হচ্ছে, এই সময়েই বৃহত্তর সমাজের একজন হিসেবে ভূমিকা নেওয়াটা সবচেয়ে জরুরি। কারণ, এই দুর্যোগে সামষ্টিক আচরণই নির্ধারণ করে দেবে মানুষের ভবিষ্যৎ।

করোনাভাইরাসের কারণে মানুষ ঘরবন্দী থাকতে বাধ্য হচ্ছে। রাষ্ট্রও অর্থনৈতিক ধসের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে লকডাউনের মতো পদক্ষেপ নিয়েছে জনস্বাস্থ্যের কথা বিবেচনা করে। এতে প্রতিটি দেশের এক বিরাট অংশের মানুষ ভয়াবহ অর্থনৈতিক সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের মতো করে লকডাউন তুলে দেওয়ার আন্দোলন এখন অনেক দেশেই হচ্ছে বা হব হব করছে। বহু দেশেই এমন ধারার আন্দোলন বা জনরোষ সৃষ্টির আগেই প্রশাসন সবকিছু খুলে দিচ্ছে।

মানুষ কেন এত বড় ঝুঁকি মাথায় নিয়ে সবকিছু স্বাভাবিক দশায় ফিরে পেতে চাইছে? তারা কি অবুঝ? না, তারা অবুঝ নয়। তারা অর্থনৈতিকভাবে দুর্দশাগ্রস্ত। দীর্ঘদিন ঘরে বসে থাকার মানসিক ধকলটির কথাই উচ্চ ও উচ্চ-মধ্যবিত্তের মনে উঁকি দেয় আগে। আর মধ্য, নিম্ন-মধ্য বা নিম্নবিত্ত মানুষের মাথায় আগে আসে অর্থনৈতিক সংকটের বিষয়টি। এ কারণে দীর্ঘদিন লকডাউনে বসে থাকাটা তার পক্ষে সম্ভব হয় না। সে উদগ্রীব হয়ে কাজে যাওয়ার সুযোগের অপেক্ষায় থাকে। আবার রাষ্ট্র ও ব্যবসায়ী শ্রেণিও দ্রুততম সময়ে সব স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে নিতে চায়। কারণ, সে খুব ভালো করেই জানে, যে সংকট নিম্নবিত্তকে আক্রান্ত করার মধ্য দিয়ে তার বিস্তার ঘটাচ্ছে, তা তাকেও অনায়াসে গিলে ফেলার ক্ষমতা রাখে। শুধু সময়ের অপেক্ষা।

মোদ্দা কথা, সব স্থবির হয়ে থাক, এটা এক কথায় কেউই চায় না। সবাই চায় স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সঙ্গে সবগুলো ক্ষেত্র আগের মতো স্বাভাবিক হয়ে উঠুক। কারণ, এর সঙ্গে জড়িত অর্থনীতি। সব চালু না হলে না খেয়ে মরতে হতে পারে। কিন্তু সব চালু করলে যদি ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মরতে হয়? এ তো মহা ঝামেলা। এ তো সেই শাঁখের করাত, যার আছে দুদিকে ধার। এই ধার দুপাশকেই কাটতে থাকে। এমনকি সিদ্ধান্তহীনতায় বসে থাকলেও এ কাটতে থাকে। তাই তৃতীয় বিকল্পের দিকে তাকাতে হবে।

করোনাভাইরাসের কারণে সৃষ্ট পরিস্থিতি এই উপদেশ দিচ্ছে যে অর্থনীতি স্বাভাবিক দশায় ফেরাতে সব চালু করতে হবে। তবে কোনোভাবেই আগের উপায়ে নয়। অর্থাৎ, করোনাভাইরাস মানুষের আচরণ ও অভ্যাসে এক উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের দাবি নিয়ে হাজির হয়েছে। প্রতিটি সংকটই মানুষকে কিছু না কিছু শেখায়। আর মহামারির মতো এত বড় সংকট সাধারণত এক ধরনের অভ্যাসগত পরিবর্তনের দাবি নিয়ে হাজির হয়। আজকের মানুষের পরিচ্ছন্নতার যে স্বাভাবিক ধারণা, তা কিন্তু গড়ে উঠেছিল এমন সংকট মোকাবিলার মধ্য দিয়েই। এই বঙ্গে যেমন ডায়রিয়ার প্রকোপ ঠেকানোর কৌশল হিসেবেই যেখানে-সেখানে মলমূত্র ত্যাগের অভ্যাস পরিবর্তন কিংবা নিরাপদ পানি পানের অভ্যাস গড়ার বিষয়টি সামনে আসে। একই সঙ্গে খাবার গ্রহণের আগে হাত ধোয়ার যে অভ্যাস, তারও শুরু জীবাণু দ্বারা সৃষ্ট রোগের প্রকোপ ঠেকানোর কৌশল হিসেবেই।

বলার অপেক্ষা রাখে না, আজকের এই করোনাভাইরাসের প্রকোপ এমনই অভ্যাস বদলের ডাক নিয়ে হাজির হয়েছে। আর এই বদলটি ব্যক্তি পর্যায়ে হলে হবে না। কারণ, এ ভাইরাসের বিস্তার একটি বৈশ্বিক মহামারির সৃষ্টি করেছে। তাই এ অভ্যাস বদল হতে হবে সামষ্টিকভাবে। এ ক্ষেত্রে জনপরিসরে একজন মানুষের আচরণ কেমন হবে, অন্যের সঙ্গে ভাববিনিময়ের ক্ষেত্রে নতুন কৌশল কী হবে, বাস ও রেলস্টেশনের মতো জনসমাগমের স্থলে মানুষের মান-ব্যবহারটি কী হবে, জনসমাগমের এসব স্থলের নকশা কেমন হওয়া চাইএ সবকিছুই নির্ধারণ করে দেবে ভাইরাসটির সঙ্গে মানুষ কত দ্রুত সহাবস্থান করতে শিখছে তা। যেহেতু খুব দ্রুত এর সুনির্দিষ্ট চিকিৎসাপদ্ধতি আসছে না বা একটি ভ্যাকসিন পেতে এবং তা সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে নিয়ে যেতে এখনো অনেক সময় লাগবে, তাই যে দেশের মানুষ যত দ্রুত এই কৌশলগুলো নিজেদের মতো করে আবিষ্কার করবে, তত দ্রুতই সব স্বাভাবিক হয়ে উঠবে।

মার্কিন রোগতত্ত্ববিদেরা এরই মধ্যে বলেছেন, কোনো কার্যকর ভ্যাকসিন ও নির্দিষ্ট চিকিৎসাপদ্ধতি হাতে আসার আগেই সবকিছু চালু করতে হলে মানুষকে নিজেদের মধ্যকার সরাসরি যোগাযোগের হার কমিয়ে আনতে হবে। জর্জিয়া স্টেট ইউনিভার্সিটির রোগতত্ত্ববিদ ড় জেরাডো চাওয়েলের নেতৃত্বে পরিচালিত এ-সম্পর্কিত এক গবেষণায় পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, মানুষকে নিজেদের মধ্যকার সরাসরি যোগাযোগের পরিমাণ আগের চেয়ে ৬৫ শতাংশ কমিয়ে সব কাজ সমাধা করার কৌশল শিখতে হবে। তবেই রোগের বিস্তার নিয়ন্ত্রণে রেখে সব স্বাভাবিক করা যাবে।

বলার অপেক্ষা রাখে না, সরাসরি পারস্পরিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে এমন পরিবর্তন এক বিরাট আচরিক পরিবর্তনের দাবি জানায়। দাবিটি শুধু ব্যক্তি মানুষের আচরণগত পরিবর্তনের কথাই বলে না। এটি একই সঙ্গে যাবতীয় সামাজিক চুক্তির নবায়নের কথাও বলে। এটি ব্যক্তিকে সমষ্টির কথা আরও বেশি করে মনে করিয়ে দিচ্ছে। কারণ, শুধু নিজে সাবধান থাকার মধ্য দিয়ে এই সংকট থেকে বেরিয়ে আসা সম্ভব নয়। পরিবার, বন্ধু, প্রতিবেশী থেকে শুরু করে দিনে একবার মাত্র যার সঙ্গে দেখা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তার সুস্থ ও সতর্ক থাকার ওপরও নিজের স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়টি নির্ভর করছে। এ কারণে ব্যক্তিক আচরণ নয়, সামষ্টিক আচরণই নির্ধারণ করবে সবকিছু কবে স্বাভাবিক হবে।

কোনো সরকারি ঘোষণার মাধ্যমে এই পরিস্থিতি থেকে নিস্তার মিলবে না। অর্থনীতি বাঁচাতে লকডাউন শিথিলের মতো সিদ্ধান্ত মড়কের দ্বিতীয় ঢেউয়ের কারণ হবে কি না, তা আদতেই নির্ধারণ করবে সমষ্টি। এ ক্ষেত্রে সত্যিকার অর্থে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীই চালকের ভূমিকায়। তাদের আমলে না নিয়ে, তাদের সুরক্ষার কথা বিবেচনা না করে কোনো সিদ্ধান্তের আরোপণ ভয়াবহ হতে পারে। অর্থনীতি ও স্বাস্থ্য সুরক্ষার মতো দুধারি তলোয়ারের হাত থেকে বাঁচতে হলে একটি অঞ্চলের জনসমষ্টি ও ওই অঞ্চলের প্রশাসন উভয়কেই দায়িত্ব নিতে হবে। প্রশাসনিক অঙ্গের মধ্য থেকে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বা জনস্বাস্থ্যসংশ্লিষ্ট সংস্থাকে দায়িত্ব নিয়ে জনসমষ্টিকে পরিবর্তিত পরিস্থিতির বাস্তবতা সম্পর্কে সচেতন করতে হবে (এই অঞ্চলে স্যানিটারি ল্যাট্রিনের ব্যবহার ও নিরাপদ পানি পানের বিষয়ে পরিচালিত সচেতনতার মতো করে)। ঠিক একইভাবে সমষ্টিকেও বুঝতে হবে, ব্যক্তি নয়, সামষ্টিক চিন্তা ও দায়িত্ববোধই একমাত্র সবাইকে রক্ষা করতে পারে। উভয় পক্ষে এ বোধ যত দ্রুত আসবে, ততই দ্রুত সব স্বাভাবিক হবে।

হার্ট অ্যাটাকের পর জীবনে যে পরিবর্তন জরুরি

হার্ট অ্যাটাকের শিকার হওয়া মানেই দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় বেশ কিছু পরিবর্তন আবশ্যক।তা করতে না পারার কারণে অনেকেই দ্বিতীয়বার এই গুরুতর শারীরিক সমস্যার শিকার হন।জীবনযাত্রায় প্রয়োজনীয় সেই পরিবর্তনগুলো আনতে পারলে দ্বিতীয়বার এমনটা হওয়া থেকে রক্ষা পাওয়া অসম্ভব নয়। আর আগেই থেকেই স্বাস্থ্যকর জীবনযাত্রা বজায় রাখলে হয়ত কখনই হার্ট অ্যাটাক হত না।হার্ট অ্যাটাক পরবর্তী স্বাস্থ্যকর জীবন গড়তে করণীয় বিষয়গুলো জানানো হলো স্বাস্থ্যবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদনের আলোকে।তবে মনে রাখতে হবে শুরু করতে হবে ধীরে এবং বাড়াতে হবে ক্রমানুসারে।

যত্নশীল খাদ্যাভ্যাস: দ্বিতীয়বার হার্ট অ্যাটাক হওয়া থেকে বাঁচতে হলে স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস গড়ে তোলার কোনো বিকল্প নেই। প্রথমেই আপনাকে জানতে হবে দিনে কতটুকু ক্যালরি গ্রহণ করছেন। এরপর জানতে হবে সুস্থ থাকতে হলে কতটুকু ক্যালরির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা উচিত। প্রযুক্তির এই যুগে অসংখ্য উপায় আছে ক্যালরি গ্রহণের মাত্রা প্রতিনিয়ত সামলে রাখার। যেসব খাবারে ক্যালরি বেশি কিন্তু পুষ্টি উপাদান তুলনামূলক কম সেগুলো বাদ দিতে হবে। সেই সঙ্গে বিদায় জানাতে হবে 'স্যাচুরেইটেড ফ্যাট', 'ট্রান্স ফ্যাট, সোডিয়াম বা লবণ, লাল মাংস এবং চিনিকে। প্রক্রিয়াজাত খাবার বাদ দিতে পারলে খুবই ভালো, কারণ এগুলোতে প্রচুর সোডিয়াম ও চিনি থাকে।কর্মচঞ্চল থাকা: হৃদরোগের আক্রান্তদের শারীরিক পরিশ্রমের মধ্যে থাকা সুস্থ মানুষের থেকেও জরুরি। এতে ওই রোগীর হৃদযন্ত্র শক্তিশালী হবে, কমবে রক্তচাপ ও কোলেস্টেরলের মাত্রা। সপ্তাহে কমপক্ষে ১৫০ মিনিট শরীরচর্চা নিশ্চিত করতে হবে, যা মধ্যে ৭৫ মিনিট হতে হবে সহনীয় মাত্রার ভারি ব্যায়াম। অবশ্যই সকল শরীরচর্চা চিকিৎসকের পরামর্শ মাফিক হতে হবে। হাঁটা, দৌড়ানো, ঘরের কাজ, মৃদু 'স্ট্রেচিং' সবই হতে পারে শরীরচর্চা।

শরীর ও মনের সম্পর্ক: সুস্বাস্থ্য পাওয়ার পূর্বশর্ত হল মানসিকভাবে তার জন্য ইতিবাচক মনভাব থাকা। মন থেকে চাইতে হবে ভালো থাকতে। হার্ট অ্যাটাকের কথা ভেবেই যদি ভেঙে পড়েন, ভেবে নেন আপনাকে দিয়ে সম্ভব নয় তবে কখনই সম্ভব হবে না। জীবনযাত্রায় আসা পরিবর্তনগুলোকে ইতিবাচকভাবে দেখতে পারলেই তা ধরে রাখতে পারবেন। চিকিৎসকের সঙ্গে শুধু শারীরিক অবস্থা নয়, নিজের মানসিক অবস্থা নিয়েও আলোচনা করতে হবে।ধূমপান একেবারে বন্ধ: ধূমপান হৃদযন্ত্রের জন্য কতটা ক্ষতিকর তা সবারই জানা। হৃদযন্ত্র ও তাতে থাকা রক্তনালীর ক্ষতি করে, অক্সিজেনসমৃদ্ধ রক্ত শরীরের অন্যান্য অঙ্গে পৌঁছাতে বাধা দেয় ইত্যাদি অনেককিছু। তাই ধূমপান সবসময়ই বর্জনীয়, হার্ট অ্যাটাকের পর তো প্রশ্নই আসে না। ধূমপান আপনাকে ছাড়তেই হবে। এমনকি পরোক্ষ ধূমপান থেকেও দূরে থাকতে হবে।

ওজন নিয়ন্ত্রণ: শরীরের ওজন যত বেশি হবে, হৃদযন্ত্রের কাজ ততই কঠিন হবে। এতে হৃদরোগের সম্ভাবনাও বাড়ে। সঙ্গে যদি উচ্চ রক্তচাপ ও উচ্চমাত্রায় কোলেস্টেরল থাকে তবে ঝুঁকি আরও বাড়ে। তাই নিয়মিত শরীরচর্চা করতে হবে যাতে স্বাস্থ্যকর ওজন বজায় রাখা যায়। পাশাপাশি দরকার খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন।কোলেস্টেরল ও রক্তচাপের দিকে নজর রাখা: উচ্চ রক্তচাপ থাকলে তা রক্তনালীর ওপর অনেক চাপ ফেলে, সঙ্গে হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকিও বাড়ে উল্লেখযোগ্য হারে। রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে হলে খাদ্যাভ্যাসে লবণের মাত্রা কমাতে হবে এবং স্বাস্থ্যকর ওজন বজায় রাখতে হবে।সাহায্য নিতে লজ্জা নয়: হার্ট অ্যাটাকের পর সুস্থ জীবনে ফিরে আসা সহজ কথা নয়, আর তা একা করাও সম্ভব নয়। তাই পরিবার ও বন্ধুদের কাছ থেকে সাহায্য নিতে বা চাইতে কুণ্ঠাবোধ করা উচিত নয়। এছাড়াও হার্ট অ্যাটাকের পর বেঁচে যাওয়া অন্যান্যদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে কীভাবে তারা সুস্থ জীবনযাপন করছেন সে বিষয়ে জানা ও আলোচনাও করাও মানসিকভাবে ভালো থাকতে সাহায্য করবে।

নতুন পৃথিবী

পোর্শিয়া নভোযান থেকে নামার পর অবাক হয়ে চাঁদের চারপাশটা দেখতে লাগল। দেখতে দেখতে খিদেও পেল বেশ। ওর আবার অপরিচিত জায়গায় গেলেই বেশি বেশি খিদে পায়। তাই একটা গাড়ি ভাড়া করে এগোতে লাগল রেস্তোরাঁর খোঁজে। চাঁদনী রেস্তোরাঁয় ঢুকতেই এক এলিয়েন বলল, 'চাঁদঁনিঁ রেঁস্তোঁরাঁয় স্বাঁগঁতঁ। আঁসুঁনঁ, বঁসুঁনঁ।'

পোর্শিয়া ভেতরে ঢুকে বসে মেনু দেখল। মেনুতে লেখা:

১. চাঁদের টুকরার স্যুপ

২. তারার কেক

৩. মঙ্গলের পোলাও

৪. চাঁদনী মসলার চাট

আরও অনেক আজব খাবারও ছিল সেখানে। পোর্শিয়া চাঁদের টুকরার স্যুপ খেল। স্বাদটা ভীষণ অদ্ভুত। খাওয়া হলে পোর্শিয়া একটা নদীর তীরে গেল। নদীটির নাম মুনাই। নদীর তীর ধরে হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত পোর্শিয়া গিয়ে দাঁড়াল চাঁদমনি দিঘির ঘাটে। সেখানে পা রাখতেই হঠাৎ পিছলে পড়ে গেল। এমন সময় কেউ তাকে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলল, 'কী রে, ওঠ, স্কুলে যাবি না?'

পোর্শিয়া দেখল, মহাকাশে ওদের ভাসমান কৃত্রিম গ্রহ থেকে দূরের ঘোলাটে পৃথিবীটা দেখা যাচ্ছে। ওর মনটা আবার খারাপ হয়ে গেল। আহা, কী সুন্দর ছিল পৃথিবীটা! আর ওই যে মায়াবী চাঁদটাও...!

এখনও উধাও কয়লাকাণ্ডে অভিযুক্ত গণেশ বাগারিয়ার ৩টি ফ্ল্যাট সিল করল ইডি

কলকাতা, ১২ জানুয়ারি (হি. স.) : কয়লাকাণ্ডে ব্যাবসায়ী গণেশ বাগাড়িয়ার ৩টি ফ্ল্যাট সিল করে দিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। ব্যবসায়ী গণেশ বাগাড়িয়া পলাতক। খোঁজ মিলছে না তাঁর পরিবারের সদস্যদেরও। সোমবার রাতে বাঙুর অ্যাভিনিউয়ে ব্যবসায়ীর তিনটি ফ্ল্যাটেই নোটিস সেঁটে দেওয়া হয়। ইডি সূত্রে খবর, আগামী দিনে এই তিনটি ফ্ল্যাটেই তল্লাশি চালানো হবে। কয়লা পাচারের কালো টাকা বাজারে খাটানোর পাশাপাশি, টলিউডেও খাটানো হয়েছিল বলে ইডি-র দাবি। কয়লা পাচার কাণ্ডের মূল অভিযুক্ত অনুপ মাঝি ওরফে লালার খোঁজ পায়নি সিবিআই। দিন ১৫ আগে লালা ঘনিষ্ঠ কলকাতার ব্যবসায়ী গণেশ বাগাড়িয়ার বাড়ি ও অফিসে তল্লাশি চালিয়েছিলেন গোয়েন্দারা।

রাজীবের ফেসবুক লাইভ নিয়ে তুমুল জল্পনা

কলকাতা, ১২জানুয়ারি(হি. স.): একুশের নির্বাচন চমকের! তার প্রমাণ আগেই মিলেছে। কিন্তু সময় যত গড়াচ্ছে প্রতিদিন নতুন নতুন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট তৈরি হচ্ছে। যেমন সবাইকে চমকে দিয়ে একঝাঁক তৃণমূলের প্রথম সারির নেতৃত্ব নাম লিখিয়েছে বিজেপিতে। তেমনি বিজেপি হুংকার ছাড়ছে একধিক চমক এখনও বাকি আছে। কিন্তু এরই মাঝে হঠাৎ করে রাজ্যের বনমন্ত্রী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়ের ফেসবুক লাইভ নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে।

আগামী ১৬ জানুয়ারি, যেদিন দেশজুড়ে টিকাকরণ শুরু হবে সেদিন তিনি ফেসবুক লাইভ করবেন বলে জানিয়েছেন রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং। তাই বঙ্গ---রাজনীতিতে জল্পনা শুরু হয়েছে, সোশ্যাল মিডিয়ায় কী জানাতে চলেছেন রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি এখন হাওড়া জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের কো—অর্ডিনেটর।

তিনি ফেসবুক পেজে লিখেছেন, 'সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছানোর জন্যে সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে আমি সবসময় সোশ্যাল মিডিয়াকেই এগিয়ে রাখি। আগামী ১৬ জানুয়ারি শনিবার ফেসবুক লাইভে আসছি।' তাঁর এই ফেসবুক লাইভ নিছকই লাইভ না এর পেছনে লুকিয়ে আছে কোনও জটিল সমীকরণ। তাঁর ওপরেই এখন চোখ রেখেছে রাজনৈতিক মহলের একাংশ।

ইতিমধ্যেই মন্ত্রিত্ব ও দলীয় পদ ছেড়েছেন হাওড়ার লক্ষীরতন শুক্লা। বেসুরো গাইছেন রথীন চক্রবর্তী। এই অবস্থায় বনমন্ত্রী তথা হাওড়া জেলা তৃণমূলের কো---অর্ডিনেটর রাজীব বন্দোপাধ্যায় ঠিক কী বলতে চলেছেন, সেদিকে চোখ রয়েছে রাজনৈতিক মহলের একাংশ। হিন্দুস্থান সমাচার/মৌসুমী/

লকডাউনের মেয়াদ বাড়ানো হল চিনে

বেজিং, ১২ জানুয়ারি (হি. স.) : করোনার সংক্রমণ যাতে আবারও না বেড়ে যায় তাই এবার লকডাউনের সময়সীমা আরও বাড়ানো হল। মঙ্গলবার থেকে বেজিংয়ের দক্ষিণে গুয়ান প্রদেশে নতুন করে এক সপ্তাহের লকডাউন শুরু হয়েছে। লকডাউনের মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে দেশের অন্যত্রও।

ইউহানে গত বছরের শুরুতে টানা ৭৬ দিনের জন্য জনজীবন স্তব্ধ হয়েছিল সেখানে। এবার নতুন করে যাতে সেখান থেকে সংক্রমণ ছড়াতে না পারে সেব্যাপারে তৎপরতার কারণেই ফের একবার ঘরবন্দি শহরবাসী। এদিকে হুবেই প্রদেশে একটি বিরাট রাজনৈতিক সমাবেশেরও ডাক দেওয়া হয়েছিল। পরিস্থিতির দিকে নজর রেখে আপাতত স্থগিত করে দেওয়া হয়েছে সেই সমাবেশও। সবচেয়ে বেশি আতঙ্ক রয়েছে হুবেই প্রদেশের রাজধানী সিজিয়াঝুয়াংয়ের। সেখানে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৪০ জন। সেখানে সব রকম পরিবহণ বন্ধ করে দিয়ে সবাইকে নিজেদের ঘরেই থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

ভারতাত্মার ঘণীভূত রূপ বিবেকানন্দ
কালাইনে স্বামীজিকে স্মরণ করে বললেন অতীন

কালাইন (অসম), ১২ জানুয়ারি (হি.স.) : স্বামী বিবেকানন্দ গোটা বিশ্বের সমস্ত মানবজাতির কাছে এক বিশেষ আলোকবর্তিকা। কেননা, পৃথিবীতে প্রতিনিয়ত কোটি কোটি মানুষের জন্ম হয়, কিন্তু সবাইকে তো মানুষ স্মরণ করে না। স্মরণ তাঁদের করা হয় যাঁরা নিজেদের জীবন ত্যাগ করে যোগ সৃষ্টি করে গেছেন। তাই বিবেকানন্দ সত্যিকার অর্থে ভারত-আত্মার ঘণীভূত রূপ ছিলেন। বক্তা বরাক উপত্যকার প্রথিতযশা সাংবাদিক তথা প্রবীণ কবি ও লেখক অতীন দাশ। কালাইনের ডিভাইন ফাউন্ডেশন নামের এনজিও এবং অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের কালাইন শাখার যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত যোগাচার্য বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের ১৫৯ তম জন্মদিন উদযাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য পেশ করছিলেন দাশ।

আজ যোগাচার্য বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের ১৫৯ তম জন্মদিন যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়েছে কাছাড় জেলার কালাইনে। স্থানীয় ডিভাইন ফাউন্ডেশন নামের এক এনজিও এবং অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের কালাইন শাখার যৌথ উদ্যোগে ছয় নম্বর জাতীয় সড়ক লাগোয়া কালাইন ডিগাবর রোডে সংস্থাপিত স্বামীজির পূর্ণাবয়ব মূর্তির পাদদেশে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে।

কলকাতার ৩ নম্বর গৌরমোহন স্ট্রিটে (সিমলা স্ট্রিট) ১৮৬৩ সালের ১২ জানুয়ারি বিবেকানন্দের জন্ম হয়েছিল। তাঁর আসল নাম ছিল নরেন্দ্রনাথ দত্ত। কিন্তু পরবর্তীতে বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ ভারতের কৃষ্টি সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিকতার বার্তা পৃথিবীজুড়ে প্রচারে ব্রতী হন। আমেরিকার শিকাগো শহরে ভারতের সংস্কৃতি হিন্দুধর্ম তথা মানবধর্মের নাতিদীর্ঘ বক্তব্য পেশ করে সমগ্র পৃথিবীতে ভারতের মান গৌরবান্বিত করেছেন। সাম্প্রতিককালে ১২ জানুয়ারি স্বামীজির জন্মদিন শুধু ভারতে নয় বরং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পালিত হয়ে থাকে।

ভারতে স্বামীজির পবিত্র জন্মদিনকে জাতীয় যুব দিবস হিসেবে উদযাপন করা হয়। কালাইনে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে আয়োজিত হয়েছে যুবদিবস। এদিন প্রথমে সারিবদ্ধভাবে স্বামীজির মূর্তিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন স্থানীয় স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রী, আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ ও আয়োজক সংস্থার কর্মকর্তারা। পাশাপাশি চলে গায়ত্রী মন্ত্রোচ্চারণ, ভক্তিগীতি, বিবেক বন্দনা। কালাইন লক্ষ্মীপুর সরস্বতী বিদ্যানিকেতনের শিল্পীদের সমবেত কণ্ঠে উদ্বোধনী সঙ্গীত ও নৃত্য পরিবেশিত হয়। স্বাগত বক্তব্য পেশ করেন কালাইন এসআর কলেজের শিক্ষক তথা আয়োজক সংস্থার সভাপতি প্রবীর দাস।

অনুষ্ঠানের মুখ্য আকর্ষক বরাক উপত্যকার প্রথিতযশা সাংবাদিক তথা প্রবীণ কবি ও লেখক অতীন দাশ বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে প্রথমে কালাইন অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন তথা চা বাগান এলাকার জনগণের কল্যাণে 'ওয়েস্ট কাছাড় টি ওয়ার্কার ইউনিয়ন'-এর সভাপতি হিসেবে বিগতদিনে বিভিন্ন কর্মসূচিতে ওতোপ্রতোভাবে জড়িত থাকার ফলস্বরূপ এতদঞ্চলের জনজীবনের সাথে তাঁর পুরনো নিবিড় সম্পর্কের প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন। বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ প্রসঙ্গে অতীন দাশ বলেন, স্বামী বিবেকানন্দ শুধু বাঙালি বা ভারতের জনগণের নয়, তিনি বিশ্বব্যাপী সমস্ত মানবজাতির কাছে এক বিশেষ আলোকবর্তিকা। ফরাসি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী রমারলাঁ একসময় তাঁর সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কিত বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে ভারত সম্পর্কে জানতে অত্যন্ত আগ্রহ ব্যক্ত করেছিলেন। তখন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন, ভারত সম্পর্কে জানতে হলে স্বামী বিবেকানন্দকে জানতে হবে। অতীনবাবু আরও বলেন, বর্তমান যুব সমাজের সার্বিক বিকাশের ক্ষেত্রে স্বামী বিবেকানন্দকে নিয়ে বেশি করে চর্চার প্রবল প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে। তাই বিবেকানন্দের জন্মদিনের পুণ্যলগ্নে গোটা যুব সমাজকে বিবেকানন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ব্যাপকভাবে স্বামীজির উপর চর্চা করা, অধ্যয়ন তথা গবেষণা করার আহ্বান জানান বর্ষীয়ান কবি-সাংবাদিক অতীন দাশ।

আজকের সভায় প্রাসঙ্গিক বক্তব্য পেশ করেন অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ সুশান্ত নাথ, কাটিগড়ার সার্কল অফিসার তথা প্রশাসনিক ম্যাজিস্ট্রেট প্রাণজিৎ দেব, এসআর কলেজের অধ্যক্ষ বিজিৎ গোস্বামী, শিক্ষক রঞ্জিত কুমার দাস, মুজিবুর রহমান, কালাইন গ্রাম পঞ্চায়েত সভাপতি মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী, শিলচর প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক শংকর দে প্রমুখ। অনুষ্ঠানের আয়োজক সংস্থার পক্ষে স্থানীয় সংবাদকর্মী ও গুণীজনদের সংবর্ধনা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া এলাকার একশো গরিব দুস্থদের মধ্যে কম্বল বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে অন্যদের সঙ্গে ছিলেন কালাইনের বিশিষ্ট সমাজসেবী তথা প্রাক্তন জিপি সভাপতি সন্দীপ দাস, বিজেপি নেতা উত্তম কুমার নাথ, কালাইন মণ্ডল বিজেপি সভাপতি নিত্যগোপাল দাস, কালাইন হাসপাতালের চিকিৎসক ডা. সুমন ভৌমিক, ডা. এমআই বড়ভুইয়াঁ, অসিতবরণ দে, এসআর কলেজের শিক্ষিকা আবিরা চৌধুরী।

দিঘা-শংকরপুর উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান পদ থেকে অপসারিত শিশির অধিকারী

কাঁথি, ১২ জানুয়ারি (হি. স.) : দিঘা-শংকরপুর উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান পদ থেকে সরানো হল শিশির অধিকারীকে। তাঁর জায়গায় দায়িত্ব পেলেন অধিকারী পরিবারের প্রতিপক্ষ অখিল গিরি। কিছুকাল আগে শুভেন্দুবাবু হাতে তুলে নেন পদ্মশিবিরের পতাকা। সেই ঘটনার পর বারবার অধিকারী পরিবারের বাকি তিনজন, অর্থাৎ শিশির অধিকারী, দিব্যেন্দু অধিকারী ও সৌমেন্দু অধিকারী জানিয়েছিলেন তাঁরা 'দিদি' অর্থাৎ দলনেত্রীর সঙ্গেই রয়েছেন। কিন্তু শাসকদলের কোনও সভায় বা মিছিলে তাঁদের দেখা মেলেনি। স্বাভাবিকভাবেই এই নিয়ে নানা জল্পনা তৈরি হয় রাজনৈতিক মহলে। অনেকেই দাবি করেন, অধিকারী পরিবারের বাকি তিন সদস্যও তৃণমূলের সঙ্গে দূরত্ব বাড়াচ্ছেন।

এই টানাপোড়েনের মাঝে কিছুদিন আগে কাঁথি পুরসভার প্রশাসকের পদ থেকে শিশিরবাবুর পুত্র সৌমেন্দুকে সরানোর সিদ্ধান্ত নেয় সরকার। রাজ্যের এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতায় সরব হন সাংসদ দিব্যেন্দু অধিকারীও। দাবি করেন, অখিল গিরির মিথ্যে অভিযোগের কারণেই অনিয়মের শিকার হতে হচ্ছে তাঁর ভাইকে। মুখ্যমন্ত্রীকে এই বিষয়ে চিঠি লেখেন। ঘটনার জল গড়ায় আদালত পর্যন্ত। পরবর্তীতে দেখা যায় দাদা শুভেন্দুর হাত ধরে বিজেপিতে যোগ দেন সৌমেন্দু। তবে এখনও শাসকদলের সৈনিক শিশির ও দিব্যেন্দু।

সোমবার রাতে দিঘা-শংকরপুর উন্নয়ন পর্ষদের সভাপতির পদ থেকে শিশির অধিকারীকে অপসারণের নির্দেশিকা জারি করে রাজ্য। তাঁর জায়গায় দায়িত্ব দেওয়া হয় অখিল গিরিকে। বর্তমানে এই অখিল গিরির উপরই নন্দীগ্রামের দায়িত্ব দিয়েছে শাসকদল। অধিকারীদের উপর তৃণমূলের ভরসায় যে ফাটল ধরেছে, এই অপসারণ তারই ইঙ্গিত বলে মনে করা হচ্ছে। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

ভোগালি বিহু-র আন্তরিক শুভেচ্ছা রাজ্যপাল অধ্যাপক মুখির

গুয়াহাটি, ১২ জানুয়ারি (হি.স.) : অসমের সর্বস্তরের জনসাধারণকে ভোগালি বিহু (মকর সংক্রান্তি)-র আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন রাজ্যপাল অধ্যাপক জগদীশ মুখি।

এক শুভেচ্ছা বার্তায় রাজ্যপাল বলেছেন, বিহু হলো জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল ভিন্ন ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীয় মানুষের মধ্যে সৌভ্রাতৃত্ব, সম্প্রীতি এবং চেতনার প্রতীক। ভোগালী বিহু একটি শুভ উপলক্ষ যা ভোজন ও উদযাপনের উৎসব। এছাড়া ফসল তোলা, ভোজ খাওয়া এবং উপাসনা করা আমাদের নিজস্ব অনন্য সংস্কৃতি উদযাপন করার জন্য এটি একটি সমৃদ্ধ উৎসব।

বার্তায় রাজ্যপাল আরও বলেছেন, অসমের ভোগালি বিহুর সঙ্গে কৃষিসভ্যতার সম্পর্ক গভীর। কৃষিজাত ফসল এবং মৎস্যোৎসব এই বিহুর মূল আধার। রাজ্যপাল আশা ব্যক্ত করে বলেছেন, 'মেজি' (ভেলাঘর)-র আগুনে যাবতীয় অশুভ ও নেতিবাচক শক্তি ভস্ম হয়ে সমাজের চারপাশে শান্তি, সমৃদ্ধি ও পরিপূর্ণতা নিয়ে আসবে। আগামী দিনগুলিতে অসমের জন্য যেন অফুরন্ত সুখ ও সমৃদ্ধি নিয়ে আসে।

বেহালার প্লাস্টিক কারখানায় বিধ্বংসী আগুন, ব্যাপক ক্ষতির আশঙ্কা

কলকাতা, ১২ জানুয়ারি (হি. স.) : মঙ্গলবার সাতসকালে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড বেহালার একটি প্লাস্টিক কারখানায়। ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় থাকা প্লাস্টিকের গুদামে লাগে এই আগুন। আর তার জেরে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে বেহালার শিরিটি এলাকায়।

ঘটনাস্থলে যায় দমকলের ৬ টি ইঞ্জিন। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় চলে আগুন আয়ত্তে আনার কাজ। হতাহতের কোনও খবর নেই। এদিন সকাল সাড়ে ৭টা নাগাদ শিরিটি শ্মশান সংলগ্ন ওই প্লাস্টিকের গুদাম ও কারখানায় আগুন লাগে। স্থানীয় বাসিন্দারাই কারখানা থেকে ধোঁয়া ও আগুনের ফুলকি বের হতে দেখে দ্রুত দমকলকে খবর দেন। কিন্তু দমকল আসার আগেই কার্যত কারখানা ও গুদামে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। মুহুর্তের মধ্যেই গোটা এলাকা ঢেকে যায় কালো ধোঁয়া ও প্লাস্টিক পোড়ার কটু গন্ধে। প্লাস্টিকজাত দ্রব্য থাকায় কারখানা ও গুদামে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে আগুন। পুড়ে যায় প্রচুর টাকার সামগ্রী। ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছনোর আগেই আগুনের লেলিহান শিখা কার্যত গ্রাস করে কারখানাটিকে।

কী থেকে এই অগ্নিকাণ্ড তা এখনও জানা যায়নি। ওই কারখানার ভিতর কোনও শ্রমিক ছিলেন কি না, সে বিষয়েও কোনও তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে এদিনের অগ্নিকাণ্ডে প্রচুর টাকার সম্পত্তি পুড়ে নষ্ট হয়েছে বলেই মনে করা হচ্ছে। দমকলের আধিকারিকরা জানিয়েছেন, খতিয়ে দেখা হচ্ছে এই কারখানায় আদৌ অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা ছিল কি না।'

স্থানীয় বাসিন্দারা অবশ্য এদিনের ঘটনার জেরে বেশ কিছু অভিযোগ তুলেছেন যার জেরে অস্বস্থিতে পড়তে হয়েছে প্রশাসনকে। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় এই কারখানা ও গুদাম নিয়ে প্রথম থেকেই আপত্তি ছিল এলাকাবাসীর। কিন্তু বামজমানায় এই নিয়ে অভিযোগ জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি। ২০১১ সালে পরিবর্তনের পরে স্থানীয় কাউন্সিলরদের এলাকাবাসীরা একাধিকবার এই কারখানা ও গুদাম অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আবেদন করেছিলেন। কিন্তু বেসরকারি মালিকানাধীন এই কারখানা ও গুদাম বহাল তবিয়তেই চলছিল। আর এরপর এদিন সকালের অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় স্থানীয় বাসিন্দাদের ক্ষোভকে বাইরে নিয়ে এসে ফেললো। তবে এই কারখানা ঘিরে স্থানীয় বাসিন্দাদের ক্ষোভের প্রসঙ্গে সংবাদমাধ্যমের কাছে মুখ খুলতে রাজি হননি এলাকার জনপ্রতিনিধি থেকে স্থানীয় থানার পুলিশ আধিকারিকেরাও।

স্বামীজির বাড়িতে ভারত মাতা কি জয় স্লোগান ঘিরে বিজেপি-কে কটাক্ষ শশী পাঁজার

কলকাতা, ১২ জানুয়ারি (হি. স.) : ভোটমুখী বাংলায় স্বামী বিবেকানন্দকে নিয়ে বিজেপি ও তৃণমূলের টানাপোড়েন অব্যাহত। স্বামীজির বাড়িতে ''ভারত মাতা কি জয়'' স্লোগান ঘিরে বিজেপি-কে কটাক্ষ করলেন তৃণমূল নেত্রী তথা রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজা। মঙ্গলবার শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে শশী পাঁজা জানান, 'শুভবুদ্ধি উদয় হোক সকলেই চাইবেন। কিন্তু এখানে প্রতিবছর আমরা আসি। নিশ্চুপে শ্রদ্ধা জানিয়ে চলে যাই। কিন্তু এবার ভারত মাতা কি জয়, রাজনৈতিক স্লোগান যা দেখলাম, তার উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন তো মনে আসেই। প্রতি জায়গায় প্রতি স্লোগান ঠিক নয়। দরকার হলে স্বামীজির নামে জয়ধ্বনি দিন।'

অন্যদিকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে শুভেন্দু অধিকারী জানান, 'এর সঙ্গে রাজনীতির কোনও সম্পর্ক নেই। আজ সাধারণ নাগরিক হিসেবে এসেছি।' জাতীয় যুব দিবস উপলক্ষ্যে আজ বিজেপি-র তরফে শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোড় থেকে বিধান সরণি হয়ে স্বামীজীর জন্মস্থান সিমলা স্ট্রিট পর্যন্ত মিছিলের আয়োজন করা হয়। পাশাপাশি, আজই যুব তৃণমূলের তরফে যুব দিবস উপলক্ষ্যে মিছিল। দক্ষিণে গোলপার্ক থেকে শুরু হয়ে গড়িয়াহাট, ট্র্যাঙ্গুলার পার্ক, রাসবিহারী হয়ে মিছিল শেষ হবে হাজরা মোড়। এই মিছিলের নেতৃত্ব দেবেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

সক্রিয় রোগী কমে ২.০৭ শতাংশ, ভারতে ১৮.২৬-কোটি করোনা-টেস্ট

নয়াদিল্লি, ১২ জানুয়ারি (হি.স.): ভারতে দ্রুততার সঙ্গে বাড়ছে করোনা-টেস্টিং। ভারতে মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ৮.২৬-কোটির বেশি করোনা-পরীক্ষা করা হয়েছে। একইসঙ্গে ভারতে চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা একধাক্কায় অনেকটাই কমেছে। এই মুহূর্তে ভারতে মোট ২ লক্ষ ১৬ হাজার ৫৫৮ জন করোনা-রোগী (২.০৭ শতাংশ) চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ১১ জানুয়ারি (সোমবার সারা দিনে) ভারতে ৮,৯৭,০৫৬টি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ১৮,২৬, ৫২,৮৮৭। ভারতে সুস্থতার হার প্রতিদিনই দ্রুততার সঙ্গে বাড়ছে। সোমবার সারা দিনে ভারতে সুস্থ হয়েছেন ১৮,৩৮৫ জন, দেশে মোট সুস্থতার হার ৯৬.৪৯ শতাংশ। মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্ত ১,৫১,৩২৭ জনের মৃত্যু হয়েছে (১.৪৪ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ১৬৭ জনের। ভারতে সুস্থতার সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১,০১, ১১,২৯৪ জন।

মণীষী নিয়ে রাজনীতি করাটা একান্ত প্রয়োজন, মত দিলীপ ঘোষের

কলকাতা, ১২জানুয়ারি(হি. স.): মণীষী নিয়ে রাজনীতি করাটা একান্ত প্রয়োজন। মঙ্গলবার স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিনে এমনটাই মত প্রকাশ করলেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষ। গতকালই রাজ্য তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী ব্রাত্য বসু জানিয়েছিলেন তৃণমূল মনীষীদের নিয়ে রাজনীতি করে না। আর এই দিকে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিনের দিন মনীষীদের নিয়ে রাজনীতি করা একান্তই প্রয়োজন বলে মনে করলেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি। বিবেকানন্দের জন্মদিন কে ঘিরে ও রাজনীতির অন্ত নেই রাজ্যে।এদিন উত্তর কলকাতা থেকে বিজেপির মিছিল শ্যামবাজার থেকে গিয়েছে সিমলা স্ট্রীট বিবেকানন্দের বাড়ি পর্যন্ত। অন্যদিকে দক্ষিণ কলকাতায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে মিছিল হয়।

এদিন স্বামী বিবেকানন্দের ১৫৯ তম জন্মদিনে বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ বলেন, 'মনীষীদের নিয়ে পলেটিক্স হওয়া উচিত। বাংলা বাঁচবে তাহলে। এই সব চোর ডাকাত তোলাবাজদের হাত থেকে বাংলাকে বাঁচাতে মনীষীদের আদর্শ প্রচার দরকার'। সকাল থেকেই স্বামীজীর বাড়িতে রাজনীতিবিদদের আগমন ও প্রকাশ্যে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের 'বিতর্কিত' মন্তব্যে চড়েছে রাজনীতির পারদ। সব দেখেশুনে বিশ্লেষকরা বলছেন, বিবেকানন্দর জন্মদিন উদযাপনের মধ্য দিয়ে কোন দল বেশি বাংলার মানুষের কাছে পৌঁছল, সেটা সময়ই বলবে। হিন্দুস্থান সমাচার/মৌসুমী/ কাকলি

স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিনে অভিষেকের পোস্টারকে কটাক্ষ শ্রীলেখার

কলকাতা, ১২ জানুয়ারি (হি. স.) : আজ মঙ্গলবার স্বামী বিবেকানন্দর ১৫৯ তম জন্মদিন। আর স্বামীজির জন্মদিনকে কেন্দ্র করে পথে নেমেছে রাজনৈতিক দলগুলি। এদিন একদিক যুব দিবস উপলক্ষে গোলপার্ক থেকে মিছিল করে যুবনেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ।কিন্তু অন্যদিকে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিনে অভিষেকের পোস্টার ঘিরে তুঙ্গে তরজা। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মিছিলকে কটাক্ষ অভিনেত্রী শ্রীলেখা মিত্রর।

দার্জিলিং জেলা কমিটির তৃণমূল যুব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে তৈরি করা হয়েছে একটি পোস্টার আর তার নিচে লেখা ''স্বামী বিবেকানন্দ-এর ১৫৮-তম জন্ম দিবস উদযাপন''। যা ঘিরে তুঙ্গে তরজা। পোস্টারটি শেয়ার করে ক্যাপশনে শ্রীলেখা মিত্র লেখেন, আহা চোখ, মন আরও যা যা আছে সব জুড়িয়ে গেল দেখে''।

জন সমাগম রুখতে জয়দেব কেন্দুলীর আশ্রম ছেড়ে ভিন জেলায় রওনা সাধক সাধিকাদের

রামপুরহাট, ১২ জানুয়ারি (হি. স.) : করোনা পরিস্থিতিতে লক্ষাধিক জন সমাগম রুখতে তৎপর বাউল সাধকরাও।কারন ফি বছর আখড়ায় বাউলের আকর্ষণে মানুষ আসেন।বিপুল ভিড়ে মানা যাবে না করোনা বিধি। তাই পৌষ সংক্রান্তির আগেই জয়দেব কেন্দুলীর আশ্রম ছেড়ে ভিন্ন জেলায় রওনা দিচ্ছেন সাধক সাধিকারা।মন ভালো নেই তবুও মানুষ বাঁচাতে নিজেদের আনন্দ কে ত্যাগ করতে পিছু পা নন তারা।

বিশাল বট গাছ তলা। গাছ তলায় ওই বেদিই হয়ে উঠছে খোলা আকাশের নিচে মঞ্চ। তার উপর আলপনা দিয়ে সজ্জা করছেন বাউল সাধিকা রা।আখড়া র গাছগাছালির মাঝে মাটির গর্ত করে ধুনী জ্বালানোর জায়গা। এটাই জয়দেব কেন্দুলীর 'মনের মানুষ' আখড়া। যেখানে শব্দ দূষন রোধে ফি বছর থাকে না কোন সাউন্ড বক্স। নেই বৈদ্যুতিক আলোর ঝলকানি। শুধু ধুনীর মাযাবী আলোয় গীত হয় ধর্মের সংকীর্নতা ভূলে মানবতার জয় গান।কিন্তু এবার সবই ইতিহাস। কারন সাধক সাধিকারা মানুষ বাঁচাতে কেন্দুলী ছেড়ে চলেছেন অন্য পথে। দুদিন পরেই যে জয়দেব কেন্দুলীর মকর সংক্রান্তির মেলা।তার আগেই কেন্দুলী ছেড়ে চলেছেন সাধক সাধিকারা।

রাঙামাটির বীরভূমে বাউল ফকিরের দেশ জয়দেব কেন্দুলীর বাউল মেলা দিন দিন ক্রমশ কর্পোরেটের করাল গরসে আচ্ছন্ন।তাই ফি বছর লক্ষাধিক মানুষের জন সমাগম হয় এই মেলায়। বীরভূম জেলা প্রশাসন এবার মেলা করার অনুমতি দেয় নি।শুধু মাত্র পুন্যারথী দের স্নান ও রাধা মাধব মন্দির পুজোর অনুমতি দিয়েছে। কিন্তু প্রতিবছর কয়েক লক্ষ মানুষ যে মেলায় আসেন তাদের দুবেলা বিনা মূল্যে মুখে খাবার তুলে দেবার জন্য চার শতাধিক অস্থায়ী আখড়া তৈরি হয়। এছাড়াও রয়েছে ৫২ বেশি স্থানী আখড়া, মন্দির, ও দেব স্থান। কিন্তু এবার করোনা অতিমারীর কারনে প্রশাসন মাত্র ১০০ টি আখড়া অনুমতি দিয়েছে। তবুও মানুষের আবেগ বাঁধ মানবে না। তা ভালোই জানেন মনের মানুষ আখড়ার সাধক সাধন দাস বাউল।ও মা গোঁসাই (মাকি কাজুমী) কারন এই আখড়া মেলার সময় হয়ে ওঠে বাউল প্রেমী দের আশ্রয় স্থল। ঐ বিশাল ভিড়ে রক্ষা করা যাবে না সামাজিক দূরত্ব বিধি। তাই বছরের শ্রেষ্ঠ উৎসব ছেড়ে সাধন দাস চলেছেন বর্ধমানের আমরুল গ্রামের আখড়ায়। তাঁর কথায়, 'কেন্দুলী মেলায় মনের মানুষ আখড়া মানুষের পদধূলিতে ধন্য হয়ে ওঠে। আমরা বছর ভর অপেক্ষা করি এই কটা দিনের জন্য। কিন্তু করোনা অতিমারীর কারনে আখড়ায় সামাজিক দূরত্ব বিধি মেনে চলা কঠিন হবে তাই আমরাই আখড়া ছেড়ে অন্যত্র চলে যাচ্ছি।যাতে মানুষ বাঁচে। '

গুরুদেব সাধক সাধন দাস বৈরাগ্যের জয়দেব কেন্দুলী মনের মানুষ আখড়া এখন স্থায়ী আস্তানা করছেন সুদূর জাপান থেকে বাউলের টানে আসা মহিলা সাধিকা মাকি কাজুমী যার সহজিয়া নাম মা গোঁসাই। মানব মনের শান্তি খোরাক পেতে অর্থ বৈভব ছেড়ে এসেছে এই বাউলের দেশে। তার কথায়, 'আমরা বাউল তত্ত্বের খোঁজে দেশ ছেড়ে এসেছি ধর্ম করতে নয়, এসেছি মানব ধর্মের খোঁজে।।

মানুষের মধ্যেই ভগবান। কিন্তু মন ভালো নেই আমাদের কারন যে মানুষ কে আমরা খুঁজি তাদের বাঁচতেই আশ্রম ছেড়ে অন্যত্র চলে যাচ্ছি।'

জয়দেবের আর একটি বিখ্যাত আখড়া ''তমাল তলা'' সেখানেও বিশাদের সুর। সেখানেও হচ্ছে না কোন আস্তানা। বাউল সাধক লক্ষন দাস বাউলের কথায়, আমাদের মন ভালো নেই। মানুষ আমাদের সব। কিন্তু তাকে ডাকতে পারছি না। নিজে বাঁচার জন্য অন্য কে বাঁচানোর তাগিদেই আমরা এবার কোন নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ করি নাই। তবুও নিবেদন করি এবার আমরা সবাই যেন ঘরে বসেই বাউল সাধনায় মেতে থাকি। '

প্রসাসনের পক্ষ থেকেও ঐতিহ্যবাহী কেন্দুলীর জয়দেব মেলা এবার শুধু মকর স্নানেই সীমাবদ্ধ থাকছে। জয়দেব মেলা কমিটির সম্পাদক তথা বোলপুরে মহকুমা শাসক অভ্র অধিকারী বলেন,' একদিকে ঐতিহ্য অন্য দিকে কোভিড পরিস্থিতি কথা মাথায় রেখে একাধিক বিধিনিষেধের মাধ্যমে ঐতিহ্যের মকর স্নান ও পুজোর অনুমতি দেওয়া হয়েছে।সচেতনতা প্রচারে বাউল কীর্তন সম্প্রদায় ও অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে। ' হিন্দুস্থান সমাচার / হেমাভ

পাথারকান্দির বিভিন্ন স্থানে সাড়ম্বরে পালিত স্বামীজির ১৫৯ তম জন্মজয়ন্তী

পাথারকান্দি (অসম), ১২ জানুয়ারি (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত পাথারকান্দি বিধানসভা এলাকার বিভিন্ন স্থানে সাড়ম্বরে পালিত হয়েছে বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের ১৫৯ তম জন্মজয়ন্তী। জাতীয় যুব দিবস উপলক্ষ্যে আজ পাথারকান্দি, লোয়াইরপোয়া এবং বাজারিছড়া এলাকার বেশ কয়েকটি সামাজিক সংস্থা নানা কার্যসূচির মাধ্যমে বিশেষ এই দিন উদযাপন করেছে। এছাড়া পাথারকান্দি এবং লোয়াইরপোয়া বিজিপের ব্লক মণ্ডল কার্যালয়েও স্বামীজির প্রতিকৃতির সামনে প্রদীপ প্রজ্বলন, পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মধ্য দিয়ে ভাবগম্ভীর পরিবেশে বিশেষ আলোচনা সভার মাধ্যে স্বামীজিকে স্মরণ করা হয়েছে আজ। দুটি অনুষ্ঠানে বিজেপির বিভিন্ন পদাধিকারীগণ উপস্থিত ছিলেন।

আজ সকাল দশটায় বাজারিছড়া নেতাজি সংঘের সদস্যরা সংস্থার কার্যালয়ে স্বামীজির প্রতিকৃতির সামনে প্রদীপ প্রজ্বলন ও পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন। এর পর বাজারিছড়ায় স্থাপিত স্বামীজির আবক্ষ মূর্তিতে পুষ্পমাল পরিয়ে, পাদদেশে প্রদীপ জ্বালিয়ে যোগাচার্য বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। ওই অনুষ্ঠানে অন্যাশন্যশদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন নেতাজি সংঘের সভাপতি অমিত ভট্টাচার্য, কনক চক্রবর্তী, অলক দে, স্বপন দাস, সন্দীপ পাল, অমিত দেব, প্রমেশ দাস, রতন চক্রবর্তী, পল্লব দে, পার্থসারথি নাগ, রনি দেব, অজয় নাগ, লিপ্টু পোদ্দার, বাজারিছড়া গ্রাম পঞ্চায়েত সভানেত্রী যোগমায়া পাল সহ বিভিন্ন স্কুলের কচিকাঁচারা। অনুরূপভাবে আজকের দিনটি পালন করেছেন আসাইঘাটের চয়ন সংঘের কর্মকর্তারা। দিনব্যা পী নানা কার্যসূচিতে তাঁরা স্বামীজির ১৫৯ তম জন্মজয়ন্তী পালন করেন।

প্রেস ক্লাবে টেবিল টেনিস

আগরতলা, ১২ জানুয়ারি : আজ আগরতলা প্রেস ক্লাবে সাংবাদিকদের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয় টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিলের সচিব অমিত রক্ষিত। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রেস ক্লাব সম্পাদক প্রণব সরকার ও স্পোর্টস সাব কমিটির চেয়ারম্যান অলক ঘোষ। মোট নয়জন সাংবাদিক এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত এই প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়নের খেতাব অর্জন করেন চিত্র সাংবাদিক পার্থজীৎ দত্ত ও রানার্সআপ হন সিনিয়র সাংবাদিক মানিময় রায়। প্রতিযোগিতায় তৃতীয় স্থান দখল করেন সুপ্রভাত দেবনাথ। প্রতিযোগিতাটিকে পরিচালনা করেন টেবিল টেনিস কোচ আশিস চৌধুরী ও সিনিয়র প্লেয়ার জয়দীপ সাহা।

বাগুইআটি-অর্জুনপুরের প্রাচীন গোরক্ষবাসী মন্দিরে এবারেও গঙ্গাসাগরের বহু ভক্ত

কলকাতা, ১২ জানুয়ারি (হি. স.) : বছরের অন্যন্য সময়ের চেয়ে মকর সংক্রান্তির ঠিক আগে বাগুইআটি-অর্জুনপুর এলাকার প্রাচীন গোরক্ষবাসী মন্দিরে ভিড়টা এটু বেশিই হয়। এবারেও হয়েছে। অবশ্যই অন্য বছরের তুলনায় কম। কারণ, করোনা। গঙ্গাসাগর রা ভক্তেরা গোরক্ষবাসী দর্শন করে আসেন। নাথ সম্প্রদায় যে দ্বাদশ পন্থ বা শাখায় বিভক্ত, তার মধ্যে একটির প্রবক্তা কপিলনাথ। এই 'কপিলানি' পন্থের প্রধান স্থান এই মন্দির, আর এ শহরও তাই এই যাত্রীদের কাছে তীর্থস্বরূপ। কলকাতার সঙ্গে গঙ্গাসাগরের সম্পর্ক বহু পুরনো। সেই কবে রূপচাঁদ পক্ষী বলে গেছেন, "ধন্যধন্য কলিকাতা সহর, স্বর্গের জ্যেষ্ঠ সহোদর।/ পশ্চিমে জাহ্নবী দেবী দক্ষিণে গঙ্গাসাগর।" গঙ্গাসাগর দ্বীপে জঙ্গল কেটে আবাদ স্থাপনের জন্য উনিশ শতকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মসূচিতে শামিল হয়েছিলেন শোভাবাজারের মহারাজা নবকৃষ্ণ দেবের পুত্র গোপীমোহন দেব, পাথুরিয়াঘাটার দর্পনারায়ণ ঠাকুরের পুত্র হরিমোহন ঠাকুর ও রামদুলাল দে-র মতো সে কালের কলকাতার বিশিষ্টজনেরা।

পৌষ মাস বাংলায় ফসল ঘরে তোলার সময়। পৌষ সংক্রান্তি উপলক্ষে সে কারণেই এত মেলার আয়োজন এই ভূমে, যা একই সঙ্গে বাণিজ্যিক ও সামাজিক সম্মিলন।

আজ রাজ্যে আসছেন উপনির্বাচন কমিশনার সুদীপ জৈন, বুধবার উচ্চস্তরের বৈঠক

কলকাতা, ১২ জানুয়ারি (হি. স.) : বুধবার রাজ্যের বিভিন্ন জেলাশাসক এবং পুলিশ সুপারদের সঙ্গে বৈঠক করবেন ডেপুটি ইলেকশন কমিশনার সুদীপ জৈন। মঙ্গলবার রাত আটটার সময় কলকাতা বিমানবন্দরে নামবেন তিনি।

সূত্রের খবর, একাধিক বৈঠকের সম্ভাবনা রয়েছে তাঁর। যদিও সেই বৈঠক কোথায় হবে না হবে তা নিয়ে এখনও পর্যন্ত জাতীয় নির্বাচন কমিশনের তরফে জানানো হয়নি কলকাতার আধিকারিকদের। সূত্রের খবর এবার বেশ কয়েকটি জেলায় যেতে চলেছেন ডেপুটি ইলেকশন কমিশনার। উল্লেখ্য, করোনা আবহে পশ্চিমবঙ্গে ২০২১ সালে বিধানসভা ভোটের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতে গত ২১ ডিসেম্বর কলকাতায় দিনভর বৈঠক করেন সুদীপবাবু। বিজেপির ভারতী ঘোষ, শিশির বাজোরিয়া, সব্যসাচী দত্ত, সিপিএমের শমীক লাহিড়ী, সিপিআইয়ের প্রবীর দেব, অশোক রায় প্রমুখ আগামী ভোটে আইনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার প্রশ্নে সুদীপবাবুর কাছে। সেই সময়ে উপনির্বাচন কমিশনার জানান, "পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি বুথই 'গুরুত্বপূর্ণ'। সেই 'গুরুত্ব বুঝে' নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে রাজ্যকে।"হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

অর্ধনগ্ন হয়ে মিছিলে হাঁটার হুঁশিয়ারি শিক্ষকদের

কলকাতা, ১২জানুয়ারি(হি. স.): এবার অর্ধনগ্ন হয়ে মিছিলে হাঁটার হুঁশিয়ারি দিলেন বিক্ষোভকারী শিক্ষকরা।মঙ্গলবার সকাল থেকে নতুন করে উত্তেজনা ছড়াল শহিদ মিনার চত্বরে। পুলিসি ব্যারিকেড ভেঙে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন শিক্ষকরা।

মঙ্গলবার ফের একবার অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে শহিদ মিনার চত্বর। পুলিশি তৎপরতায় চারিদিক ব্যারিকেড দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়। এরমধ্যেই বিক্ষোভরত শিক্ষকরা প্রেস ক্লাবের সামনে ব্যারিকেড ভেঙে দেয়। তাঁদেরকে সামলাতে পুলিশ যখন ব্যস্ত, তখন প্রতিরোধ গড়ে ওঠে মেয়ো রোডের দিকের ব্যারিকেডের সামনেও। একটি ব্যারিকেড ভেঙে ফেলেন শিক্ষকরা। এদিন বিক্ষোভের মধ্যে থেকেই মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার দাবি তোলেন তাঁরা।

শিক্ষক ঐক্যমঞ্চের সম্পাদক মইদুল ইসলাম বলেন, 'আমরা কি চোর-ডাকাত? আমাদের রুখতে এত ব্যারিকেড কেন? আমরা তো কোনও অন্যায় দাবি করছি না। আগামী দিনে আমাদের দাবি মানা না হলে এখানে সুইসাইডাল জোন তৈরি করব'। এর কিছুক্ষণের মধ্যেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে পুলিশ।

প্রসঙ্গত, পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষক ঐক্য মুক্তমঞ্চ, শিক্ষাবন্ধু যৌথমঞ্চ, পার্শ-শিক্ষক সংগঠন, এসএসকে এমএসকে শিক্ষক সংগঠন, বৃমূলক শিক্ষক সংগঠন, কম্পিউটার শিক্ষকদের সংগঠন, মাদ্রাসা শিক্ষক সংগঠন- সহ ১৩টি সংগঠনের প্রতিনিধিরা বেতন বৃদ্ধি-সহ একাধিক দাবিতে এই আন্দোলনে নেমেছেন। গতকাল ডারফিন রোড থেকে নবান্নের উদ্দেশ্যে পার্শ শিক্ষকদের মিছিল এগোতেই মিছিল আটকে দেয় পুলিশ। মিছিল আটকালে পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি বাধে পার্শ শিক্ষকদের। পুলিশ পার্শশিক্ষকদের বাদানুবাদে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে মেয়ো রোড।

হিন্দুস্থান সমাচার/মৌসুমী / কাকলি

১৫ থেকে ১৯ জানুয়ারি বন্ধ থাকবে শিয়ালদহ সেতু

কলকাতা, ১২জানুয়ারি (হি. স.): মেট্রোর দ্বিতীয় টানেলের কাজের জন্য আগামী ১৫ থেকে ১৯ জানুয়ারি বন্ধ থাকবে শিয়ালদহ তথা বিদ্যাপতি সেতু। পাশাপাশি ওই পাঁচদিন ব্রিজের উপর দিয়ে যে সমস্ত যানবাহন যায় সেগুলিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে। চলতি সপ্তাহে রাত ১২টার পর থেকে বন্ধ হবে সেতু।

জানা যাচ্ছে, রাজাবাজার ক্রসিং থেকে নারকেলডাঙা মেন রোড, ফুলবাগান ক্রসিং, আর এল মিত্র রোড হয়ে যে গাড়িগুলি আসবে, তাদের অন্য রুটে গন্তব্যে পাঠানো হবে।প্রসঙ্গত,গত অক্টোবরেও যখন কিছুদিন বন্ধ ছিল শিয়ালদা ব্রিজ, তখন ব্রিজের ওপর দিয়ে উত্তর থেকে এপিসি রোড হয়ে যে গাড়িগুলি আসে সেগুলিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। মেট্রো প্রকল্পের মাটির তলার কাজ করার জন্য কিছুদিন আগেই মেট্রো কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে কলকাতা পুলিশের কাছে এই আবেদন জানানো হয়। সেই আবেদন মেনেই কলকাতা পুলিশ এই নির্দেশিকা জারি করে।

হিন্দুস্থান সমাচার/মৌসুমী / কাকলি

দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে ২৫ জন স্বাস্থ্যকর্মীর ওপর করোনা ভ্যাকসিনের ড্রাই রান শুরু

দিনহাটা, ১২ জানুয়ারি (হি. স.) : মঙ্গলবার কোচবিহারের দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালের ২৫ জন স্বাস্থ্যকর্মীর ওপর করোনা ভ্যাকসিনের ড্রাই রান শুরু হল। হাসপাতাল সূত্রে খবর, করোনা ভ্যাকসিন প্রয়োগের আগে কিভাবে সেই প্রক্রিয়া সুষ্ঠভাবে পরিচালনা করা যায় তার একটি মহরাই ড্রাই রান হয়।

এদিন ড্রাই রানের শুরুতে স্বাস্থ্যকর্মীদের নাম নথীভুক্তিকরণ হয়। এরপর তাদের পরিচয়পত্র যাচাইকরণ হয়। এবং তারপর তাদের ওয়েটিং রুমে বেশ কিছুক্ষণ বসিয়ে রাখা হয়। এরপর সেখান থেকে নিয়ে যাওয়া হয় ড্রাইরানের নির্দিষ্ট কক্ষে। সেখানেই নির্দিষ্ট স্বাস্থ্যকর্মীর ওপর চলে ড্রাই রান। সেই সঙ্গে ভ্যাকসিন প্রয়োগের পর সেই স্বাস্থ্যকর্মীর কোনও রকম সমস্যা হচ্ছে কিনা তা যাচাই করতে ভ্যাকসিন গ্রহণকারীকে অবজারভেশন রুমে রাখা হয়। এদিন ড্রাই রান কর্মসূচী সম্পর্কে হাসপাতাল সুপার রনজিৎ মণ্ডল জানান, এদিন ২৫ জন স্বাস্থ্যকর্মীর ওপর ড্রাই রান কর্মসূচী চালানো হয়। আগামীতে যখন ভ্যাকসিন স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে পৌঁছোবে, তখন সেই ভ্যাকসিন প্রয়োগ প্রক্রিয়া যাতে সুষ্ঠ ভাবে পরিচালনা করা যায় তার লক্ষ্যেই আজকের কর্মসূচী। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

ভ্যাকসিন সংরক্ষণে একসঙ্গে খুলবে ও বন্ধ হবে রাজ্যের সব ওয়াকিং কুলার

কলকাতা, ১২ জানুয়ারি (হি. স.): করোনা কাঁটায় ভুগছে শহর। এরই মাঝে আরও আতঙ্ক বাড়াচ্ছে করোনার দ্বিতীয় স্ট্রেন। তবে, করোনা প্রতিরোধে রাজ্যে এসে গেল করোনা ভ্যাকসিন। আর তাই ভ্যাকসিন সংরক্ষণে এবার একসঙ্গে খুলবে ও বন্ধ হবে রাজ্যের সব ওয়াকিং কুলার। ইতিমধ্যেই দমদম বিমানবন্দর থেকে কোভিশিল্ড এনে মজুত করা হয়েছে বাগবাজারে নির্দিষ্ট কেন্দ্রে। আর সেখান থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ভ্যাকসিনের অ্যাম্পুল পৌঁছে দেওয়া হবে। তবে, কিন্তু ভ্যাকসিন সংরক্ষণের জন্য ৩৪টি ওয়াকিং কুলার রয়েছে। আর তাই ওয়াকিং কুলারের বাইরে পুলিশি প্রহরা রাখা হয়েছে। পাশাপাশি রাখা হয়েছে ডিজিটাল পাসওয়ার্ডও। সেই পাসওয়ার্ড দিলে রাজ্যের সবক'টি ওয়াকিং কুলার একসঙ্গে খুলবে আবার একসঙ্গেই বন্ধ হবে।

সোশ্যাল মিডিয়ায় বিভূতিভূষণের পুত্রবধূ মিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পোস্ট ঘিরে শোরগোল

কলকাতা, ১২ জানুয়ারি (হি. স.) : কথাসাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতিবিজড়িত ব্যারাকপুরের বাড়ির দৈন্যদশা নিয়ে শুরু হয়েছে প্রবল বিতর্ক। বাড়িটির গা-ঘেঁষে তৈরি হচ্ছে পৌরসভার বিশাল শপিং কমপ্লেক্স। যে কারণে ফাটল ধরেছে "পথের পাঁচালি"র স্রষ্টা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতি বিজড়িত বাড়িতে। এবিষয়ে গতকাল সোশ্যাল মিডিয়ায় ক্ষোভ উগরে দেন বিভূতিভূষণের পুত্রবধূ মিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায়। এরপরই তাঁর পোস্ট ঘিরে শোরগোল পরে যায়।প্রায় ১১০০ নেটিজেন শেয়ার করেছেন এই পোস্ট। মন্তব্য এসেছে বেশ কিছু। ব্যারাকপুরের এস এন ব্যানার্জি রোডে সুকান্ত সদনের পাশেই রয়েছেন "পথের পাঁচালি"র লেখক, কথাসাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি "আরণ্যক"। বিভূতিভূষণ এই বাড়িতে আসেননি, তবে এখানেই রয়েছেন "পথের পাঁচালি"র পাণ্ডুলিপি সহ তাঁর ব্যবহৃত বহু জিনিস। সাহিত্যিকের পরিবারের অভিযোগ, পৌরসভার নির্মীয়মান শপিংমলের কারণে বাড়ির পাঁচিল ভেঙে পড়ছে এবং বিভিন্ন জায়গায় ফাটল ধরেছে। দিনরাত বোরিং মেশিনের কম্পনে তৈরি হচ্ছে বাড়ি ভেঙে পড়ার আতঙ্ক। কাজ শুরুর সময় পৌরসভার সঙ্গে ক্ষতিপূরণের চুক্তি থাকলেও আজ পর্যন্ত মেলেনি ক্ষতিপূরণ। এই বাড়িতেই আছে বিভূতি স্মারক ভবন। সেখানে প্রয়াত লেখকের ব্যবহৃত বিভিন্ন সামগ্রি সংরক্ষিত হয়েছে। মিত্রাদেবীর অভিযোগ, এই শপিংমল তৈরির কারণেই বিভূতিভূষণের ব্যবহার করা বহু জিনিস নষ্ট হয়ে গিয়েছে। বিষয়টি পৌরসভাকে জানানো হলে দু-তিনটে খুঁটি লাগিয়ে দিয়ে যাওয়া হয়। তবে এখন যা অবস্থা তাতে খুঁটি সহ দোতলার অংশটি ভেঙে তাঁদের মৃত্যু অনিবার্য। ব্যারাকপুর পৌরসভার তরফে অবশ্য জানানো হয়েছে, বাড়ির যা ক্ষতি হয়েছে সেই ক্ষতি যথা সময়ে পূরণ করার দায়িত্ব আমরা নিচ্ছি। কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের আশঙ্কা বাড়ছে বাড়ি ক্রমেই বিপজ্জনক হয়ে ওঠায়।

সাড়ম্বরে বাঁকুড়ায় পালিত স্বামী বিবেকানন্দের পূন্য জন্ম দিবস

বাঁকুড়া, ১২ জানুয়ারি (হি. স.) : বাঁকুড়ায় সাড়ম্বরে পালিত হল স্বামী বিবেকানন্দের ১৫৯ তম জন্ম দিবস। মঙ্গলবার সকালে নানা স্থানে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।বাঁকুড়া পৌর সভার উদ্যেগে এদিন সকালে পৌর ভবন থেকে শোভাযাত্রা বিভিন্ন এলাকা পরিক্রমা করে।

লালবাজার মোড়ে স্বামীজীর আবক্ষ মূর্তির পাদদেশে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রদ্ধা জানানো হয়।

সরস্বতী শিশু মন্দিরে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।বিদ্যালয়ের শিশুরা নৃত্য,আবৃত্তি,গানের মাধ্যমে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে। বাঁকুড়া জেলা হিন্দু মহাসভার উদ্যেগে গোপীনাথপুরে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।স্বামীজী ও ভারত মাতার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করা হয়।

যুব তৃণমূলের উদ্যেগে মাচানতলা মোড় থেকে ব্যর্ণাঢ্য শোভাযত্রার আয়োজন করা হয়। স্বামীজী বেশী শিশুরা ছিল মিছিলের মুখ্য আকর্ষন। দেশবন্ধু ফিজিক্যাল স্কুলের উদ্যেগে এদিন স্বেচ্ছা রক্ত দান শিবিরের আয়োজন করা হয়। ভলান্টারি ব্লাড ডোনার্স সোসাইটির সহযোগীতায় আয়োজিত শিবিরে ৭ জন মহিলা সহ ১০৩ জন রক্তদান করেন। জেলা বিজেপির পক্ষ থেকে বিভিন্ন ওয়ার্ডে স্বামীজীর জন্মদিন পালন করা হয়।

হিন্দুস্থান সমাচার / সোমনাথ

ধর্মের ভিত্তিতে বিভাজন করতে দেব না বাংলা, চ্যালেঞ্জ অভিষেকের

কলকাতা, ১২ জানুয়ারি(হি স): রাজ্যজুড়ে হাওয়া লেগেছে নির্বাচনের। এরই মাঝে মঙ্গলবার স্বামী বিবেকানন্দর জন্মদিন উপলক্ষে যুবনেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে যুব দিবস উপলক্ষে গোলপার্ক থেকে হাজরা পর্যন্ত মিছিল করে যুব তৃণমূল। আর তারপরেই "ধর্মের ভিত্তিতে বিভাজন করতে দেব না বাংলা" বলে বিজেপির বিরুদ্ধে হুংকার দিলেন অভিষেক বন্দোপাধ্যায়। হাজরা থেকে মিছিল করে বিজেপির বিরুদ্ধে তোপ দাগিয়ে অভিষেক বন্দোপাধ্যায় আরও বলেন, "গুজরাটে ৩৫০০ কোটি টাকা খরচ করে তৈরি হল সর্দার বল্লভভাই পটেলের মূর্তি। তার প্রতিবাদ করছি না। কিন্তু, কেন কলকাতার বুকে ৩ হাজার কোটি টাকা খরচ করে নেতাজি বা বিবেকানন্দের মূর্তি হবে না? এই প্রশ্ন জাগছে সাধারণ মানুষের মনে"। এরপরেই স্বামী বিবেকানন্দের পদযাত্রার প্রসঙ্গ তুলে ধরে অভিষেক বন্দোপাধ্যায় আরও বলেন," একদিনের নোটিসে মিছিল করেছি। মানুষের বিশ্বাস, উচ্চাশা ও আকাঙ্ক্ষাকে তুলনা করলে অন্য রাজনৈতিক দলের মিছিল ১০-০ গোলে হেরে যাবে। এটা গুজরাট নয়। বাংলায় ধর্মে ধর্মে বিভাজন করা যাবে না। স্বামীজির ছবি সামনে রেখে ২০১৪ সালে প্রচার করেছিল। তারপর বেলুড়মঠকে ন্যূনতম সম্মান দেয়নি। স্বামীজির দীক্ষা, শিক্ষা নিয়ে মানবসেবার কাজ করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নারীর ক্ষমতায়নের কথা বলেছিলেন স্বামীজি। কন্যাশ্রী, রূপশ্রীর মাধ্যমে সেই কাজই করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। স্বাস্থ্যসাথী কার্ড বাড়ির বয়স্ক গৃহকর্তীর হাতে তুলে দিয়েছেন"।

মেডিকেল কলেজে ঠিকা কর্মীদের বেতন বাড়ানোর দাবিতে বিক্ষোভ

কলকাতা, ১২জানুয়ারি (হি.স.) : পর্যাপ্ত বেতন সহ কোভিড ওয়ার্ডে কাজ করার জন্য নির্দিষ্ট রক্ষাকবচ অমিল। এই অভিযোগে মঙ্গলবার কলকাতা মেডিকেল কলেজে ঠিকা শ্রমিকরা জমায়েত করে বিক্ষোভ দেখায়। এদিন তাঁরা দাবি তুলে জানান, ভ্যাকসিন নয় সংসার চালানোর জন্য পর্যাপ্ত বেতন চান তাঁরা। এদিন অভিযোগ করে বিক্ষোভকারীরা জানান, সরকারি নির্দেশে যে ১০ হাজার টাকা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে তাও ঠিকমত পাওয়া যাচ্ছে না। কর্মীদের মর্জি মত বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি করোনা ওয়ার্ডে কাজ করার জন্যে পর্যাপ্ত স্যানিটাইজার, গ্লাভসও মিলছে না। তাঁদের অভিযোগ জানিয়ে তাঁরা এদিন উপাধ্যক্ষ ইন্দ্রনীল বিশ্বাসের কাছে স্মারকলিপি জমা দেন। এই প্রসঙ্গে উপাধ্যক্ষ জানান, 'বেতন বাড়ানো আমাদের হাতে নেই। ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানানো হবে। দস্তানা, স্যানিটাইজার-সহ পর্যাপ্ত রক্ষাকবচ পাওয়া যাচ্ছে না, এই অভিযোগ ঠিক নয়'। অন্যদিকে দাবি দাওয়া না মিটলে আরও বড় আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ঠিকা শ্রমিকরা।

হিন্দুস্থান সমাচার/মৌসুমী / কাকলি

আগামীকাল বিজেপিতে ৫০০০ কর্মী নিয়ে শ্রীকান্ত ঘোষের যোগ দেওয়ার সম্ভাবনা

কলকাতা, ১২ জানুয়ারি (হি স): আর মাত্র অল্প কয়েক দিনের অপেক্ষাতেই একুশের নির্বাচন। ইতিমধ্যেই নির্বাচনের দিন গোনা শুরু হয়ে গিয়েছে রাজনৈতিক দলগুলির অন্দরে। কিন্তু এরই মাঝে তৃণমূলে ফের ভাঙ্গন ধরার সম্ভাবনা। আগামীকাল তৃণমূল ছেড়ে ৫০০০ কর্মী নিয়ে শ্রীকান্ত ঘোষের যোগ বিজেপিতে যোগ দেওয়ার সম্ভাবনা। কিছুদিন আগেই তৃণমূল ত্যাগ করে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী। আর তারপরেই তৃণমূলের মন্ত্রিত্ব পদ ত্যাগ করেছেন লক্ষ্মীরতন শুক্লা। আর এবার বিজেপিতে যোগদান করার সম্ভাবনা তৃণমূল নেতা শ্রীকান্ত ঘোষের। সূত্রের খবর, মঙ্গলবার মুকুল রায়ের সঙ্গে কলকাতায় বৈঠক করেন শ্রীকান্ত ঘোষ। আর এরপরেই শ্রীকান্ত ঘোষ তোপ দাগেন, "২০০৮ সাল থেকে তৃণমূল করছি। কিন্ত দল কোনও যোগ্য সম্মান দেয়নি। শুধু লুটেছে আমায়"। হিন্দুস্থান সমাচার / পায়েল / কাকলি

প্রথম

● প্রথম পাতার পর

সরকারের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে আগরতলা প্রেসক্লাব। আগরতলা প্রেসক্লাবের সম্পাদক প্রণব সরকার রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্তের জন্য মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

নির্দেশ

● প্রথম পাতার পর

তাতে জানানো হয়েছে, ১৫ জানুয়ারির মধ্যে নতুন ভোটার তালিকা প্রকাশিত হবে। ফলে, নির্বাচন সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে কোনও বাধা থাকার কথা নয়। তিনি বলেন, প্রধান বিচারপতি আকিল কুরেশি এবং বিচারপতি এসজি চট্টোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছে আগামী ১৭ মে-র মধ্যে সমস্ত নির্বাচনী প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে নতুন পারিষদ গঠন করা হোক। সরকারি আইনজীবী দেবালয় ভট্টাচার্যের বক্তব্য, আদালত যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নির্বাচন সম্পন্ন করার নির্দেশ দিয়েছে। সে-ক্ষেত্রে মে মাসের মধ্যেই নির্বাচন সম্পন্ন করতে হবে। কারণ, ১৭ মে পর্যন্ত ২০১৯ পর্যন্ত এডিসি-র মেয়াদ ছিল।

জলজীবন

● প্রথম পাতার পর

প্লাসে কঠিন এবং তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনাকে আরও কীভাবে সুচারু করা যায় তার জন্য গ্রামীণ এলাকার মানুষদের যুক্ত করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমে এই কাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে তিনি স্থানীয় প্রশাসকদের নির্দিষ্ট দায়িত্ব দেওয়ার কথা উল্লেখ করেন। এছাড়া পানীয় জল পরীক্ষার জন্য গ্রামীণ এলাকায় পরীক্ষাগার করার পাশাপাশি দ্রুত অ্যাক্রিডিটেশন পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রী পানীয় জল ও স্বাস্থ্য দফতরের আধিকারিকদের নির্দেশ দেন। ত্রিপুরায় সেচ প্রকল্পে কেন্দ্রীয় সরকার প্রযুক্তিগত সহায়তা দেবে বলে তিনি জানান।

এদিনের পর্যালোচনা সভায় উত্তরপ্রদেশের জলশক্তি মন্ত্রকের মন্ত্রী ড় মহেন্দ্র সিং, কেন্দ্রীয় জলজীবন মিশনের ডেপুটি সেক্রেটারি রঞ্জিতা এম এইচ, রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ কুমার, বিভিন্ন দফতরের প্রধানসচিব, সচিব সহ দফতরের চিফ ইঞ্জিনিয়ারগণ উপস্থিত ছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

ইকো-সিস্টেম তৈরি করা হচ্ছে। নতুন জাতীয় শিক্ষা নীতির লক্ষ্য মূলত দেশের সার্বিক উন্নয়ন ও প্রগতি। শিক্ষাব্যবস্থা হোক, সামাজিক ব্যবস্থা হোক অথবা আইনী নির্দিষ্টকরণ, সমস্ত বিষয়গুলিকে মাথায় রাখা হচ্ছে।"

প্রধানমন্ত্রী এদিন বলেন, "আগে দেশে এমন ধারণা ছিল যে, যদি কেউ রাজনীতির দিকে মনোনিবেশ করেন, তাহলে পরিবারের সদস্যরা বলতেন তাঁদের সন্তানের অবনতি হয়েছে। কারণ আগে রাজনীতি মানেই ছিল, ঝগড়া, বিবাদ, লুট এবং দুর্নীতি। বলতে শোনা যেত, সবকিছু বদলে যেতে পারে কিন্তু রাজনীতি কখনওই নয়। কিন্তু, এখন সৎ মানুষজনও রাজনীতিতে সুযোগ পাচ্ছেন। সততা এবং কর্মক্ষমতা রাজনীতির শর্ত হয়ে উঠছে। পরিবার তান্ত্রিক রাজনীতিকে শেষ করতে হলে, যুব সমাজকে রাজনীতিতে আসতে হবে। আমাদের গণতন্ত্রকে বাঁচাতে হবে।" প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, যে সমাজ সঙ্কটের মধ্যেও প্রগতির রাস্তা তৈরি করা শিখতে পারে, সেই সমাজ নিজের ভবিষ্যত নিজেই লেখে।

দেশের

● প্রথম পাতার পর

ছিল ইনসুলেটেড ভ্যান। সেই টিকা ইনসুলেটেড ভ্যানে করে বাগবাজারের সেন্ট্রাল মেডিক্যাল স্টোরে নিয়ে যাওয়া হয়। ওখানেই নিরাপত্তার ঘেরাটোপে থাকবে টিকা।

পাটনা : বিহারের রাজধানী পাটনাতেও এদিন পৌঁছেছে করোনা-টিকা। বিমানবন্দর থেকে ওই টিকা নিয়ে যাওয়া হয় পাটনার নালন্দা মেডিক্যাল কলেজে।

বেঙ্গালুরু : মঙ্গলবার পুণের সিরাম ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়া থেকে ৭.৯৫ লক্ষ শিশিতে কোভিশিল্ডের করোনা-টিকা পৌঁছেছে বেঙ্গালুরুতে। টিকার প্রতিটি ডোজ ০.৫ মিলিলিটার এবং প্রতিটি শিশিতে ১০ ডোজ করে রয়েছে।

আহমেদাবাদ : আহমেদাবাদে পৌঁছে গিয়েছে প্রথম দফার করোনা-টিকা। পুণের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে টিকা নিয়ে আহমেদাবাদের সর্দার বল্লবভাই প্যাটেল বিমানবন্দরে পৌঁছয় করোনা-টিকা। ২.৭৬ লক্ষ ডোজ এসেছে এদিন।

এছাড়াও এদিনই হায়দরাবাদ, চেন্নাই, ভুবনেশ্বর, গুয়াহাটি, শিলং-সহ মোট দেশের ১৩টি শহরে পৌঁছে গিয়েছে করোনা-টিকা। আগামী ১৬ জানুয়ারি থেকে টিকাকরণ কর্মসূচি শুরু হতে চলেছে।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

করছে। ত্রিপুরাকে শ্রেষ্ঠ, সমৃদ্ধশালী এবং মডেল রাজ্য হিসেবে গড়ে তোলাই বর্তমান রাজ্য সরকারের মূল লক্ষ্য। রাজ্যের মানুষের মধ্যে নিষ্ঠা, শুদ্ধ মানসিকতা, বিশ্বাস, সময়ানুবর্তিতা ইত্যাদি গড়ে তোলার উপর গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে সরকার। মানুষের এই গুণগুলিই একটা সরকারকে সমৃদ্ধি এনে দিতে পারে।

তাঁর দাবি, আগামী ১ বছরের মধ্যে লাইট হাউস প্রকল্পে আখাউড়ায় গরিব অংশের মানুষের জন্য ১ হাজার ফ্ল্যাট নির্মাণ করা হবে। বর্তমান রাজ্য সরকার রাজ্যে আইটি হাব, লজিস্টিক হাব, সাব্রুমে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন এবং অত্যাধুনিক ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্ট স্থাপন করার উদ্যোগ নিয়েছে। এই সবগুলিই হবে মডেল ত্রিপুরা গড়ার অন্যতম উদাহরণ। সরকার রাজ্যের মানুষের কল্যাণে যে সমস্ত কাজ হাতে নিয়েছে তা অনুধাবন করে সরকারের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য রাজ্যের সকল অংশের জনগণের প্রতি মুখ্যমন্ত্রী আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণে ধলেশ্বরস্থিত রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক স্বামী ইন্দ্রআনন্দ মহারাজ বলেন, স্বামী বিবেকানন্দ ভারতবর্ষের সনাতন ধর্মের পতাকাকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরেছিলেন। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিবেকনগরস্থিত রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক স্বামী শুভকরানন্দ মহারাজ, পুলিশ অ্যাকাউন্টেবিলিটি কমিশনের চেয়ারম্যান বিচারপতি এসসি দাস, আগরতলা পুর নিগমের কমিশনার ডা. সিদ্ধার্থ শিব জয়সওয়াল এবং রাজ্যভিত্তিক সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান সুভাষ দেব।

মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব আজ সকালে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের সম্মুখে স্বামী বিবেকানন্দ জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে আয়োজিত আরও একটি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। সেখানে তিনি সুদৃশ্য এক বাইক রেলির সূচনা করেন। অনুষ্ঠানে তিনি স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শকে পাথেয় করে নতুন ত্রিপুরা গড়ার জন্য রাজ্যের যুব সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানান। এই অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা শিল্প উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান টিংকু রায় এবং বিশিষ্ট সমাজসেবী অলক ভট্টাচার্য।

আদালত

● প্রথম পাতার পর

তাঁদের সাফ কথা, যতদিন না আইন প্রত্যাহার হচ্ছে, ততদিন তাঁরা নিজেদের আন্দোলন থেকে এক পাও পিছিয়ে আসবেন না। শুধু তাই নয়, সুপ্রিম কোর্ট যে এই বিলের ভালমন্দ বিচার করার জন্য কমিটি গড়ে দিয়েছে, সেই কমিটির সঙ্গেও কোনওরকম সহযোগিতা করতে নারাজ তাঁরা। কৃষকদের সংঠনগুলির তরফে দাবি করা হয়েছে, সুপ্রিম কোর্ট যে চার সদস্যের কমিটিকে কৃষি আইনগুলি খতিয়ে দেখার দায়িত্ব দিয়েছে, তারা প্রত্যেকেই সরকার ঘনিষ্ঠ। এবং কেন্দ্রের এই নয়া আইনের সমর্থক। তাই এঁদের সঙ্গে কোনওরকম আলোচনা তাঁরা করবেন না। কৃষক আন্দোলনের নেতারা বলছেন, "আমরা আগেই জানতাম কেন্দ্র ঠিক নিজেদের ঘাড় থেকে দায় ঠেলার জন্য সুপ্রিম কোর্টের তত্ত্বাবধানে একটি কমিটি গঠনের ব্যবস্থা করে ফেলবে। তাই গতরাতেই জানিয়ে দিয়েছিলাম, এই ধরনের কোনও কমিটির সঙ্গে আলোচনা করব না। আমাদের আন্দোলন আগের মতোই চলবে।"

প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার কৃষি আইনে স্থগিতাদেশ দেওয়ার পাশাপাশি আইনগুলি নিয়ে আলোচনার জন্য চার সদস্যের একটি কমিটি গড়েছে সুপ্রিম কোর্ট। যে কমিটির সদস্যরা হলেন কৃষি অর্থনীতিবিদ অশোক গুলাটি, ভারতীয় কিষাণ ইউনিয়নের সভাপতি ভুপিন্দর সিং মান, শ্বেতক্ষারি সংঠনের সভাপতি অনিল ঘানওয়াত, এবং আন্তর্জাতিক খাদ্যনীতি বিশেষজ্ঞ প্রমোদ কুমার যোশী। এই কমিটিকে দু'মাসের মধ্যে নিজেদের রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে। আগামী দশদিনের মধ্যেই কমিটির প্রথম বৈঠক ডাকতে হবে। বস্তুত, সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশিত কমিটির এই চার সদস্যই আগে কৃষি আইনের সমর্থনে কথা বলেছেন। ফলে, আদৌ এঁরা নিরপেক্ষভাবে সবদিক খতিয়ে দেখবেন কিনা, তা নিয়ে সন্দিহান বিক্ষোভরত কৃষকরা। সম্ভবত, সেকারণেই কমিটির সঙ্গে সহযোগিতা না করে আন্দোলন জারি রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাঁরা।

যদিও নয়া কৃষি আইন নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের গড়ে দেওয়া কমিটিকে স্বাগত জানিয়েছে কেন্দ্র। সুপ্রিম কোর্টের গড়ে দেওয়া কমিটিকে স্বাগত জানিয়েছে কেন্দ্র।

উদ্ধার

● প্রথম পাতার পর

হয় আমতলী থানার পুলিশকে।

খবর পেয়ে স্থানীয় লোকজন ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। আমতলী থানার পুলিশ এসে ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে পাঠায়। কেন ওই যুবক আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে সে সম্পর্কে অবশ্য বিস্তারিত কোনো তথ্য জানা যায়নি। প্রাথমিকভাবে আশঙ্কা করা হচ্ছে পারিবারিক কলহের জেরে যুবক আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে।

আমতলী থানার পুলিশ এ ব্যাপারে অস্বাভাবিক মৃত্যু জনিত একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। যুবকের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধারের সংবাদে এলাকার জনমনে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ক্রমে আসল রহস্য উদঘাটনের জন্য এলাকাবাসীর তরফ থেকে পুলিশের কাছে দাবি জানানো হয়েছে।

ক্রীড়াঙ্গন

বর্ণবিদ্বেষ নিয়ে অস্ট্রেলিয়ায় ক্ষমা চাওয়ার সিরিজ চলছে, এবার ডেভিড ওয়ার্নার

সিডনি।। এ যেন ক্ষমা চাওয়ার সিরিজ চলছে! সিডনি টেস্টে বর্ণবৈষম্য কাণ্ডের পর অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী স্কট মরিসন ভারতীয় দলের কাছে ক্ষমা চেয়েছিলেন। ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার তরফ থেকেও ক্ষমা চাওয়া হয়ে গেছে। স্টিভ স্মিথ ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন। এবার সেই তালিকায় নাম লেখালেন ডেভিড ওয়ার্নার। বর্ণবৈষম্য ইস্যু নিয়ে এবার ভারতীয় দল ও প্রতিভাবান পেসার সহম্মদ সিরাজের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিলেন তারকা অস্ট্রেলিয়ান ব্যাটসম্যান। মঙ্গলবার ইনস্টাগ্রামে এমনই স্তব্য করেন ওয়ার্নার।

ওয়ার্নার তাঁর ইনস্টাগ্রামে লিখেছেন, "চোট সারিয়ে মাঠে ফিরে এসে দারুম অনুভূতি হচ্ছে। আমাদের জন মোটেই আদর্শ ফলাফল ছিল না। তবে এটাই টেস্ট ক্রিকেটের বৈশিষ্ট্য। ৫ দিনের কঠিন ক্রিকেটে আমরা যতটা সম্ভব পরিশ্রম করেছিলাম। তবে জয় আসেনি। ভারতীয় দল দক্ষতার সঙ্গে পারফরম্যান্স করেছে। টেস্ট ড্র করার জন্য দারুণ লড়াই করে ভারত। যদিও সিরিজের ফয়সালা এখনও হয়নি। গাব্বায় দেখা হবে। পাশাপাশি এই টেস্ট সিরিজে দুরন্ত ক্রিকেটের পাশাপাশি একটা ন্যক্কারজনক ঘটনা ঘটেছে। বর্ণবৈষম্য কাণ্ড। যা মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়। এটা মোটেও মেনে নেওয়া যায় না। তাই ভারতীয় দল ও মহম্মদ সিরাজের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিলাম। আমাদের দেশের ক্রিকেট সমর্থকদের কাছে আরও ভদ্র ব্যবহার আশা করেছিলাম।" এই প্রথমবার স্যার ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে অস্ট্রেলিয়ার বিদুদ্ধে খেলতে নেমেছিলেন ডানহাতি পেসার সিরাজ। সদ্য সমাপ্ত সিডনি টেস্টের তৃতীয় ও চতুর্থ দিন সিরাজ এবং যশপ্রীত বুমরাকে উদ্দেশ্যকরে কদর্য ভাষায় আক্রমণ করা হয়। ক্রমাগত গ্যালারি থেকে 'ড্রাউন ডগ' এবং 'বিগ মাঙ্কি' বলে ডাকা হচ্ছিল ভারতীয় দলের এই পেসারকে। দুটি ক্ষেত্রেই সহবতের সীমানা ছাড়িয়ে যান অস্ট্রেলিয় সমর্থকরা, এমনই অভিযোগ করা হয়েছে ভারতের তরফে। তখন অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংসের ৮৬তম ওভার। ডিপ ফাইন লেগে ফিল্ডিং করতে থাকা সিরাজ ছুটে এসে স্কায়ার লেগ আম্পায়ারকে কিছু বলতে থাকেন। বাকি ভারতীয় ক্রিকেটাররাও যোগ দেন। খেলা বন্ধ থাকে ১০ মিনিট। সেই ন্যক্কারজনক ঘটনার জন্য নিউ সাউথ ওয়েলস পুলিশ গ্যালারিতে গিয়ে ছ'জনকে মাঠ থেকে বের করে দেয়। অজিরা নিজেদের ট্র্যাডিশন বজায় রেখে স্লেজিং চালিয়ে গিয়েছে। ব্রিসবেন টেস্টেও সেটা হয়তো বজায় থাকবে। তবে বর্ণবৈষম্য কাণ্ডের মতো ইস্যুকে মেনে নিতে পারছেন না অজিরা। তাই টিম ইন্ডিয়ার প্রতি ক্ষমা চাওয়ার সিরিজ চলছে।

স্লেজিং করে অশ্বিনের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিলেন টিম পেইন

সিডনি।। সিডনিতে পঞ্চম দিন ভারতীয় দলের স্পিনার রবিচন্দ্রন অশ্বিনকে ব্যাট করার সময় উইকেটের পিছন থেকে বারবার উত্তক্ত করছিলেন অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক টিম পেন। ম্যাচ হারার একদিন পর অশ্বিনের কাছে ক্ষমা চাইলেন পেন। রবিচন্দ্রন অশ্বিনের ১২৮ বলে ৩৯ রানের ইনিংসে বারবার ব্যাঘাত ঘটানোর চেষ্টা করেছিলেন পেন। অশ্বিন বিরক্ত হয়ে ব্যাট করতে গিয়ে থেমেও যান দু'বার। মঙ্গলবার পেন বলেন, 'আমার ব্যবহারের জন্য ক্ষমা চাইছি। খারাপ নেতৃত্ব দিয়েছি কাল। আমার পারফরম্যান্সেও তার প্রভাব পড়েছিল।' অস্ট্রেলিয়ার কাছে সিডনির ড্র যেন হারের সমান। বল করতে করতে কাঁধ ঝুকে যাওয়া অস্ট্রেলিয়ার বোলারদের মুখ দেখে মনে হচ্ছিল ম্যাচ তাঁরা হেরেই গিয়েছেন। মিচেল স্টার্কের বলে ক্যাচ ফেলে অধিনায়ক টিম পেন যে অসহায় মুখ করে তাকালেন হারের ছবি দেখা গিয়েছিল সেখানেও। সিডনিতে সোমবার সারাদিনে মাত্র ৩টে উইকেট নিতে পেরেছিল অস্ট্রেলিয়া। অধিনায়ক অজিঙ্ক রাহানেকে তাড়াতাড়ি আউট করলেও প্রথমে চেতেশ্বর পূজারা এবং ঋষভ পন্থ, পরে অশ্বিন এবং হনুমা বিহারীকে ফেরাতে কালঘাম ছোটে স্টার্ক, প্যাট কামিন্সদের। পেন বলেন, 'আমরা নিজেদের মান অনুযায়ী খেলতে পারিনি কাল। গোটা টেস্ট জুড়েই আমার মানসিক স্থিতি ঠিক ছিল না। যেভাবে দ্বিতীয়দিন আম্পায়ারদের সঙ্গে কথা বলেছি তা উচিত হয়নি। এমনভাবে অস্ট্রেলিয়াকে নেতৃত্ব দিতে চাইনি।' অশ্বিনের সঙ্গে তাঁর কথোপকথন নিয়ে পেন বলেন, 'ম্যাচ শেষ হতেই আমি অশ্বিনের সঙ্গে কথা বলি। ওকে জিজ্ঞেস করি আমাকে বোকার মতো দেখাচ্ছিল কি না? অতো কথা বলে ক্যাচ ফেললাম। নিজেরাই হাসছিলাম ওই ঘটনার পর। দুই দলের দারুণ সম্পর্ক। ১৫ জানুয়ারি থেকে শুরু চতুর্থ টেস্ট। সেই টেস্টে ভারতীয় দলের একাধিক ক্রিকেটার চোটের জন্য বাইরে। এমন অবস্থায় বেশ চিন্তিত ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট।

করোনার মতো ছড়াচ্ছে চোট, এবার ছিটকে গেলেন যশপ্রীত বুমরাও

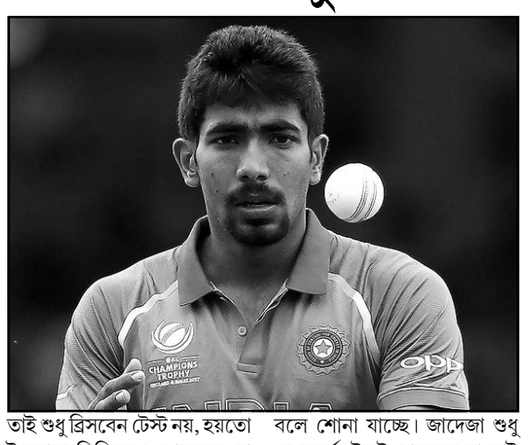

সিডনি।। একের পর এক ভারতীয় ক্রিকেটারের চোট। সেই লম্বা তালিকা আরও দীর্ঘ করলেন ভারতীয় দলের পেসার যশপ্রীত বুমরা। পেটে ব্যথার কারণে ১৫ জানুয়ারি থেকে শুরু হতে চলা চতুর্থ টেস্টে খেলবেন না তিনি। বিসিসিআইয়ের তরফে মঙ্গলবার পিটিআইকে জানানো হয়, ফিল্ডিং করার সময় বুমরার পেটে টান লাগে। সেই জন্য ব্রিসবেন টেস্টে নেই তিনি। যদিও ইংল্যান্ড সিরিজের আগে সুস্থ হয়ে উঠবেন বলে জানিয়েছেন বোর্ড। বুমরা না থাকায় ভারতীয় দলের পেস অ্যাটাকের নেতৃত্বে থাকবেন মহম্মদ সিরাজ। টেস্টে অভিজ্ঞতা যাঁর মাত্র ২ ম্যাচ, সঙ্গে নবদীপ সাইনি, শার্দুল ঠাকুর এবং টি নটরাজন। সোমবার সিডনিতে হ্যামস্ট্রিংয়ের চোট নিয়েই হনুমা বিহারীর লড়াই দেখেছিল ভারত। ম্যাচ শেষে স্ক্যান করা হয় তাঁর বিসিসিআইয়ের তরফে সোমবার সংবাদ সংস্থা পিটিআই-কে বলা হয়, "এখনও রিপোর্ট আসেনি। তবে যদি গ্লেড ওয়ান টিয়ারও হয়, ২ সপ্তাহের জন্য পাওয়া যাবে না তাঁকে। রিহ্যাবের পর সুস্থ হয়ে উঠতে আরও কিছু সময় লাগবে। তাই শুধু ব্রিসবেন টেস্ট নয়, হয়তো ইংল্যান্ড সিরিজেও খেলবেন না তিনি।" ভারতীয় দলে চোট যেন করোনার মতোই সংক্রামক। চোটের কারণে চতুর্থ টেস্টে খেলবেন না অলরাউন্ডার রবীন্দ্র জাদেজাও। সিডনিতে প্রথণ ইনিংসে ব্যাট করার সময় আঙুলে চোট লাগে তাঁর। পেইনকিলার ইঞ্জেকশন নিয়ে দরকারে দ্বিতীয় ইনিংসে খেলার জন তৈরি ছিলেন তিনি। তবে রবিচন্দ্রন অশ্বিন এবং বিহারীর ইনিংসের সুবাদে তাঁকে নামতে হয়নি। তাঁর বদলে শার্দুল ঠাকুর চতুর্থ টেস্টে খেলতে পারেন বলে শোনা যাচ্ছে। জাদেজা শুধু যে চতুর্থ টেস্টে খেলবেন না তাই নয়, ইংল্যান্ড সিরিজেও তাঁকে পাবে না ভারতীয় দল। ভারতীয় দল এখন প্রায় মিনি হাসপাতাল। ১৫ জানুয়ারি থেকে শুরু হতে চলা সিরিজ নির্ণায়ক টেস্টে প্রথম দলের একাধিক ক্রিকেটারকে পাবে না ভারত। কোভিড সংক্রমণের কারণে নতুন কাউকে দলে নিয়ে আসাও যাবে না এই অল্প দিনের ব্যবধানে। প্রথম একাদশ গড়তে অধিনায়ক অজিঙ্ক হারানে এবং কোচ রবি শাস্ত্রী যে বেশ বেগ পেতে চলছেন তা বলাই যায়।

দ্বিতীয়বার করোনা আক্রান্ত সাইনা নেহওয়াল, ছিটকে গেলে তাইল্যান্ড ওপেন থেকে

নয়াদিল্লী, ১২ জানুয়ারী।। করোনা ভাইরাস মহামারীর কারণে দীর্ঘ দিন অন্যান্য স্পোর্টসের মতই বন্ধ ছিল ব্যাডমিন্টন। তাইলান্ড ওপেন দিয়েই শুরু হতে চলেছিল এই বছরের ব্যাডমিন্টন। অলিম্পিকের আগে এই প্রতিযোগিতায় প্রস্তুতি হিসেবে বেছেছিলেন ভারতীয় শাটলাররা। কিন্তু মঙ্গলবার থেকে প্রতিযোগিতা শুরুর আগেই ভারতীয় ব্যাডমিন্টন প্রেমিদের জন্য এল দুঃসংবাদ। করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হলেন ভারতীট তারকা শাটলার সাইনা নেহওয়াল। করোনা পিরোপ্ট পজেটিভ এসেছে এস প্রণয়েরও। এই প্রথম নয়, এর আগেও ভারতে থাকাকালীন করোন আক্রান্ত হয়েছিলেন সাইনা নেহওয়াল। সুস্থ হওয়ার পর তাইল্যান্ড ওপেন খেলতে গিয়েথিলেন সাইনা। সেখানে নিয়ম মাফিক প্রতিযোগিতা শুরুর আগে সকলের তিনবার করে করোনা টেস্ট হওয়ার কথা। সোমবার তৃতীয় বারের জন্য করোনা পরীক্ষা করা হয় সাইনাদের। মঙ্গলবার পজিটিভ আসে রিপোর্ট সাইনা নেহওয়াল ও এস প্রণয়ের। আপাতত ১০ দিনের জন্য ব্যাংকক হাসপাতালে কোয়ারান্টিনে থাকবেন সাইনা, প্রণয়। যার ফলে প্রতিযোগিতায় আর নামা হচ্ছে না তাদের। সাইনা নেহওয়ালের সঙ্গে একসাথে থাকার ফলে কোয়ারেন্টাইনে যেতে হচ্ছে তার স্বামী ও টেনিস তারকা পারুপল্লি কাশ্যপকেও। এর আগেও সাইনার সঙ্গে করোনা আক্রান্ত হয়েছিলেন পারুপল্লি। এবার তার রিপোর্ট পজেটিভ না আসলেও, কোয়ারেন্টাইনে থাকতে হচ্ছে তাকে। টুর্নামেন্ট উদ্যোক্তাদের ধারণা, সরাসরি সাইনার সংস্পর্শে আসার ফলে কাশ্যপেরও করোনা রিপোর্ট পজিটিভ আসবে। তাই তিনি টুর্নামেন্ট থেকে নাম তুলে নিতে বাধ্য হয়েছেন। তিন জন ছিটকে গেলেও পিভি সিন্ধু সহ অন্যান্যদের খেলা নিয়ে কোনও সমস্যা নেই।

হ্যামস্ট্রিং সমস্যা কাটিয়ে অনুশীলনে মেসি

নয়াদিল্লী, ১২ জানুয়ারী।। দু'দিন আগে লা লিগায় গ্রানাদার বিপক্ষে ম্যাচে হ্যামস্ট্রিংয়ে অস্বস্তি নিয়ে ৬৫ মিনিটে মাঠ ছেড়ে যান মেসি। যদিও এর আগে জোড়া গোল আদায় করে নেন। ফরাসি তারকা আঁতোয়ান গ্রিজম্যান করেন জোড়া গোল। তাতে ম্যাচটা ৪-০ তে জেতে বার্সেলোনা।তবে মেসির ওভাবে মাঠ ছেড়ে যাওয়াটা শঙ্কা হয়েই এসেছিল। মেসি এখন বুধবার সুপার কোপায় রিয়াল সোসিয়েদাদের বিপক্ষে সেমিফাইনাল ম্যাচের জন্য তৈরি।লা রিয়ালদের বিপক্ষে ক্যারিয়ারে সব মিলে ২৬ ম্যাচ খেলেছেন মেসি, গোল করেছেন ১৬টি। জিতেছেন ১৭ ম্যাচে, ড্র ৪টি এবং হার ৫টি।

ঋষভ পন্থের অগোছালো ঘরে উঁকি রোহিত শর্মার

সিডনি।। সিডনির মাঠে ঋষভ পন্থের ইনিংস না থাকলে ঘুরে দাঁড়ানোর সাহসটাই হয়তো হারিয়ে ফেলতো ভারত। এক সময় মনে হয়েছিল পন্থ থাকলে ম্যাচটা জিতেও যেতে পারতো ভারত। সেই পন্থের ঘরেই ভারতীয় দলের ওপেনার রোহিত শর্মা। পন্থের সঙ্গে বরাবরই ভাল সম্পর্ক রোহিতের। সিডনিতে ড্রয়ের পর পন্থের ঘরের ছবি তিনি তুলে ধরেন সোশ্যাল মিডিয়ায়। সেখানে দেখা যায় চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে জামাকাপড়। সেই ছবি ইনস্টাগ্রামে স্টোরি হিসেবে দিয়ে লভারতীয় দলের সহ-অধিনায়ক লেখেন, 'কিংবদন্তি ঋষভ পন্থের ঘর'। চোটের পর রোহিতের প্রথম ম্যাচ ছিল সিডনিতেই। সেই ম্যাচে দ্বিতীয় ইনিংসে অর্ধ শত রান করে ফর্মে থাকার ইঙ্গিত দিয়ে রাখলেন দলকে। অন্যদিকে অনেকদিন পর বড় রান পেলেন পন্থও। তাঁর ইনিংস আরও বেশি তাৎপর্যপূর্ণ কারণ প্রথম ইনিংসে ব্যাট করার সময় কনুইয়ে চোট পান পন্থ। উইকেটকিপিংও করতে পারেননি অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংসে। সেই অবস্থায় ব্যাট করতে নেমে ১১৮ বলে ৯৭ রানের মারকুটে ইনিংস টি খেলে ঋষভ পন্থ রীতিমতো নজর কেড়ে নিয়েছেন সকলের।

হাসপাতাল থেকেই ফেরার বার্তা দিলেন রবীন্দ্র জাদেজা

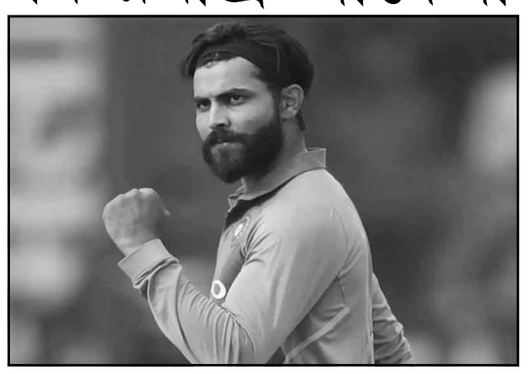

সিডনি ।। অস্ত্রোপচার সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন। আপাতত কয়েকদিনের বিশ্রাম। তারপর আবার সতীর্থদের সঙ্গে দেখা হবে। খুব দ্রুত মাঠেও ফিরবেন। হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে সমর্থকদের এই বার্তা দিলেন রবীন্দ্র জাদেজা। মঙ্গলবার জাদেজা টুইটারে লিখেছেন, 'অস্ত্রোপচার শেষ হয়ে গিয়েছে। এখন কয়েক দিনের বিশ্রাম। তারপর ফের মাঠে ফিরছি।' সদ্য সমাপ্ত সিডনি টেস্টের তৃতীয় দিন চোটের তালিকায় নাম লেখান এই অলরাউন্ডার। ব্যাট করার সময় বাঁহাতে চোট পান জাড্ডু। সেই জন্য অজিদের দ্বিতীয় ইনিংসে বোলিং পর্যন্ত করতে পারেননি। দিনের খেলার শেষে তাঁর স্ক্যান করা হয়েছিল। রিপোর্টে দেখা যায় তাঁর হাতের আঙুল ভেঙেছে। তবে চোট গুরুতর হলেও দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নামার জন্য তৈরি ছিলেন। এদিকে জাদেজার সিরিজ থেকে ছিটকে যাওয়ার ব্যাপারটা সোমবার রাতের দিকে বিসিসিআই সরকারিভাবে ঘোষণা করে।

ভারতের প্রথম ইনিংসের ৯৯তম ওভারে মিচেল স্টার্কের একটি বাউন্সার জাদেজার বাঁহাতের গ্লাভসকে ছুঁয়ে চলে যায়। জোরালো চোটের জন্য যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চিকিৎসা করার জন্য মাঠে চলে আসেন দলের ফিজিয়ো। তাই সেই ইনিংস শেষ হয়ে যাওয়ার পর আর ফিল্ডিং করতে নামেননি এই অলরাউন্ডার। টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে বোলিং পর্যন্ত করেননি। গত টেস্টে প্রথম ইনিংসে ২৮ রানে অপরাজিত থাকার পাশাপাশি ৬২ রানে ৪ উইকেট নিয়েছিলেন। সঙ্গে ছিল স্টিভ স্মিথকে দুরন্ত রান আউট করা। ইশান্ত শর্মা, মহম্মদ শামি, উমেশ যাদবের মতো প্রথম সারির তিন পেসার চোট পেয়ে আগেই সিরিজ থেকে ছিটকে গিয়েছেন। চোটের তালিকায় নতুন সংযোজন যশপ্রীত বুমরা। টি-২০ সিরিজের প্রথম ম্যাচে হ্যামস্ট্রিংয়ের সঙ্গে কনকাশনের কবলেও পড়েছিলেন জাড্ডু। সেই জন্য প্রথম টেস্ট থেকেও নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন। এবার এই চোটের জন্য জাডেজা তৃতীয় টেস্টের বকি অংশ ও চতুর্থ টেস্ট খেলতে পারছেন না। যদিও তিনি ইতিবাচক মানসিকতা নিয়ে ফিরে আসার বার্তা দিয়েছেন।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

PNIe-T No. 26/EE/DWS/KD/2020-21 Dt. 06/01/2021

(1) DNIe-T No_173/SE/DWS/C/KGT/2020-21
Period of downloading of biding documents at :- 07/01/2021 to 05/02/2021
Deadittie for online Bidding :- 05/02/2021 up to 15.00 Hours
Date & Time of opening Bid :- 06/02/2021 up to 16.00 Hours
Place of opening of,Bid(s) :- O/o the Executive Engineer, DWS Division, Kumarghat
For details please contact to the office of the undersigned.
For details please visit:- www.tripuratenders.gov.in

FOR AND ON BEHALF OF THE GOVERNOR OF TRIPURA
Executive Engineer,
DWS Division, Kumarghat,
Unakoti Tripura.

ICA-C-2761/21

Notice Inviting Tender
E-Tender

"NIT" is invited Vide No.F.20(6)/DM/W/NAZ/Pro-Xerox/2020-21/ 39-53 dated 11.01.2021 Quotations are hereby invited by the undersigned from the eligible Company / Wholesaler / Agencies / Co-operative Societies / distributors /dealers / individuals having GST registration for buying of photocopier (Xerox machine) for official use purpose of DM & Collector, West Tripura : Agartala.
The Quotation will be received through E- Tendering from 11.01.2021 and the bidds will be opened on 21.01.2021 at 3.30PM , if possible.
For details visit website https://tripuratenders.gov.in. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

Sd/-Illigible
Senior Deputy Magistrate,
(HOO/DDO)
O/o the District Magistrate & Collector,
West Tripura District.

ICA-C-2768/21

CANCELLATION ORDER

The Press Notice Inviting e-Tender No. e-PT-XXIX/EE/RD/STB/20-21 dt- 17/12/2020 & subsequent DNIT NO-106/EE/RD/STB/DNIT/2020-21 dt- 17/12/2020 which was floated for the work tender namely "Construction of Science Lab (Ground Floor) at Radhanagar HS School under Rajnagar RD Block. **(Estimate was prepared Based on PWD SoR-2017)"** is hereby cancelled as no bidder participated in the above mentioned tender. Accordingly, the above mentioned DNIT is hereby cancelled in order to re-tender again & proper response to the intending bidders.

Sd/- Illegible
Executive Engineer
RD Santirbazar Division
Santirbazar South Tripura

ICA-C-2781/21

PRESS NOTICE INVITING TENDER NO: 07/EE/WR-III/UDP/2020-21 :: :: **DATE**: 07.01.2021

SL. No	Name of work	Estimated Cost / Earnest Money	Date of Selling	Last date of dropping.	Date of opening
1	*D.N.I.T No. 35/EE/WR-III/UDP/DNIT/2020-21*	2,46,560.00 / 2,466.00	ON OR AFTER 15.01.2021 TO 4.00 PM on 25.01.2021	UPTO 3.00 PM ON 28.01.2021	On 28.01.2021 at 3.30 PM, if possible
2	*D.N.I.T No. 36/EE/WR-III/UDP/DNIT/2020-21*	2,46,560.00 / 2,466.00			
	D.N.I.T No. 37/EE/WR-III/UDP/DNIT/2020-21	2,46,560.00 / 2,466.00			

N.B: **The details notice can be seen in the office of the [i] Superintending Engineer, W.R. Circle No.III, Udaipur [ii] Executive Engineer, W.R. Division No.III, Udaipur [iii] Assistant Engineer, W.R. Sub-Division No.I, Udaipur [iv] Assistant Engineer, W.R. Sub-Division No.II, Udaipur and [v] Assistant Engineer, W.R. Sub-Division, Amarpur during office hours**

ICA-C-2776/21

(ER. M. MOG
EXECUTIVE ENGNEER
WATER RESOURCE DIVISION-III
UDAIPURA, GOMATI, TRIPURA

স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে স্বামীজীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক। ছবি-নিজস্ব।

বিবেক-জয়ন্তীতে শ্রদ্ধার্ঘ্য মোদী-শাহের

নয়াদিল্লি, ১২ জানুয়ারি (হি.স.): জন্মজয়ন্তীতে স্বামী বিবেকানন্দকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। একইসঙ্গে স্বামীজীর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হওয়ায় আহ্বান জানিয়ে, দেশবাসীকে স্বামীজীর চিন্তাভাবনা ও আদর্শ অনেক দূর পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ায় আবেদন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। মঙ্গলবার সকালে নিজের টুইটার হ্যান্ডেলে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, ''জন্মজয়ন্তীতে স্বামী বিবেকানন্দকে কোটি কোটি প্রণাম। আসুন আমরা সকলে স্বামী বিবেকানন্দের প্রগতিশীল চিন্তাভাবনা এবং আদর্শ অনেক দূর পর্যন্ত প্রচার করি!''

প্রধানমন্ত্রী ছাড়াও, জন্মজয়ন্তীতে স্বামীজিকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। টুইট করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লিখেছেন, ''ভারতের জ্ঞান, সংস্কৃতি এবং দর্শনকে বিশ্বজুড়ে দিগ্বিজয় করা স্বামী বিবেকানন্দকে জন্ম জয়ন্তীতে কোটি কোটি প্রণাম, এবং দেশবাসীকে যুব দিবসের শুভেচ্ছা। স্বামীজীর প্রগতিশীল ও অনুপ্রেরণামূলক চিন্তাধারা গ্রহণের মাধ্যমে দেশের যুবসমাজ ভারতকে বিশ্বের মধ্যে শীর্ষে পৌঁছে দিতে পারেন।''

ভোগালি বিহু উপলক্ষ্যে অসমবাসীকে শুভেচ্ছা মুখ্যমন্ত্রী

গুয়াহাটি, ১২ জানুয়ারি, (হি.স.) : ভোগালি বিহু উপলক্ষে অসমের সর্বস্তরের জনসাধারণকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল। এক শুভেচ্ছা বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, ভোগালি বিহুর পবিত্র মেজি (ভেলাঘর)-র আগুন এই সমাজের সমস্ত অশুভ শক্তি, অশান্তি দূর করে রাজ্যের নানা জাতি-জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিরাজিত সম্প্রীতির সম্পর্ককে আরও সুদৃঢ় করে রাজ্যের বরাক, ব্রহ্মপুত্র, পাহাড়, সমতলে বাসবাসকারীদের মধ্যে নতুন আশার সঞ্চার করবে।

বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেছেন, কৃষিভিত্তিক এই উৎসব পালনের মাধ্যমে আমাদের মধ্যে বিদ্যমান কর্মদক্ষতা, কৃষি অর্থনীতিকে মজবুত করতে অনুপ্রেরণা যোগাবে। এছাড়া ভেলাঘরের আগুন আমাদের সমাজকে আলোকের দিকে দিকে নিয়ে যেতে প্রেরণা দেবে। মুখ্যমন্ত্রী মনে করেন, ভোগালি উপলক্ষ্যে আয়োজিত প্রীতিভোজ সম্প্রীতির বন্ধনে সকলকে ঐক্যবদ্ধ করে রাখার ক্ষেত্রে নতুন চেতনা জাগ্রত করবে।

এছাড়া ভোগালি বিহু উপলক্ষ্যে রাজ্যের আপামর জনতার প্রতি শুভেচ্ছা জানিয়েছেন রাজ্যের শিল্পোদ্যোগ ও পরিবহণ মন্ত্রী চন্দ্রমোহন পাটোয়ারি, অর্থ-শিক্ষা-স্বাস্থ্য ও পূর্তমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা, বন ও পরিবেশ মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য সহ বেশ কয়েকজন মন্ত্রী, বিধায়ক। শুভেচ্ছা জানিয়েছেন বিজেপির প্রদেশ সভাপতি রঞ্জিতকুমার দাস, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি রিপুন বরা, অগপ সভাপতি তথা মন্ত্রী অতুল বরা প্রমুখ বহুজন।

স্থিতিশীল রয়েছেন শ্রীপদ নায়েক, নিয়ে যাওয়া হতে পারে দিল্লিতে : রাজনাথ

পানাজি, ১২ জানুয়ারি (হি.স.): স্থিতিশীল রয়েছেন কেন্দ্রীয় আয়ুষ এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী তথা উত্তর গোয়ার সাংসদ শ্রীপদ নায়েক। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এখন বিপন্মুক্ত। চিকিৎসকরা যদি মনে করেন, তাহলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে দিল্লিতে নিয়ে যাওয়া হতে পারে চিকিৎসার জন্য। মঙ্গলবার এমনটাই জানিয়েছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। সোমবার সন্ধ্যা ৭টা নাগাদ উত্তর কন্নড় জেলায় আঙ্কোলায় দুর্ঘটনার কবলে পড়ে শ্রীপদর টয়োটা গাড়ি। দুর্ঘটনায় সময় গাড়িতে তাঁর স্ত্রী, ব্যক্তিগত সচিব দীপক-সহ পরিবারের চার সদস্য ছিলেন। দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর স্ত্রী এবং তাঁর আপ্ত সহায়কের। কর্ণাটকের আঙ্কোলা থেকে গোয়ার বাম্বোলিমের গোয়া মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় শ্রীপদ নায়েককে। মঙ্গলবার শ্রীপদর শারীরিক অবস্থার খোঁজ নেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। রাজনাথ জানিয়েছেন, এইমস (দিল্লি) ডিরেক্টরের সঙ্গে এখানকার চিকিৎসকরা কথা বলেছেন, চিকিৎসকদের একটি টিম এখানে আসবে এবং চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলবে। প্রয়োজন হলে তাঁকে দিল্লিতে নিয়ে যাওয়া হতে পারে চিকিৎসার জন্য। সবকিছু চিকিৎসকদের উপর নির্ভর করছে। সর্পদ নায়েক এখন স্থিতিশীল রয়েছেন এবং চিকিৎসকরা জানিয়েছেন তিনি বিপন্মুক্ত।

উল্লেখ্য, সোমবার সকালে ইল্লেপুরে পুজো দেওয়ার জন্য রওনা দিয়েছিলেন শ্রীপদ, তাঁর-সহ অন্যান্যরা। পুজো সেরে ফেরার পর সন্ধ্যায় গোকর্ণের দিকে যাত্রা শুরু করেন। ৭টা নাগাদ ৬৩ নম্বর জাতীয় সড়ক থেকে একটি রাস্তায় তাঁদের গাড়ি ঘোরানো হয়। মুলত, দ্রুত গোকর্ণ যেতে ওই শর্টকাট রাস্তা ধরেন গাড়ির চালক। তবে এবড়োখেবড়ো রাস্তায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায় টয়োটা গাড়িটি। শ্রীপাদ এবং তাঁর স্ত্রী বিজয়া ছাড়াও আরও দু'জনের মাথায় গুরুতর আঘাত লাগে। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। সেখান থেকে সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে বিজয়া ও আপ্ত শায়খকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকেরা।

তামাকজাত দ্রব্য ও গুটকা, পানমশলার ওপর নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ বেড়েছে আরও এক বছর

গুয়াহাটি, ১২ জানুয়ারি (হি.স.) : খাদ্য সুরক্ষা এবং মানবিশিষ্ট আইনের বলে অসমে তামাকজাত দ্রব্য ও গুটকা, পানমশলা এবং নিকোটিন যুক্ত যে কোনও খাদ্য সামগ্রী তৈরি, মজুত, সরবরাহ, বিতরণ, প্রদর্শন বা বিক্রির ওপর বিদ্যমান নিষেধাজ্ঞা আরও এক বছর বাড়িয়েছে রাজ্য সরকার।

কনজিউমার্স লিগাল প্রটেক্টশন ফোরাম-এর দাবির ভিত্তিতে গত ২০১৯ সালের নভেম্বর মাসে অসমে প্রথমবারের মতো তামাকজাত দ্রব্য ও গুটকা, পানমশলা এবং নিকোটিন যুক্ত যে কোনও খাদ্য সামগ্রী তৈরি, মজুত, সরবরাহ, বিতরণ, প্রদর্শন বা বিক্রির ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন রাজ্যের খাদ্য সুরক্ষা কমিশনার। ২০২০ সালের ১১ নভেম্বর পর্যন্ত এই নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ ছিল। মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় ফের এক বছরের জন্য ওই সব তামাকজাত দ্রব্য সামগ্রীর ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন খাদ্য সুরক্ষা কমিশনার। প্রসঙ্গত, কনজিউমার্স লিগাল প্রটেক্টশন ফোরাম-এর সচিব তথা আইনজীবী অজয় হাজরিকার নেতৃত্বে সংগঠনের এক প্রতিনিধ দল গত বছর (২০২০)-এর ১১ নভেম্বর রাজ্যের খাদ্য সুরক্ষা কমিশনারের দায়িত্বপ্রাপ্ত স্বাস্থ্য দফতরের কমিশনার-সচিব মনালিসা গোস্বামীর সঙ্গে দেখা করে এই নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ আরও এক বছর বাড়ানোর দাবি জানিয়ে একটি লিখিত আবেদন দাখিল করেছিল।

এদিকে নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ আরও এক বছর বাড়ানোয় রাজ্য সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন ফোরাম-এর সচিব অজয় হাজরিকা।

তিনি বলেন, কোভিডজনিত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, আইসিএমআর, কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার তামাক এবং এ জাতীয় সামগ্রী ব্যবহারের উপর বাধা আরোপ করেছে। রাজ্যবাসীর স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে সরকার তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে জারিকৃত নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ আরও এক বছর বাড়ানোর সিদ্ধান্তে জনস্বাস্থ্যের ওপর নিশ্চয় আশানুরূপ প্রভাব ফেলবে, বলেন আইনজীবী অজয় হাজরিকা।

স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য ভ্যাকসিন কেনার টাকা জোগাবে পিএম কেয়ার তহবিল

নয়াদিল্লি, ১২ জানুয়ারি (হি.স.): স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য ভ্যাকসিন কেনার টাকা জোগাবে পিএম কেয়ার তহবিল। স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য ভ্যাকসিন কিনতে মোট ৬০০ কোটি টাকা খরচ হবে সরকারের। যে টাকা মেটানো হবে পিএম কেয়ার তহবিল থেকে।

কেন্দ্র আগেই জানিয়েছিল, জরুরি সময়ে দেশের যে কোনও প্রয়োজনে পিএম কেয়ার তহবিল কাজে লাগবে। তবে সেই সময় বিরোধীরা কোনও যুক্তি মানেননি। পিএম কেয়ার তহবিলে কত টাকা জমা পড়ছে, সেখান থেকে খরচই বা হচ্ছে কত, কোন খাতে, সব প্রশ্নের উত্তর চেয়েছিলেন তারা। লকডাউনে দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা এই তহবিলে আর্থিক অনুদান দিয়েছিলেন। সেই অর্থ জরুরি প্রয়োজনে ব্যবহার হবে বলে জানিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী। তবে তার পরই এই তহবিল নিয়ে বিতর্ক তৈরি হতে থাকে।

বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, জরুরি সময়ে সত্যিই সরকারকে স্বস্তি দিতে পারে এই তহবিল। তিন কোটি চিকিতক, স্বাস্থ্যকর্মী, সাফাইকর্মী ও কোভিড যোদ্ধাদের সবার আগে দেওয়া হবে ভ্যাকসিন। এমনটাই জানিয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকার। এছাড়া পঞ্চাশোর্ধ ব্যক্তিদের টিকাকরণে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। আর এবার জানা যাচ্ছে, তিন কোটি স্বাস্থ্যকর্মীর জন্য ভ্যাকসিন কেনা হবে পিএম কেয়ার তহবিলের টাকা দিয়ে। এর আগেও পিএম কেয়ার তহবিলের থেকে টাকা নিয়ে মাস্ক, পিপিই কিট ও ভেন্টিলেটর কেনা হয়েছিল। ১৬ জানুয়ারি থেকে সারা দেশে করোনার টিকাকরণ শুরু হবে। সেরাম ইনস্টিটিউট-এর কোভিশিল্ড ইতিমধ্যে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে পৌঁছেছে। সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, প্রথম দশ কোটি ভ্যাকসিন-এর ডোজ সরকারকে ২০০ টাকা করে বিক্রি করবে। তবে খোলা বাজারে প্রায় পাঁচ গুণ বেশি দামে বিক্রি হবে এই ভ্যাকসিন। ফলে স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য ভ্যাকসিন কিনতে মোট ৬০০ কোটি টাকা খরচ হবে সরকারের। সেই টাকা পিএম কেয়ার তহবিল থেকে নেওয়া হবে বলে জানা যাচ্ছে।

বাংলাদেশে বেইলি ব্রিজ ভেঙে নদীতে ট্রাক, চালক-সহ মৃত্যু ৩ জনের

ঢাকা, ১২ জানুয়ারি (হি.স.): বাংলাদেশের রাঙামাটি পার্বত্য জেলার কুতুবছড়ি এলাকায় বেইলি ব্রিজ ভেঙে নদীতে পড়ে গেল পাথরবোঝাই একটি ট্রাক। ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ট্রাকের চালক-সহ ৩ জনের। মঙ্গলবার সকাল ৭.১৫ মিনিট নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, মঙ্গলবার সকালে কুতুবছড়ি এলাকায় বেইলি ব্রিজ থেকে যাচ্ছিল পাথরবোঝাই একটি ট্রাক। আচমকাই ব্রিজ ভেঙে নদীতে পড়ে যায় ট্রাকটি। দুর্ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ট্রাক চালক-সহ ৩ জনের।

দুর্ঘটনার খবর পাওয়ার পর পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সদস্যরা ঘটনাস্থল থেকে মৃতদেহগুলি উদ্ধার করে। রাঙামাটি কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত ওসি কবির হোসেন জানিয়েছেন, মৃতদের নাম ও পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে। কীভাবে দুর্ঘটনাটি ঘটল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

সন্ত্রাসবাদের বিষয়ে সর্বদা জিরো-টলারেন্স নীতি : সেনা প্রধান

নয়াদিল্লি, ১২ জানুয়ারি (হি.স.): সন্ত্রাসবাদের বিষয়ে সর্বদা জিরো-টলারেন্স নীতি ভারতীয় সেনাবাহিনীর। জানিয়ে দিলেন সেনা প্রধান জেনারেল মনোজ মুকুন্দ নরবণে। সেনা দিবসের প্রাক্কালে, মঙ্গলবার বার্ষিক সাংবাদিক সম্মেলনে সেনা প্রধান বলেছেন, ''পাকিস্তান প্রতিনিয়ত সন্ত্রাসবাদকে প্ররোচনা দিয়ে চলেছে। সন্ত্রাসের বিষয়ে আমাদের জিরো-টলারেন্স নীতি। সন্ত্রাসবাদের বিষয়ে এটা আমাদের স্পষ্ট বার্তা।'' সেনা প্রধান এদিন বলেন, ''বিগত বছরে আমাদের কাছে সবথেকে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল কোভিড-১৯ এবং নর্দার্ন সীমান্তের পরিস্থিতি। নর্দার্ন সীমান্তজুড়ে আমরা উচ্চ সতর্কতা বজায় রেখেছি।'' তিনি আরও জানান, ''পাকিস্তান প্রতিনিয়ত সন্ত্রাসবাদকে প্ররোচনা দিয়ে চলেছে। পাকিস্তান ও চিন একত্রে শক্তিশালী হুমকির পরিস্থিতি তৈরি করেছে।'' ভারত ও চিনের মধ্যে উত্তেজনা প্রসঙ্গে সেনা প্রধান বলেন, পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হবে। আমি নিশ্চিত সমস্ত সমস্যার সমাধান হবে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সামগ্রিক পরিস্থিতি সম্পর্কে সেনা প্রধান জানান, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিষয়ে বলতে হলে, নিরাপত্তা পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। মিজোরামে কোনও হিংসা নেই। মণিপুরে দুই-একটি গোষ্ঠী জড়িত। অসমের বেশিরভাগই শান্ত। সামগ্রিকভাবে উত্তর-পূর্বের পরিস্থিতি উন্নতি হয়েছে।

মধ্যপ্রদেশে বিষমদ খেয়ে মৃত ১২, অসুস্থ আরও ৬ জন

মোরেনা (মধ্যপ্রদেশ), ১২ জানুয়ারি (হি.স.): মধ্যপ্রদেশের মোরেনা জেলায় বিষাক্ত মদ খেয়ে প্রাণ হারালেন ১২ জন। এছাড়াও বিষাক্ত মদ খাওয়ার পর অসুস্থ হয়ে পড়েছেন আরও ৬ জন। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন তাঁরা। মোরেনা জেলার বাগচিনি থানার অন্তর্গত মানপুর পৃথ্বী গ্রাম এবং সুমাভালি থানার অন্তর্গত পাহাভালি গ্রামের ঘটনা। মোরেনা জেলার পুলিশ সুপার অনুরাগ সুজানিয়া জানিয়েছেন, ''সোমবার রাতে মানপুর পৃথ্বী গ্রাম এবং পাহাভালি গ্রামের বেশ কয়েকজন বাসিন্দা বিষাক্ত মদ খেয়েছিলেন। বিষাক্ত মদ খাওয়ার পরই অনেকে অসুস্থ হয়ে পড়েন।''

জেলা সুপার জানিয়েছেন, মোরেনা জেলা হাসপাতালে চিকিৎসার পর তাঁদের মধ্যে ১২ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং ৬ জনকে সঙ্কটজনক অবস্থায় গোয়ালিয়রের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বিষাক্ত মদ নাকি অন্য কোনও কারণে তাঁদের মৃত্যু হয়েছে, তা জানতে মৃতদেহগুলি ময়নাতদন্ত করা হচ্ছে। পুলিশ সূত্রের খবর, মৃত ১২ জনের মধ্যে দুই ভাই এবং তাঁদের কাকা রয়েছে। তাঁরা সুমাভালি থানার অন্তর্গত পাহাভালি গ্রামের বাসিনা। দুই ভাইয়ের নাম বান্টি গুরজর এবং জিতেন্দ্র, তাঁদের কাকার নাম রামনিবাস।

দুঃখপ্রকাশ মুখ্যমন্ত্রী এবং মন্ত্রীর শিবরাজ সিং চৌহান : বিষাক্ত মদ খেয়ে ১২ জনের মৃত্যু ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করেছেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান এবং মন্ত্রী নরোত্তম মিশ্র। শিবরাজ সিং জানিয়েছেন, ''এই ঘটনা অত্যন্ত দুঃখজনক। আমি তদন্তের নির্দেশ দিয়েছি। একটি তদন্তকারী দল গঠন করা হয়েছে। দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। যাবতীয় তথ্যের অপেক্ষায় রয়েছি আমি।''

নরোত্তম মিশ্র : মন্ত্রী নরোত্তম মিশ্র জানিয়েছেন, ''এই ঘটনায় আমি ব্যথিত। স্টেশন হাউস অফিসারকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। একটি টিম এই ঘটনার তদন্ত করবে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।''

বিবেকানন্দের জন্মদিনে অভিষেকের নিশানায় মোদী

কলকাতা, ১২জানুয়ারি(হি. স.): স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিনে হাজরার সভা থেকে আগাগোড়া প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে নিশানা করলেন তৃণমূল যুব সভাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। নিজের ভাষণে একের পর এক বাক্যবাণে বিদ্ধ করলেন বিজেপিকে। এদিন পথ সভা থেকে অভিষেক বলেন, 'ডোনাল্ড ট্রাম্প এসে বলে গেলেন 'বিবেকামুণ্ড'। তখন পাশে বসে হাততালি দিচ্ছিলেন। এখন বুকে বিবেকানন্দর ছবি ঝুলিয়ে মিছিল করছেন'।

এর পরেই অভিযোগ করে অভিষেক বলেন, 'বিবেকানন্দ কোনওদিন বলেননি অমুক ধর্মের মানুষকে নাগরিকত্ব দেব, একে দেব না। সকল ধর্মের প্রতি সমান উদার ছিলেন স্বামীজী। অথচ যাঁরা নিজেদের স্বামীজীর আদর্শের ধারক বাহক বলছেন, তাঁরা মানুষে মানুষে ভেদাভেদ করে চলেছেন'।

প্রসঙ্গত, গত বছর ফেব্রুয়ারিতে ভারতে এসেছিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। ভারত সম্পর্কে বলতে গিয়ে সেদিন বিবেকানন্দর কথা শোনা গিয়েছিল ট্রাম্পের মুখে। সেদিন তাঁর মুখে বিবেকানন্দের নামের ভুল উচ্চারণ নিয়ে রীতিমত উত্তাল হয়েছিল বিভিন্ন মহল। এই প্রসঙ্গ টেনে এদিন অভিষেক বলেন, 'এক বছর আগে ট্রাম্পকে ভারতে নিয়ে এলেন ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী। বিবেকানন্দের নাম বলতে পারেন না। বলছেন বিবেকামুণ্ডা। আর পাশে হিন্দু ধর্মের সব থেকে বড় ধারক-বাহক বলে নিজেকে যিনি দাবি করেন তিনি বসে হাততালি দিচ্ছেন। এর থেকে লজ্জার বাঙালির আর কী হবে'।

তাঁর কথায়, 'ওখানে সত্যি যদি প্রধানমন্ত্রী স্বামীজীর কথা বলতেন, তা হলে ডোনাল্ড ট্রাম্পের হাত থেকে মাইকটা কেড়ে নিয়ে বলতে হতো স্বামী বিবেকানন্দর নামটা ঠিক করে উচ্চারণ করে দেখাও। তারপর স্বামী বিবেকান্দর আদর্শ নিয়ে কথা বলবে।' হিন্দুস্থান সমাচার/মৌসুমী / কাকলি

দৈনিক সংক্রমিত ১২,৫৮৪ জন ১৬৭ বেড়ে ভারতে মৃত্যু ১,৫১,৩২৭

নয়াদিল্লি, ১২ জানুয়ারি (হি.স.): ভারতে দৈনিক কোভিড-১৯ সংক্রমণ ও মৃত্যু কমেই চলেছে। স্বস্তি দিয়ে দ্রুততার সঙ্গে বাড়ছে সুস্থতার সংখ্যা। বিগত ২৪ ঘন্টায় ১৮ হাজারের বেশি করোনা-রোগী সুস্থ হয়ে উঠেছেন। ফলে মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ১,০১,১১,২৯৪ জন করোনা-রোগী। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘণ্টায় ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১২,৫৮৪ জন। ফলে বাড়তে বাড়তে ভারতে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ১,০৪,৭৯,১৭৯-এ পৌঁছে গিয়েছে।

ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় (সোমবার সারাদিনে) নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত ১৬৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। শেষ ২৪ ঘন্টায় ভারতে সুস্থ হয়েছেন ১২,৫৮৪ জন। ১৬৭ বেড়ে মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১,৫১,৩২৭ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় ১৮,৩৮৫ জন সুস্থ হওয়ার পর ভারতে এযাবৎ করোনা-মুক্ত হয়েছেন ১,০১,১১,২৯৪ জন রোগী। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ২ লক্ষ ১৬ হাজার ৫৫৮ জন, বিগত ২৪ ঘন্টার মধ্যে কমেছে ৫,৯৬৮ জন।

ছাত্র যুব ভবনে রক্তদান শিবিরে বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার। ছবি-নিজস্ব।

ক্যাপিটল বিল্ডিংয়ে হামলা চালানোর ষড়যন্ত্র! ৭০ হাজারেরও বেশি অ্যাকাউন্ট বন্ধ করল টুইটার

ওয়াশিংটন, ১২ জানুয়ারি (হি.স.): বিদায়ী মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সমর্থকদের ৭০ হাজারেরও বেশি অ্যাকাউন্ট সাময়িকভাবে বন্ধ করে দিয়েছে টুইটার। সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে ক্যাপিটল বিল্ডিংয়ে হামলা চালানোর ষড়যন্ত্র ও আমেরিকায় অভ্যুত্থান ঘটিয়ে ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ফের মার্কিন প্রেসিডেন্টের আসনে বসানোর চেষ্টার এই অভিযোগে ৭০ হাজার অ্যাকাউন্ট বন্ধ করল টুইটার। সোমবার একটি ব্লগের মাধ্যমে একথা ঘোষণা করছে কর্তৃপক্ষ।

ওই অ্যাকাউন্টগুলির মাধ্যমে গত সপ্তাহে ক্যাপিটল হামলার পটভূমি তৈরি করা হয়েছে বলেও অভিযোগ জানিয়েছে টুইটার কর্তৃপক্ষ। সোমবার তারা এবিষয়ে তারা অভিযোগ করেছে, ওয়াশিংটন ডিসিতে যে হিংসাত্মক ঘটনা ঘটেছে তার পিছনে ওই টুইটার অ্যাকাউন্টগুলির যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে বলে প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। ব্লগপোস্টে গতকাল সোমবার টুইটার জানায়, গত শুক্রবার বিকেল থেকে কিউঅ্যাননের বার্তা শেয়ার করা ৭০ হাজারের বেশি অ্যাকাউন্ট বন্ধ করা শুরু করে তারা। এগুলোর মধ্যে এক ব্যক্তি অনেক অ্যাকাউন্ট পরিচালনা করেন, এমন অ্যাকাউন্টও আছে। ওয়াশিংটন ডিসিতে ক্যাপিটল হিলে সহিংস হামলার ঘটনা ও আরও বিপদের আশঙ্কা থেকে এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। এর আগে গত ৮ জানুয়ারি ট্রাম্পের টুইটার অ্যাকাউন্ট স্থায়ীভাবে বন্ধ করার ঘোষণা দেয় টুইটার কর্তৃপক্ষ। কিউঅ্যানন হল উগ্র দক্ষিণপন্থী একটি তত্ত্ব। এই মতবাদ ষড়যন্ত্র তত্ত্বের পাশাপাশি সংঘটিত সহিংস ঘটনাকে সমর্থন করে।

মঙ্গোলিয়া-রাশিয়া সীমান্তে শক্তিশালী ভূমিকম্প, তীব্রতা ৬.৮

উলানবাটর, ১২ জানুয়ারি (হি.স.): শক্তিশালী ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল উত্তর মঙ্গোলিয়া, রাশিয়ার সীমান্ত থেকে খুব বেশি দূরে নয়। মঙ্গলবার সকালে শক্তিশালী ভূমিকম্প অনুভূত হয় মঙ্গোলিয়া-রাশিয়া সীমান্তে। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৬.৮। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জিওলজিক্যাল সার্ভে (ইউএসজিএস) জানিয়েছে, মঙ্গলবার সকালে ৬.৮ তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয় মঙ্গোলিয়া-রাশিয়া সীমান্তে, ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল টার্ট থেকে ৩৩ কিলোমিটার দক্ষিণ-দক্ষিণ পশ্চিমে, ভূপৃষ্ঠের ১০ কিলোমিটার (৬ মাইল) গভীরে। স্থানীয় সময় অনুযায়ী মঙ্গলবার সকাল ৫.৩৩ মিনিট নাগাদ শক্তিশালী ভূকম্পন অনুভূত হয়, ভূমিকম্পের উপকেন্দ্র ছিল উত্তর মঙ্গোলিয়ার খোভসগল হ্রদে, মঙ্গোলিয়া-রাশিয়া সীমান্ত থেকে প্রায় ৫৫ কিলোমিটার (৩৫ মাইল) দূরে। ভূমিকম্পের তীব্রতা অপেক্ষাকৃত বেশি থাকা সত্ত্বেও ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নি।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।